নোসোডস্

ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস

নোসোড্‌স্

[রোগরাজ্যোদ্ভূত ঔষাধাবলী]

ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস

নবম সংস্করণ

মডার্ন পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা

হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং-এর প্রফুল্লবাবুর অকৃত্রিম বন্ধুত্বলাভ আমার জীবনের একটা চিরস্মরণীয় ব্যাপার। অন্যান্য বইগুলির ন্যায় এই বইটিও প্রকাশ করবার ভার তিনি নিজে গ্রহণ করে আমায় নিশ্চিন্ত করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নেই।

আশ্বিন, ১৩৪২ — গ্রন্থকার

নবম সংস্করণের ভূমিকা

আমাদের খুবই আনন্দের বিষয় যে পুস্তকখানির অষ্টম সংস্করণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও ছাত্র সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অষ্টম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার পর নানা কারণে নবম সংস্করণ প্রকাশ করিতে কিছুটা বিলম্ব ঘটিয়াছে সেজন্য আমরা খুবই দুঃখিত।

অন্যান্য বিষয়ে পুস্তকখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে আমরা সর্ব্বোতভাবে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমান সংস্করণের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।

আশা করি বর্ত্তমান সংস্করণ পাঠকগণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে।

ইতি—

শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পরম কারুণিক শ্রীশ্রী ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ নোসোড্‌স্ বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ বের হলো। শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণ বইটিকে যে অতীব প্রীতির চক্ষে দেখেছেন এটাই তার প্রমাণ।

নোসোড্‌স্ ঔষধগুলি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ। এমন কতকগুলি সাঙ্কেতিক ক্ষেত্র আছে যেখানে নোসোড্‌স্ ঔষধ ছাড়া চিকিৎসা হতেই পারে না তাই আমি সেই অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রগুলিকে যোদ্ধাদের হাতে দিবার সঙ্কল্প করেই নোসোড্‌স্ বই লিখেছি।

ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ছাত্র ও চিকিৎসক বহু অথচ নোসোড্‌স্ ঔষধগুলি শিক্ষা দিবার পৃথক কোনও বাংলা বই নেই। তাই আমি বাংলা ভাষাতেই এই বইটি লিখেছি। এবং তাতে যে আমার প্রিয় শিষ্য শিষ্যাদের খুবই সুবিধা হচ্ছে, তা তাঁরা আমায় নিত্য জানাচ্ছেন।

ইংরেজীতেও নোসোড্‌স্ বই মাত্র একটি আছে। অর্থের ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানে অভাববশত যাঁরা সেই মহামূল্য বই পড়তে সুযোগ ও সুবিধা না পাবেন, তাঁরাও আমার বই পাঠে একই রকম জ্ঞান লাভ করবেন।

তৃতীয় সংস্করণে আমি সাতটি বিখ্যাত নোসোড্‌স্ ঔষধ নূতন করে জানালুম। আশা করি তাতে আপনাদের উপকারই হবে। এই সদাব্যবহার্য পুস্তকখানি যাতে স্থায়ী হয়, ছাত্রগণ ও চিকিৎসকগণ যাতে বেশিদিন ব্যবহার করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান সংস্করণটি উত্তম বাঁধাইরূপে প্রকাশ করা হলো।

আমার চিরদিনের বন্ধু হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং -এর প্রফুল্লবাবু বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমে তৃতীয় সংস্করণ বাজারে দিতে পারলেন। তিনি আমার ও আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। বর্ধিত কলেবরের জন্য মূল্য যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করতে হলো।

আপনাদের সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম।

বাঁকুড়া, জন্মাষ্টমী

ভাদ্র, ১৩৬১

শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস

সূচীপত্র

প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন ঔষধাদি সম্বন্ধে দুটি কথা

ওষুধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে প্রথম খন্ডরূপে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন ঔষধাবলীর উৎপত্তির ইতিহাস ও গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। ঐ খন্ডটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমিওপ্যাথির প্রিয় ভক্তগণ আমায় যেভাবে এই পুস্তকটির চার খন্ডই অতি শীঘ্র শেষ করে সমগ্র মেটিরিয়া মেডিকাটি প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলভাবে উৎসাহ ও অনুরোধ জানাচ্ছেন, তাতে সত্যই আমার সহস্র কাজ সত্ত্বেও এবং সময়ের অতি অভাব ঘটলেও তিলার্ধ বিলম্ব করা উচিত নয় মনে করি। সমগ্র প্রাণিজগতোৎপন্ন ওষুধগুলিকে আমি নিম্নোক্তরূপে শ্রেণীবিভাগ করেছি, যথা ঃ

জীবজ ঔষধাবলী ঃ (ক) স্তন্যপায়ী জাতি; (খ) সর্প ও গিরগিটি জাতি; (গ) মৎস্য জাতি; (ঘ) প্রবাল, শামুক, জোঁক, ব্যাঙ জাতি; (ঙ) কীটপতঙ্গ জাতি; (চ) মাকড়সা জাতি।

এই ছয়টি শ্রেণীতে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে ওষুধগুলির উৎপত্তি স্মরণ আর বেগ পেতে হবে না এবং একবার উৎপত্তির ইতিহাসটি স্মরণ হলেই তার সংক্ষিপ্ত বিশেষ লক্ষণগুলি একের পর এক আপনিই মনে উদিত হবে, অন্তত স্মরণ করবার সুবিধাও হবে।

ইতিমধ্যেই দুএকজন মফঃস্বলের ডাক্তার পরম কৌতুহল ও আশ্চর্যভাব প্রকাশ করে আমায় জানিয়েছেন যে, হ্যানিম্যানের মারফত আমার বর্ণিত ওষুধের উৎপত্তিবিষয়ক ব্যাপারগুলি জেনে তাঁরা অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন। তাঁরা বলেন যে, চিকিৎসা তাঁরা বহুদিন করছেন এবং ওষুধগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁরা জেনেছেন কিন্তু তা উৎপত্তির যে এমন কৌতূহলপূর্ণ ইতিহাস আছে বা তা যে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জীব থেকে পাওয়া গেছে তা তাঁরা জানতেন না। বলেন কি? শামুক আর জোঁক থেকে আমাদের ওষুধ পেয়েছি? একা মাছরাজ্য থেকেই তের চৌদ্দটি ওষুধ পেয়েছি? যমের দক্ষিণদ্বারের অধিকারিসম যে চিতি সাপ (Kroit), তা থেকেও ওষুধ পেয়েছি? উত্তর ত আমার বইতেই আছে—হ্যাঁ পেয়েছি। শুধু জোঁক, শামুক, চিতি সাপ কেন, আমরা ওষুধ পেয়েছি মাথার উকুন, ঘুণপোকা, মশা, মাকড়সার জাল, এমন কি অতি ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর শুঁয়োপোকা থেকেও। আশ্চর্য হবেন না। এখানেই হোমিওপ্যাথির বিজয় বৈজয়ন্তী, এখানেই তার সত্যের দুন্দুভিনিনাদ। শুধু ওষুধ পাওয়া নয়, হোমিওপ্যাথরা সেগুলিকে যথারীতি প্রুভিং করে, তাদের বিশিষ্ট লক্ষণ ও

প্রয়োগপ্রণালী নিরূপণ করে সেগুলিকে মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান দিয়েছেন এবং জগতের মাঝে উচ্চ কণ্ঠে গুণকীর্তন করে তাকে তুলে ধরেছেন। অন্য কোন প্যাথির সাধ্য নেই যে তার কমা, ফুলস্টপটিও বদলায়। ওষুধগুলির লক্ষণ ও প্রয়োগক্ষেত্র তাদের সৃষ্টির আদিম সময় থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে অচল ও অটল। কেন চিরদিন একইভাবে থাকবে না? সত্যের রূপ কি কখনও বদলায়? হোমিওপ্যাথি যে সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে যে চির সত্য, চির অক্ষয়, চির অব্যয়। আগুনে জল দিলে আগুন নিবে যায়। চিরদিনই নিববে, এর কি আর ব্যতিক্রম আছে? তেমনি আন্দাজের ভিত্তির উপর নির্ভর করে লক্ষণসমষ্টি ও প্রয়োগক্ষেত্র লিপিবদ্ধ করা হয়নি, রীতিমতো প্রুভিং করে তবে স্থান পেয়েছে। প্রুভিং যে অগ্নিপরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ত তার সিদ্ধিলাভ। অন্যান্য প্যাথির ঔষধাবলীর আজ একরকম গুণ বের হচ্ছে, কাল আবার সেটা হয়ে যাচ্ছে অবগুণ; আজ এক রোগে এক ওষুধের ব্যবস্থা হচ্ছে, কাল আবার তার বদলে অন্য ওষুধের ব্যবস্থা হচ্ছে। এমনি নিত্য পরিবর্তন। রোগ নিরূপণের পরিবর্তন, ওষুধ ব্যবহার প্রণালীর পরিবর্তন, মাত্রার পরিবর্তন। নিত্য নূতন মত, নিত্য নূতন পথ—মাথা ঘুরে যায়। চিরকালের মতো নিশ্চিত সত্য আবিষ্কার করবার সাধ্য অন্য কোন প্যাথির নেই। কিন্তু ল্যাকেসিসের নিদ্রান্তে বৃদ্ধি, বাচালতা, তরল দ্রব্য পানের অক্ষমতা, বাঁ পাশে বৃদ্ধি, কোমরে বা গলায় সামান্য চাপও অসহ্য—এসব কি হেরিংয়ের সময় হতে আজ পর্যন্ত ঠিক একই নেই ? এপিসের হুলবেঁধা ব্যথা, ফুলা, তৃষ্ণাহীনতা ও শৈত্যপ্রিয়তা কি একটুও বদল হয়েছে? ট্যারেনটুলা হিস্পার মাথাঘোরা, মাথায় চিরুনি ও বুরুশ দিবার সদা ইচ্ছা, নিম্ফোম্যানিয়া, অস্থিরতা ও হাত পায়ের নর্তন আবিষ্কারের দিন থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে নেই কি? মিউরেক্সের অস্বাভাবিক কামোদ্রেক, পেটের ডান দিক থেকে ডান বা বাম বক্ষ পর্যন্ত যন্ত্রণা (স্ত্রী)—এ সব কি এক বিন্দুও কেউ বদলাতে পেরেছে? না পারেনি, পারবার নয় বলেই।

হেলোডার্মা ওষুধটিকে আপনারা প্রায়ই ব্যবহার করছেন। রোগীর অসাধ্য অবস্থায় ও মৃত্যুকালীন কোলাপ্স ও শীতলতায় এই ওষুধটির অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া বোধ হয় অনেকেই দেখেছেন এবং অবাক হয়ে গেছেন নিশ্চয়। কিন্তু যাঁরা হামেশা এটি প্রয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এর কি থেকে উৎপত্তি তা জানেন না। জানবার ইচ্ছা হয় না কি? এক এক সময় এই অদ্ভুত ওষুধের উৎপত্তি জানবার জন্যে মনের কোণে চাঞ্চল্য ও শিহরণ নিশ্চয়ই খুব জাগে। আচ্ছা, এখন বলুন দেখি, যদি বলি যে, এই হেলোডার্মার উৎপত্তি হয়েছে গিলা মনস্টার (gila monster) নামক এক প্রকার বিষাক্ত ও বৃহৎ গিরগিটির মতো জন্তু থেকে এবং এর সম্যক লক্ষণ

জানবার পূর্বে আমাদের কেবলমাত্র জানা ছিল যে, ঐ জন্তুর দংশনে এক রকম পক্ষাঘাত (benumbing paralysis) জন্মে। ঐ জন্তুটির কামড়ানোর বিষময় ফলস্বরূপ ঐ পক্ষাঘাতের কথাটিই জানা ছিল। পরে আরম্ভ হলো প্রুভিং, তারপর তার নিশ্চিত প্রয়োগলক্ষণগুলি নিরূপিত হলো। আজ ঐ বিষাক্ত জন্তুটির বিষ পান করে শতসহস্র নরনারী পুনর্জীবন লাভ করছে, শত গৃহে উঠছে হাসির কল্লোল, শত প্রাণে জাগছে শান্তির লহরী। কত বাবা কোলে ফিরে পাচ্ছেন তাঁর হারানো প্রায় মানিক, কত সতী ফিরে পাচ্ছেন তাঁর হারানো সত্যবানের জীবনরতন। কত ঘরে শ্মশানকলরোল উঠবার কালে বাজালো মিলন শঙ্খ, জাগলো প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা।

প্রাণিরাজ্য হতে প্রাপ্ত ওষুধগুলির কথা পাঠ করলে আর একটি বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে একবিন্দুও সন্দেহ থাকবে না। সেটি হচ্ছে হোমিওপ্যাথির শক্তির সমস্যা। এখন অবশ্য শক্তির কথা শুনে লোকে আর হাসে না। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন শক্তিকৃত ওষুধের কথা শুনলে সাধারণ লোকে ত তাঁকে ঢিল মারতই এমন কি স্বয়ং গভর্নমেন্টও এক সুদূর নিভৃত পাগলাগারদবাসের জন্য স্থির করত। বলত, আরে বলে কি? পঞ্চাশ গ্রেন কুইনিন দিয়েও ম্যালেরিয়া আমরা বন্ধ করতে পারছি না, আর ওরা বলে কিনা ক্ষুদ্রতম মাত্রায় সেই জ্বর বন্ধ হবে! তা পঞ্চাশ গ্রেনের জায়গায় পনর গ্রেন দাও না হয় পাঁচ গ্রেন দিয়েও পরীক্ষা কর; তা না একেবারে কুইনিন ৬ শক্তি, ৩০ বা ২০০, ১০০০, ১০ হাজার, লক্ষ শক্তি। পাগল আর কাকে বলে? তাও আবার মাত্র এক দাগ। এতে লোক হাসবে না ত হাসবে কিসে?

এমনি করে বিপক্ষদল আমাদের সমালোচনা করত, গাল দিত, পাগল সাজাতো ও ঢিল মারতো। কিন্তু কারলাইল বলে গেছেন ঃ সবুর কর, সত্য নিজেই তার পরিচয় দেবে (allow time and truth will come out)। আমাদের পক্ষেও তাই হলো। সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করল, তার অমল ধবল জ্যোতিতে বিপক্ষের চোখের তারা ঝলসে যেতে লাগল। কিন্তু বাক্যে বা তর্কে এই সত্যতা স্থিরীকৃত হলো না। সে দেখা দিল ক্রিয়ার মধ্যে, যেখানে তর্কের বা বাক্যের স্থান নেই। শক্তিকৃত ওষুধের মন্ত্রফল দেখে পুরো অবিশ্বাসীও ভয়চকিত প্রাণে স্বীকার করলো তাদের লজ্জাজনক অজ্ঞানতা ও বিষাদময় পরাজয়।

সব ওষুধ থেকেই প্রমাণ করা যেতে পারে শক্তি সমস্যার সত্যতা কিন্তু প্রাণিরাজ্যের কয়েকটি ওষুধের বর্ণনার দ্বারাই সর্বসাধারণ এই শক্তি সমস্যার সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। আমরা দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্য থেকে কয়েকটি ওষুধ পেয়েছি। প্রথমে দুধের কথাই ধরা যাক। গোদুগ্ধ থেকে পেয়েছি ল্যাক ভ্যাকসিনাম। কিন্তু এই আবিষ্কার হবার সময় সারা জগৎ হাততালি দিয়ে হেসে

উঠল। যে দুধ আমরা নিত্য পান করি, মাতৃগর্ভ থেকে ধরায় অবতীর্ণ হওয়া অবধি যা পান করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমরা এক দেহটাকে খাড়া করি, তাই হবে ওষুধ? তাও আবার ক্ষুদ্রতম মাত্রায়? এ কি বিশ্বাস হয়?

ডাঃ ন্যাস একবার একটি রোগীকে সালফার ব্যবহার করায় রোগী হেসেই অস্থির হলো। বললে ঃ ডাক্তার জানো, আমি রোজ কটা করে ডিম খাই? জানো, তাতে সবসুদ্ধ কতটা করে সালফার আমি রোজ পেটে পুরছি? উত্তরে ডাঃ ন্যাস শুধু মুচকি হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ নিশ্চয় খেও এবং আমাকে ফলাফল জানিও। ফলাফল অবশ্য যা হয়েছিল এতেই বোঝা যাবে যে, দিনকয়েক পরেই সেই অবিশ্বাসী নীরোগ হয়ে ফিরে এসে নমস্কার করে বললে ঃ ক্ষুদ্রমাত্রায় এত তেজ !

এমনি ঘটনা নূনের বেলাতেও ঘটেছিল। কেউ মনে কল্পনাও করতে পারেননি যে এই নুন আবার হবে আমাদের ঔষধ। তাও আবার তা ক্ষুদ্রতম মাত্রায় ও শক্তিকৃত অবস্থায়। কিন্তু সেই নুনই আজ নেট্রাম মিউর নাম নিয়ে শক্তিকৃত অবস্থায় কি অলৌকিক ফলই দেখাচ্ছে।

যাক, বলছিলুম গোদুগ্ধের কথা। আমরা দেখেছি, সবাই দুধ খেয়ে হজম করতে পারে না। অনেকে আবার এত বিরুদ্ধপ্রবণ (idiosyncratic) যে তারা দুধ ত খেতেই পারে না, এমন কি দুগ্ধজাত দ্রব্য অর্থাৎ সব মাখন ছানা হতে প্রস্তুত মিষ্টিও পর্যন্ত খেতে পারে না, খেলে অসুখ তাদের করবেই। আমরা চিন্তা করতে বসলুম—এর কারণ কি? নিশ্চয়ই তা হলে দুধেরও একটা ভেষজ শক্তি আছে যার দ্বারা কেউ কেউ আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারও অনেক দেখা যায় যে, কোনও ঋতুমতী নারী ঋতু অবস্থায় এক গ্লাস দুধ খেতেই ঋতুস্রাব তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। দুধ আমরা রোজই খাই এবং প্রচুর পরিমাণে খাই, সুতরাং সে দুধে আবার রোগ আরোগ্য হবে—এ রকম যুক্তিহীন চিন্তা আমরা অবশ্য আদৌ করিনি। কারণ সমলক্ষণতত্ত্ব আমাদের জানা আছে এবং শক্তির ক্রিয়াও আমাদের অজানা নয়। যাই হোক, আমরা আমাদের কাজ আরম্ভ করলুম। নানারূপে নানাভাবে প্রুভিং হলো, বিশিষ্ট লক্ষণ লিপিবদ্ধ হলো। নাম দিলুম ল্যাক ভ্যাকসিনাম এবং প্রয়োগক্ষেত্র নিরূপিত করে সমগ্র জগতে এটি ব্যবহার করার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলুম।

বিদ্রোহিদল আবার এগিয়ে এল তাদের গুণ্ডামি নিয়ে। চিৎকার করে, যুক্তিহীন অসার তর্ক করে, গালিগালাজ দিয়ে বলতে লাগলো এ মিথ্যে এ মিথ্যে; এ গল্প সত্যি নয়; এ অসম্ভব, এ কল্পনা, এদের মাথা খারাপ হয়েছে—এদের মাথা ঠাণ্ডা কর। এই ত আমরা সের সের দুধ পান করছি, হোক দেখি আমাদের বাঁ ধারের মাথাব্যথা বন্ধ? এই লোকটির ত আজ চারদিন বাহ্যে হয়নি আদৌ, তীব্র জোলাপ বিফল

হয়েছে, খুব শীত অনুভব করছেন, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে এবং প্রচুর প্রস্রাব হচ্ছে। এখনি ভদ্রলোক এক সের দুধ পান করুন—হোক দেখি এর রোগ উপশম!

শান্তভাবে আমরা তাদের ডেকে বললুম ঃ এসো, বস, দেখ। তবে এক সের দুধ খেতে হবে না, এক লক্ষ শক্তির একটি ফোঁটা মাত্র খেতে হবে। বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত লোকটির জিহ্বায় দেওয়া গেল লক্ষ শক্তির এক ফোটা গোদুগ্ধ। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁর রোগযাতনা উপশম হওয়ায় লাফিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—হুররে!

তারপর এমনি প্রায়ই চলতে লাগল। লক্ষ শক্তির দুধ বা ঘোলে দারুণ মাথাব্যথা ছাড়তে লাগল; কোষ্ঠবদ্ধতা—যাতে তীব্র জোলাপও বিফল হয়েছে—তাও দূর হলো। বাত ভালো হলে বহুমূত্র সারল—এমনি কতো কি। বিপক্ষদল আর আমাদের মারতে এলো না বটে, তবে, আমাদের মত গ্রহণও করলো না, মাথা হেঁট করে চলে গেল।

এমনি করে আমরা দুধ, দুধের পর ঘোল তারপর দধি, সর এইসব প্রুভিং করতে লাগলুম আর সেই সেই ওষুধের অত্যাশ্চর্য শক্তির দ্বারা অনেক রোগও সারাতে লাগলুম। এমনি করে এল, কুকুরীর দুধের পালা। আবার হৈ হৈ করে বিপক্ষদল আকাশ বাতাস ভরে দিল।

কিন্তু সেবারে আমরা তাদের আরও তাজ্জব বানিয়ে দিলুম। তারা বলেছিল যে, বিজ্ঞান বলে তারা নাকি শুনেছে কুকুরীর দুধ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে আমরা ওষুধ তৈরি করতে পারব না। এমনি কথা তারা আমাদের ল্যাকেসিসের বেলায়ও বলেছিলো কিন্তু সেবারে হারলেও এবারে তারা হারবে না। তাদের বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা নাকি একথা জোর করে বলেছেন।

এবারে আমরা কিন্তু আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলুম। কয়েকটি অতি কঠিন গলক্ষত রোগীর চিকিৎসায় যেখানে তারা নিরাশ হচ্ছিল সেখানে আমরা গিয়ে যেই জানলুম রোগীর দারুণ যন্ত্রণা—কেবলই তা পার্শ্বপরিবর্তন করছে। অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা ১০০০, ১০ হাজার বা লক্ষ শক্তির এক এক ফোঁটা কুকুরীর দুধ দিতে লাগলুম, আর তাঁদের ত্বরায় যমদ্বার থেকে ফিরিয়ে আনলুম। আবার কতকগুলি মজার বাতের রোগী পেলুম। তারা বললে, তাদের বাত আজ যদি হয় বাঁ হাতে কাল সেটা ভালো হয়ে হবে ডান পায়ে, আবার সেটা পরশু আসবে অন্য হাতে—অমনি পার্শ্বপরিবর্তনশীল অস্থিরগতি ব্যথা (erratic pain changing sides)। আমাদের সঙ্গে যে বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথরা এসেছিলেন তাঁরা ত ভেবেই অস্থির! এ কি লক্ষণ রে বাবা! তাঁরা বললেন আমাদের, এটাকে যে আপনারা কুকুরীর

দুধের বিশেষ লক্ষণ বলেন, তা হলে তা দিচ্ছেন না কেন? পরীক্ষা হোক না এবার দেখি! তাঁরা মনে করেছিলেন, এবারে আমাদের কথা মিথ্যে হবেই। আমরা দিলুম উচ্চতম শক্তির কুকুরীর দুধ ক্ষুদ্রতম মাত্রায়। ফলে বাতে পঙ্গু রোগী ভালো হয়ে নিউ ক্যাস্‌লের কয়লা খনিতে কাজ করতে চলে গেল।

তারপর এলো কতকগুলি রোগী, যাদের রোগ নির্ধারণ (diagnosis) করতে গিয়ে অন্য দল দশটা মত প্রকাশ করেছেন, তবু রোগ ঠিক হয়নি। আর ভালোও হচ্ছে না। অবশেষে এলেন তাঁরা আমাদের কাছে। সঙ্গে এল বিদ্রোহিদল। এবার আমাদের নিশ্চিত পরাজয় দেখে হাততালি দেবার জন্য তাদের সবাই বলতে লাগলো যে, তারা সাপের সম্বন্ধে নানারূপ স্বপ্ন দেখে। কেউ দেখে যেন একটা মরা সাপ তাকে ঘিরে রয়েছে; কেউ দেখে যেন তার বিছানায় একটা বৃহৎ সাপ শুয়ে আছে; কেউ দেখে চলবার সময় যেন একটা লম্বা সাপ পড়ে আছে। এমনি সাপের সম্বন্ধে কত ভয়! বিপক্ষদল বললেন ঃ আপনাদের কুকুরীর দুধের বিশিষ্ট লক্ষণ ত এই সাপের স্বপ্ন দেখা, তাছাড়া রোগীরা ত খুবই দুর্বল ও অবসন্ন। এবারে কুকুরীর দুধ দিয়ে ভালো করুন না, বাহাদুরিটা দেখা যাক্। আমরা দিলুম তাদের কুকুরীর দুধ, কাউকে ১০০০ শক্তি, কাউকে ১০ হাজার শক্তি, কাউকে বা লক্ষ শক্তি। ফলে তারাও প্রায় সবাই অল্পদিনেই ভালো হয়ে গেল।

এমনি করে তিলে তিলে আমরা এসব ওষুধের শক্তিকৃত আকারে ও ক্ষুদ্রতম মাত্রায় জটিল দুরারোগ্য ব্যাধি অক্লেশে সারাতে লাগলুম। তিল তিল করে বিদ্রোহীদের সন্দেহ দূর হতে লাগলো এবং আমরা তাহাদের হৃদয় জয় করতে লাগলুম। অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস যখন দূর হয় তখন সে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও তীব্রতম বিশ্বাসী। তাই বিপক্ষদলের চরমপন্থী অবিশ্বাসীর দল ক্রমে ক্রমে হতে লাগলেন আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের ডান হাত।

তাঁরাও ছিলেন বিদ্রোহিদলের মধ্যে ধন্বন্তরিসদৃশ বিজ্ঞতম বৈদ্যরাজ, সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শী তাঁদের জ্ঞান, আকাশের ন্যায় অসীম তাঁদের বিদ্যা। তাঁরা এলেন আমাদের দলে, আমাদের সত্যের পতাকাকে অভিবাদন করে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন। আমরাও ধন্য হলুম।

তাঁরাই তুলে নিলেন নিজ নিজ সবল সক্ষম হাতে আমাদের সত্যের পতাকা। তাঁদের জ্ঞানের জ্যোতিতে, বিদ্যার গরিমায়, শিক্ষার শ্রেষ্ঠতায় আজ সমমন্ত্রের পতাকা বালার্কদ্যুতিতে নভোমাঝে সগর্বে উড্ডীয়মান—দ্যুলোক ও ভূলোক তার জ্যোতিতে আজ উদ্ভাসিত, এই চন্দ্রসূর্যগ্রহ-তারাভরা রোগজ্বরাতুরা পৃথিবীর মাথার উপর আজ বিশ্বদেবতার আশীর্বাদ।

রোগী আরোগ্যহেতু রোগরাজ্যের দান

অতীতের ঘন তমসাময় মহাপ্রলয়ের যুগে, সাগরম্বরা ধরিত্রীর আসন্ন লোপ সম্ভাবনাকালে সেই প্রলয়জল মন্থনের অলৌকিক কাহিনী আমাদের শাস্ত্রের প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। সেই সব অদৃষ্টপূর্ব ও অদ্ভূত বর্ণনাদি পাঠকালে আমরা কেউ কেউ ভীতচকিত হয়ে সেই অবাঙমনসগোচর শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে সহস্রবার মাথা নুইয়ে ফেলি, আবার কেউ কেউ বা উপহাসের হাসি দিয়ে তাকে কবিকল্পনা বলে উড়িয়ে দিই। কিন্তু আমরা ঐ অলৌকিক কথাটিকে কখনই অবিশ্বাস করতে পারব না যদি আমরা একবার নিশ্চিন্তমনে সাধকোচিত প্রেরণায় চিন্তা করে দেখি যে, এই রোগজরাতুরা ধরিত্রীর রোগারোগ্যকল্পে কিভাবে এই রোগসমূদ্র মন্থিত হয়ে কেমন অমৃতের উৎপত্তি হয়েছে। আনুপূর্বিক অভিনিবেশসহকারে আলোচনা করলেই আমরা অবাক হয়ে যাব রোগারোগ্যহেতু রোগরাজ্যের অদ্ভুত দান দেখে। কেন আমরা ভুলে যাব শাস্ত্রের সেই গম্ভীর নিনাদ, শ্রীমহেশ্বরের প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে সেই অভয়বাণী ঃ "প্রিয়ে, সৃষ্টিধ্বংসহেতু আামি রোগও যেমন সৃষ্টি করেছি, সৃষ্টিরক্ষাহেতু অমোঘ ঔষধও তেমনি আমার সৃষ্টি করা আছে।" আমরা অবাক হয়ে যাব শ্রীভগবানের এই উক্তির সঙ্গে ঋষিশ্রেষ্ঠ হ্যানিম্যানের চিন্তা ও কল্পনার অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখে।

একবার কল্পনার চক্ষে দেখা যাক শতাব্দীর পূর্বের একটি চিরস্মরণীয় দিনের ঘটনা ও তার অপূর্ব সার্থকতার কাহিনী। হতমান, হৃতসর্বস্ব, সর্বহেয় হ্যানিম্যান একদা অর্থাভাবে ভিখিরির জীবন যাপন করেছিলেন। আহার নেই, আহার যোগাবার সামর্থ নেই। নেই অন্ন, নেই বস্ত্র, নেই সংসারের অভাব অনুযোগ মিটাবার শক্তি ও অর্থ। অভাব দৈন্যের প্রবল ঘূর্ণিপাকে মুহ্যমান হয়ে তখন তিনি আমাদের সেই চিরপরিচিত অমর কবি কালিদাসের মতোই বুদ্ধিহারা হয়ে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় পথ বিপথে ঘূর্ণ্যমান। এমন সময় তাঁর পরীক্ষার চরমতম দিন আগত হলো। তাঁর অর্থহীন দীন পরিবারের মধ্যে দেখা দিল করাল ব্যাধির চপল লীলা। প্রাণপ্রিয় শিশুগুলি রোগভারে জর্জরিত, স্বর্গের মন্দাকিনী বিধৌত পারিজাত দলের ন্যায় তারা ঝরে পড়বার মতো শুষ্ক, কাতর ও দীর্ণ। তাদের উপযুক্ত পথ্য নেই, পথ্য যোগাবার অর্থ নেই, তদুপরি নেই ওষুধ। তৎকালীণ প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করা সত্ত্বেও সেই শাস্ত্রের অসত্যতা ও অক্ষমতা দেখে হ্যানিম্যান ঐ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাসহীন ও অসারতা উপলব্ধি করে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় তাকে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন অথচ নতুন পথের সন্ধান তিনি কখনও পাননি। সুতরাং তার তখনকার

মনের অবস্থা শুধু কল্পনারই বস্তু। একদিকে রোগাতুর প্রাণপ্রিয় শিশুরা রোগযন্ত্রণায় আকুল ও অবসন্ন, অন্যদিকে অন্নহীন দরিদ্র পিতার নিঃসহায় মূর্তি। কিন্তু সেদিন সেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় ভীষণতাময় দুর্দিনেও তিনি আত্মহারা হননি। পরম আবেগভরে সেদিন তিনিও তাঁর ব্যাকুল ও আত্মহারা পত্নীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ "প্রিয়ে! ভগবান যেমন আমার শিশুদের জন্য রোগ সৃষ্টি করেছেন আবার তাদের রোগারোগ্য হেতু তেমনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন।" কৈলাসশিখরাসীনা গৌরীর প্রতি দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের উক্তির এটি পুনরাবৃত্তি নয় কি?

তারপর শুরু হল ওষুধ আবিষ্কারের নূতনতম পথ ও সুন্দরতম উপায়। কিন্তু প্রলয়কালের সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে এর তুলনা কোথায় তাই দেখা যাক। গাছপালা, সাপ, ব্যাঙ, সোনা, রূপা প্রভৃতি থেকে নিত্য ওষুধ আহরিত হতে লাগল। কিন্তু কেবলমাত্র সমুদ্রমন্থনেই যেমন অমৃত উঠেছিল তেমনি অমৃতোপম ওষুধ আবিষ্কৃত হলো রোগ-রাজ্য মন্থনের পর। সে যে কি অদ্ভুত আবিষ্কার, রোগ ও জরামৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার যে সে কি অকাট্য অস্ত্র তা কেবল যোদ্ধাই জানেন। খোসপাঁচড়ার বীজ হতে উঠল সোরিনাম; ঘৃণিত ও হেয় গর্মির ঘা হতে উঠল সিফিলিনাম; অতি কুৎসিত ও লজ্জাজনক গণোরিয়ার পূঁজরক্ত হতে আবিষ্কার হলো মেডোরিনাম। এমনি অমৃতের পর অমৃত আবিষ্কার হতে লাগল। এসব আবিষ্কারের সময় যে গরল পান করবার দরকার হলো তারজন্য নীলকণ্ঠের অভাবও দেশে হয়নি। অবাধে, অক্লেশে, সহাস্যবদনে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহামতিরা সেইসব অতি জঘন্য প্রকার বিষ নিজেরা আগে গলাধঃকরণ করে তার প্রুভিং করতে লাগলেন। পরের রোগারোগ্যহেতু অন্যের জীবন রক্ষার ওষুধ আবিষ্কার করবার জন্য তাঁরা অক্লেশে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে কেউ ডিপথিরিয়ার বীজ, কেউ অতি ভীষণ বসন্তের বীজ, কেউ করালতম ব্যাধি যক্ষ্মার পূঁজও উদরস্থ করতে ইতস্তত করলেন না। আজ আমরা হাতে পেয়েছি টিউবারকিউলিনাম, পাইরোজেনিয়াম, ম্যালানড্রিনাম। আজ আমরা জানি তাদের ব্যবহারপ্রণালী ও ব্যবহারক্ষেত্র। আজ আমরা নখদর্পণে রেখেছি তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট লক্ষণাবলী আর তা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অতি সহজে ব্যবহার করে নিত্য আমরা কুড়োচ্ছি যশ, মান ও অর্থ। কিন্তু তাঁদের আবিষ্কারের পূর্বে যাঁরা ঐসব আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তাঁদের অভাবনীয় কৌতুহল নিবৃত্তির অতৃপ্ত বাসনা, তাঁদের অলৌকিক মহত্ত্ব ও শৌর্যের অদ্ভূত দীপ্তি এবং তাঁদের অমানুষিক আত্মদানের জ্বলন্ত ইতিহাসের কথা আজ আমাদের ভুললে চলবে না। তাঁরা সকলেই ছিলেন এই মরজগতের বাইরের লোক, সকলেই ছিলেন স্বর্গের দেবসভার অধিবাসী। মর্ত্যের রোগ ও জরার করাল ভেরিনিনাদে তাঁদের আসন টলেছিল, তাই রোগজরাতুরা ধরিত্রীর তুমুল শোকবিলাপে তাঁরা স্বর্গের আবাস ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন

এবং দারুণ বিষ গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ মহাদেবগণ আমাদের জন্য আজ দিয়ে গেছেন এসব মহা অমৃতরাজি, যার অদ্ভুত শক্তিতে আজ ব্যাধি ও জরা ক্লান্ত এবং পরাভূত; যার অসামান্য ক্ষিপ্রতাপূর্ণ তড়িৎ-ক্রিয়ায় মৃত্যুদ্বার হতেও নিত্য ফিরে আসছে প্রিয়তমার তরুণ রথের অরুণ সারথি, সহস্র বিদীর্ণাত্মা যশোদার কোলে সহস্র ননীচোরা কাঙালের ধন নীলমণি।

রোগরাজ্যোদ্ভূত ঔষধাবলী যাঁরাই ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই এগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবেন। আমার মনে হয় যে, রোগসমুদ্রে মন্থন দ্বারা এসব ওষুধের সন্ধান না মিললে হোমিওপ্যাথিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত এবং রোগারোগ্যর ক্ষেত্রে এই ধরনের ওষুধের অভাবে অনেক স্থানে আমাদের অপমানিত লাঞ্ছিত ও আশাহত হতে হতো। নিউমোনিয়ারোগে লক্ষণাদি নিয়ে টিউবারকুলিনাম ২০০ কখনও প্রয়োগ করেছেন কি? যদি করে থাকেন তাহলে আমায় আজ আর আপনাদের নতুন করে জানতে হবে না ঐ ক্ষেত্রে এই মহৌষধির মন্ত্রফল। হোমিওপ্যাথিতে অবিশ্বাসী যদি কেউ থাকেন, আমি তাঁকে সগর্বে আহ্বান করছি আমার রোগী চিকিৎসাক্ষেত্রে, যেখানে প্রসবের পর প্রসূতি প্রবল সূতিকাজ্বরে মরণের পথের যাত্রী হয়েছেন। ঐ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার চিকিৎসাতেও বিফলমনোরথ হবার পর দুই একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ নিয়ে যখন তাঁকে পাইরোজেনিয়াম ২০০ দুটি পোস্তর মতো দানা তাঁর মুখে দিই, তখন বারো ঘন্টার মধ্যে সেই মৃতকল্প নারীর উন্নতি লক্ষ্য করে সেই অবিশ্বাসী মানব আশ্চর্য হন। কার্বাংকলের ভীষণতম জ্বালাযুক্ত অবস্থায় অন্যান্য প্যাথির ইনজেকশন, ওষুধ প্রলেপ ও পুল্টিস ব্যর্থ হওয়ার পরও অ্যানথাসিনাম ২০০ ওষুধের দুটি অণুবটিকা যে কেমন করে আধ হতে এক ঘন্টার মধ্যে রোগীর অব্যক্ত জ্বালাপোড়ায় শান্তি এনে তাকে সুখসুপ্তির কোলে নিয়ে যায়, তা বোধ হয় আমার অনেক অ্যালোপ্যাথ বন্ধু স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাজ্জব বনে গিয়ে সুখ্যাতির জয়গানে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। এসব কথার একটাও মিথ্যা নয় বা আজগুবি ভূতের গল্প নয়—এ সত্য, অতি সত্য। আর এগুলি যে শুধু আমার হাতে ঘটেছে, তাও নয়। প্রত্যেক হোমিওপ্যাথই তাঁর নিজের হাতে এরূপ অসংখ্য ম্যাজিক দেখিয়েছেন ও নিত্যই দেখাচ্ছেন। অন্য প্যাথির কাছে এসব ঘটনা অসম্ভব ও মিথ্যা বলে মনে হতে পারে যতদিন না তাঁর চোখের কাছে এরূপ ঘটনা ঘটবার সুবিধা হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথের কাছে এরূপ ব্যাপার অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে ধর্তব্য যেহেতু তাঁরই হাতে আছে রোগারোগ্যের প্রকৃত ঔষুধ।

হুপিং কাশি আমাদের দেশের একটি অতি ভীষণ শিশুব্যাধি। কত শিশু যে এই রোগটিতে ভুগে অকালে মহাপ্রস্থান করে, এর ধ্বংসলীলায় যে কত হাহাকার ওঠে

তার হিসেব নেই। এই রোগে মৃত্যু সব সময় না হলেও এর বীভৎস ও করাল আক্রমণ যে একবার চোখে দেখবে সে জীবনে সে দৃশ্য ভুলবে না। কাশতে কাশতে শিশুর চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো ঠিকরে যেন বের হয়ে আসছে, তবু কাশির বিরাম নেই। খক্খক্ খক্খক্ করে শিশু ক্রমাগতই কাশছে, সর্বশেষে তার সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেল, তার দম আটকে এল ইত্যাদি সে যে কি ভীষণ মর্মান্তিক যন্ত্রণা এবং সে যে কি দারুণ মর্মান্তিক দৃশ্য তা কেউ চোখে না দেখলে আমি বুঝাতে পারব না। অনেক সময় প্রাণাধিক প্রিয়তম শিশুপুত্রের এই কাশির আক্রমণের সময় সে যখন দম আটকে যায় ও একটু নিঃশ্বাস পাবার জন্য জীবনমৃত্যু পণ করে তার মায়ের গলা সজোরে আঁকড়ে চেপে ধরে, তখন অনেক মা সেই যন্ত্রণা চোখে দেখে সহ্য করতে না পেরে ফিট হয়ে পড়েছেন তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। কিন্তু ঐ অতি ভীষণ রোগটিও আমাদের দিয়েছে একটি পরমৌষধি। ঐ রোগের বীজ হতেই ককেলুচিন নামক ঔষধটির আবিষ্কার হয়েছে। আমার প্রত্যেক হোমিওপ্যাথ বন্ধুকে বিনীত অনুরোধ, তাঁরা যেন ঐ প্রকারের কঠিন রোগটির চিকিৎসাকালে উক্ত ককেলুচিন ঔষধটির ৩০ বা ২০০ শক্তি অতি অবশ্যই প্রয়োগ করেন। ঐ ক্ষেত্রে ঐ ঔষধটির যে কি গুণ তা তাঁরা নিজেরাই যেন চোখে দেখেন ও আমার কথার সত্যতা মিলিয়ে নেন।

সিফিলিনামের বাত আরোগ্যের কথা এবং মেডোরিনামের রুদ্ধ গণোরিয়াসম্ভূত বা অন্যান্য রোগ সারাবার কাহিনী এত প্রচুর আছে যে তা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়। রতিজ রোগদুষ্ট ব্যক্তিদের বাত ইত্যাদি রোগে এই দুটি নোসোড্স্ ত দেখি প্রায় শতকরা নিরানব্বইজনের অন্তরতম বন্ধু হয়ে আছে। যদিও প্রশংসার কথা নয়, কিন্তু এগুলির এতই বহুল প্রচলন ও এগুলির রোগারোগ্যের এতই তীব্র ক্ষমতা যে অ্যালোপ্যাথিক পেটেন্ট ঔষধের মতো আজকাল এগুলিও চোখ-কান বুঝে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শুধু যে মানব জন্তুর রোগবীজই আমাদিগকে অমৃতদান করে ক্ষান্ত হলো তা নয়; বৃক্ষলতা, গুল্মাদির রোগও মানবকুলের রোগারোগ্যকল্পে অদ্ভুত অমৃত সৃষ্টি করে আমাদিগকে উপহার দিল। আমি সিকেলির কথা বলছি। ঐ ঔষধটি ত রমণীকুলের অকৃত্রিম বন্ধু। শুধু তাই নয়, তাদের মৃত্যু হতে রক্ষা করবার হেতু হয়েছে। লোলচর্মা শীর্ণকায়া বৃদ্ধাদের ইহাই পরম সহায়। তাছাড়া ঋতুশূল, রক্তস্রাব, জরায়ুতে জ্বালা, দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর, তৃতীয় মাসের গর্ভস্রাব আশঙ্কা, নিষ্ফল প্রসবব্যথা, ভ্যাদালব্যথা, স্তনদুগ্ধলোপ, কালো দুর্গন্ধ লোকিয়াস্রাব, সূতিকাজ্বর—এমনি হাজারো রকমের কঠিন ব্যাধি হতে ঐ শীর্ণকায়া জীর্ণদেহ লোলচর্মা নারীদের উদ্ধার করতে

হলে এই সিকেলি ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এই অমৃতোপম ঔষধটির প্রয়োগ যে নিত্য কত রমণীকে মৃত্যুদ্বার হতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

এইভাবে রোগরাজ্য মন্থন করে যে সব অমৃতের সৃষ্টি হলো সেগুলিই এখন রোগরাজ্য হতে মানবকুলের পরম পরিত্রাতা হয়েছে। এত ত্বরিৎক্রিয়াসম্পন্ন তীব্র শক্তশালী ঔষধাদির সৃষ্টি না হলে মারাত্মক ও ভীষণতম রোগাবলীর সঙ্গে যুদ্ধ করা আমাদের অসম্ভব হতো।

কিন্তু এই রোগরাজ্যসম্ভূত ঔষধাবলীর প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকের মনেই দ্বিধা থাকতে পারে। অনেক জায়গায় টিউবারকিউলিনাম প্রেসক্রিপশন করলেই দেখেছি রোগীর ও তার অভিভাবকবর্গের মন দ্বিধাযুক্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বাস্‌রে তাই কি খাওয়া যায়, টিউবারকিউলিনাম খাওয়া ত প্রকৃত যক্ষ্মার বীজ উদরস্থ করা। ভেরিওলিনাম খাওয়া মানে বসন্তের বীজ উদরস্থ করা। তাই কি পারা যায়! সাক্ষাৎ শমনের সঙ্গে কোলাকুলি করা কি পাগলামি নয়! তাছাড়া সোরিনাম ত খোসপাঁচড়ার পূঁজ, তা গলাধঃকরণ করতে সজ্ঞানে কেউই পারবে না।

তাঁদের এক প্রকার উক্তির উত্তরে আমি বলব, অতি হাস্যকর বাধা তাঁদের মনে স্থান পেয়েছে। হোমিওপ্যাথিতে শক্তিকৃত হয়ে যখন কোন বস্তু ওষুধে পরিণত হয় তখন তার মধ্যে তার নিজস্বতা কিছুই থাকে না, পরন্তু নিজের রূপ গুণ গন্ধের অতীত অপর এক নূতন বস্তুতে পরিণত হয়। মূল আরক এক ফোঁটার সঙ্গে নিরানব্বই ফোঁটা কোহলের মিশ্রণে ও আলোড়নে যা সৃষ্টি হয় তার নাম শক্তি। ঐভাবে তার মধ্যে হতে এক ফোঁটা ওষুধ নিয়ে পুনরায় নিরানব্বই ফোঁটা কোহলের মিশ্রণ ও আলোড়ন—এমনি করে আমরা একের পর দুই, তারপর তিন, তারপর চার এবং ক্রমে ক্রমে ২, ৩০, ২০০, ১ হাজার, ১০ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লক্ষ ইত্যাদি শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করি। সুতরাং ৩০ শক্তির ওষুধের মধ্যে আসল মূল ওষুধটির গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। আধুনিক সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রাদি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেও তার মধ্যে হতে মূল রোগবীজের কোনও সন্ধান নির্ণয় করা অসম্ভব হয়েছে। টিউবারকিউলিনাম ২০০ যখন আমরা সেবন করি তার মধ্যে যক্ষ্মার কিছুই নেই, পরন্তু আছে তীব্রতম বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন কোনও এক মহা অমৃতের অশরীরী স্পর্শ, যাকে কোনও উপাদান নামে আদৌ সম্বোধন করা চলে না। সুতরাং সোরিনাম ৩০ বা ২০০ শক্তির মধ্যে খোসপাঁচড়ার পূঁজের সন্ধান মেলা বা ভেরিওলিনাম ৩০ বা ২০০ শক্তির মধ্যে বসন্তের হাওয়া পাওয়া খুবই অবান্তর ও অসম্ভব কথা। বস্তু আমাদের প্রয়োজন নয়, কাজ হচ্ছে সেই বস্তুটির ভিতরে তার উপাদান বাদ দিলে যে স্পিরিট (spirit) অবশিষ্ট থাকে সেই সূক্ষ্মতম ক্ষমতাটিকে নিয়ে। সেটা যে কি জিনিস তা আজও

স্থিরীকৃত হয়নি। অনেকে উপহাস করে আমাদের বলেন যে, মূল আরক এক ফোঁটা হরিদ্বারের গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করে সাগর সঙ্গমের নিকট সেই গঙ্গার জল এক দাগ খেলেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়া হলো। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষুধ না খাইয়ে মোড়কে করে রোগীর মাথার বালিশের নিচে রেখে দিলেই রোগীর কাজ হবে। এমনি কত কি অবান্তর ও উপহাসের কথা দিয়ে তাঁরা নিত্যই আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু উপহাস হলেও এক বিষয়ে তারা ঠিক কথাই বলেন ঃ ওষুধ আমরা নামে মাত্র খাওয়াই। যে নাম দিয়ে ওষুধ খাওয়ান হয় আসলে সেই নামের কোনও দ্রব্যই মিলবে না সেই ঔষধটির ৩০ শক্তি বা তদুর্ধ্ব শক্তির মধ্যে। কিন্তু তবুও কিসে রোগ আরোগ্য হয় তা শুধু ভগবানই জানেন। মস্ত বড় গোলাপ ফুলটি দূর থেকে দেখে চক্ষুর তৃপ্তি ছাড়া আর আমাদের মনে কোনও স্পর্শ লাগে না, কিন্তু যেই সেটিকে হাতে করে নাকের কাছে ধরি তখনই তার এক অপূর্ব স্বর্গীয় সুষমাতে আমাদের মনপ্রাণ আমোদিত হয়ে যায় ও সারা দেহে পুলক শিহরণ জাগে। কিন্তু সেটা যে কি, সেই স্বর্গীয় সুষমার বর্ণ কি, তার দেহ কেমন, তার ওজন কত—এসব তত্ত্ব আজও স্থিরীকৃত হয়নি এবং হবেও না। হবে না সত্য কিন্তু যখনই আমরা সেই ফুলটি নাকের কাছে ধরব তখনই তার মধুর সৌরভে আমাদের দেহ ও মন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাবে। তাকেই বলে স্পিরিট অর্থাৎ দেহের মধ্যকার এক অদ্ভুত শক্তি মাত্র। হোমিওপ্যাথিক ঔষধও সেই শক্তি। সুতরাং ঘৃণিত ও জঘন্য বস্তু থেকে ওষুধের উৎপত্তি হলেও শক্তিকৃত আকারে যখন তারা পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন আর তার ভেতরে সেই ঘৃণিত ও জঘন্য বস্তুটির কিছুই পাওয়া যায় না। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতররূপে বিভক্ত হয়ে পরমাণু হতে বিদ্যুৎ পরমাণু (electrons) রূপে পরিবর্তিত হয়ে তা দৃষ্টি, স্পর্শ ও রূপের অতীত এক অশরীরী জিনিস হয়ে পড়ে এবং তেমনি তা দৃষ্টি, স্পর্শ ও রূপের অতীত মানবের মানসিক রাজ্যে অতি দ্রুত প্রবেশ করে সত্বর তাকে শৃঙ্খলা ও সুস্থতা প্রদান করে। এইভাবে মানবের মনকে শান্তি ও সুস্থতায় এনে দেওয়াই হলো নরনারীর রোগারোগ্য করা।

নোসোড্‌স্ পুস্তকের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় অনেকগুলি মেটিরিয়া মেডিকা প্রকাশিত হয়েছে সত্য এবং তার মধ্যে কয়েকটি খুব ভালোও হয়েছে সন্দেহ নাই, তবুও ঐ সব মেটিরিয়া মেডিকায় একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করে দেখেছি। সেটা হচ্ছে ঔষধগুলিকে যথেচ্ছভাবে বর্ণনা করা। কেউ কেউ ইংরেজী অক্ষর ধরে অ্যাকোনাইট থেকে জিঙ্কাম পর্য্যন্ত বর্ণনা করে গেছেন, আবার কেউ কেউ বাংলা অক্ষর ধরে অরাম থেকে আরম্ভ করে পরের পর বর্ণানুক্রমিক বর্ণনা করে গেছেন। ফলত মহামতি ফ্যারিংটনই কেবল ঔষধসকলকে শ্রেণীবিভাগ করে ক্লাসে তাঁর শিষ্যমন্ডলীকে শিক্ষা দিবার প্রথা প্রচলন করেছিলেন। ফ্যারিংটনের মেটিরিয়া মেডিকার ধরনের বাংলা ভাষাতেও একটি পূর্ণাঙ্গ মেটিরিয়া মেডিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা আজ প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ আগে থেকে আমার মনে জেগেছে। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই আমি ঐভাবের প্রথম পুস্তক প্রকাশ করি ঔষধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণের প্রথম খণ্ড। উহাতে প্রাণিরাজ্যোদ্ভূত যাবতীয় ঔষধের উৎপত্তির কথা এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বিশেষ লক্ষণগুলি দেওয়া আছে এবং তাছাড়া স্থানে স্থানে রোগিতত্ত্বও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বইটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমিওপ্যাথিক ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে যেভাবে আমি সাহস, যশ ও খ্যাতি লাভ করেছি তাতেই আমার ঐ সম্পর্কে দ্বিতীয় পুস্তক বের করার ইচ্ছা বলবতী হয়েছে। ইহাতে মাত্র নোসোড্‌স্ বা রোগ রাজ্যোদ্ভূত ঔষধগুলির কথা বলা আছে। বাংলা ভাষায় পৃথকরূপে নোসোড্‌স্ ঔষধাবলীর কোনও মেটিরিয়া মেডিকা আছে কিনা আমি জানি না। মনে হয়, নেই। তাছাড়া থাকলেও আমি এক নতুন ধরনের মেটিরিয়া মেডিকা শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। সেটা হচ্ছে ওষুধের বিশেষ লক্ষণগুলি ভালো করে পাঠকের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া। আমি মনে করি এবং শুধু আমি কেন, অনেক মহামতি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন ঃ রোগী চিকিৎসাকালে ঔষধের বিশেষ লক্ষণ না জানা থাকলে মেটিরিয়া মেডিকার অপর জ্ঞান কার্যকরী হয় না। ঐ সব ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি এই মেটিরিয়া মেডিকায় ওষুধের উপর হাজার হাজার গুণের বর্ণনা না করে কেবলমাত্র বিশেষ লক্ষণগুলি জানিয়েছি। নোসোড্‌স্ বইটি ওষুধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ পুস্তকের

দ্বিতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশ হলেও আমিও এই বইটিকে এমনভাবে লিখেছি যে, সুদ্ধ এই বইটিকেই একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা যেতে পারে। ধাতুরাজ্যোদ্ভূত ও উদ্ভিদ-রাজ্যোদ্ভূত ঔষধাবলীর বর্ণনা আমি এরপর ক্রমে ক্রমে অপর দুই খণ্ডে প্রকাশ করব। এখানে আর একটা কথা জানাই। নোসোড্‌স্ ঔষধগুলি অতীব প্রয়োজনীয় এবং তাদের প্রয়োগক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত। তাদের মধ্যে সোরিনাম, সিফিলিনাম ও মেডোরিনাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও তাদের প্রয়োগক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তৃত। এইজন্য ঐ তিনটি ওষুধকে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা না করে একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে প্রকাশ করব। অনেক স্থলে পুনরুক্তি থাকলেও তদ্দারা অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পাঠাভ্যাসের দ্বারা সেগুলিকে মনে রাখা খুবই সহজ হবে, এইজন্য ঐ পুনরুক্তি দ্বারা আমি পাঠকবর্গের বিরক্তিভাজন হব না আশা করি।

সোরিনাম

সোরিনামের উৎপত্তি হয়েছে কচ্ছুবীজ অর্থাৎ খোসের পূঁজ হতে। নোসোড্‌স্ বা রোগবীজোৎপন্ন ঔষধাবলী আমাদের হোমিওপ্যাথি মতে শক্তিকৃত হয়ে অত্যুদ্ভূত শক্তি ধারণ করে। অপরাপর ওষুধের ন্যায় ইহাদেরও রীতিমতো প্রুভিং হয়ে লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধ হয়। সেই সকল লক্ষণাবলী দৃষ্টে এর প্রয়োগ সূচিত হয়। এই সকল রোগবীজোৎপন্ন ঔষধাবলী হোমিওপ্যাথিশাস্ত্রে যে কি মহামূল্য এবং তাদের ফল ও শক্তি যে কি অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য তা ঠিকমতো প্রয়োগ করলেই জানা যায়। আমার মনে হয়, নোসোড্‌স্ ওষুধগুলির মতো এত বেশি শক্তিশালী ওষুধ আর আছে কিনা সন্দেহ। কত শত দুরারোগ্য রোগী তাদের চরম ও শেষ অবস্থায় যে এর দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সোরিনাম, টিউবারকুলিনাম, ভেরিওলিনাম, পাইরোজেন ইত্যাদি ওষুধের সৃষ্টি না হলে হোমিওপ্যাথিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত। নোসোড্‌স্ ওষুধগুলিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে এদের খুব ভালো করে চিনতে হবে এবং খুব ভালো করে চিনতে হলে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সে কাজ হবে না। তাই নোসোড্‌স্ ওষুধগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করবার জন্যই আমি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করব। তাছাড়া এই ওষুধগুলির প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিস্তৃত থাকায় এবং অন্যান্য অনেক ওষুধের সঙ্গে এদের মিল থাকায়, তাদের পরস্পর পার্থক্যও এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই।

বিশেষ লক্ষণ

১। সোরা ও স্ক্রোফুলাদোষযুক্ত রোগী।

২। পুরাতন পীড়ায় নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োগেও কাজ হয় না।

৩। তরুণ পীড়ায় সাংঘাতিকভাবে ভোগবার পর দুর্বলতাটি সারতেই চায় না, থেকেই যায়।

৪। অত্যন্ত দুঃখিত ও নৈরাশ্যযুক্ত।

৫। অত্যন্ত দুর্বলতা, কেবল শুয়ে থাকতে চায়।

৬। সামান্য পরিশ্রমেই অতি ঘর্ম এবং তাতে উপশম হয়।

৭। দেহের ও যাবতীয় স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

৮। শীতল বাতাসে বা ঋতুপরিবর্তনে অসহিষ্ণুতা, মাথায় সর্বদা গরম টুপি বা আবরণ রাখতে চায়।

৯। শুষ্ক ও আঁশযুক্ত চর্মরোগ—গ্রীষ্মকালে লোপ পায় এবং শীতকালে প্রকাশ হয়।

১০। অসুস্থ হবার আগের দিনটি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করে।

১১। মাথাব্যথার সময় অতি ক্ষুধার্ত—কিছু খেলে কমে।

১২। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার আবির্ভাব, কিছু খেতেই হবে।

১৩। চর্মে দারুণ চুলকানি, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।

১৪। শীতল বাতাসে, শয্যার উত্তাপে, বসলে বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং

১৫। শুয়ে থাকলে, হাত দুটি ছড়িয়ে বা ঝুলিয়ে রাখলে উপশম।

উল্লেখিত পনের লক্ষণই সোরিনামের প্রদর্শক লক্ষণ বলে গণ্য হয় কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা এই ঔষধটিকে আমরা অতি সহজে চিনে রাখতে পারব। সেই অতি বিশেষ অথচ সংক্ষিপ্ত লক্ষণগুলি হল ঃ

১। দুঃখবোধ।

২। দুর্বলতা।

৩। শীতার্ততা।

৪। প্রতিক্রিয়ার অভাব।

৫। প্রচুর ঘর্ম।

৬। দুর্গন্ধ।

কিন্তু এগুলি সোরিনামের প্রদর্শক ও বিশেষ লক্ষণ হলেও এবং এতে সোরিনামকে ভালো করে চিনবার সুযোগ ঘটলেও সোরিনামের ক্রিয়া দেহীর প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর ভীষণভাবে বর্তমান। সুতরাং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ লক্ষণগুলি ভালো করে বিস্তৃতভাবে আমাদের জানা কর্তব্য। নিম্নে বিস্তৃতভাবে সেগুলি বর্ণনা করা হলো ঃ

মন—মন নৈরাশ্যপূর্ণ। মৃত্যু নিশ্চয় বলে মনে করে। মুক্তিবিষয়েও নৈরাশ্য জন্মে। ধর্ম সম্বন্ধে অতি **বিষন্নতা**। আত্মহত্যার ঝোঁক। সহজেই চমকে ওঠে। অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা। বিদ্যুৎময় ঝড়ের দিনকয়েক পূর্ব হইতেই রোগী নিজেকে অতি অসুস্থ মনে করে (ফস)। **যেদিনে সে অসুস্থ হয় তার পূর্বের দিনটিতে সে নিজেকে খুব সুস্থ মনে করে।**

রোগী সদাই উত্তেজিত, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ ও কোলাহলপ্রিয়। তার স্মরণশক্তির অতি দুর্বলতাহেতু কিছুই মনে থাকে না, এমন কি অনেক সময় নিজের ঘরও চিনতে পারে না। মনে কোনও বিষয়ের চিন্তা উঠলে তা মনের মধ্যে সর্বদা জাগরিত থাকে। শরীরটিকে ঋজুভাবে খুব উঁচু করলে চিন্তারাশি মন থেকে দূর হয়। সকাল বেলায় মাথার বাঁ দিকটা জড়বৎ মনে হয়। রাত্রে জাগলেই সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হয়। বিকালে তার মনটা এত অবসন্ন হয়ে থাকে যে তার কোনও কাজ করতে ইচ্ছা হয় না।

মানসিক উত্তেজনা হলেই রোগীর কম্প হতে থাকে, এমন কি ঐ জন্যে তার কঠিন রোগও জন্মে। মানসিক পরিশ্রম করলে তার মাথায় দপ্‌দপ্‌ানিযুক্ত বেদনা হয়, বা ললাটে ব্যথা জন্মে। সে খুবই অসহিষ্ণু থাকে। ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভয়ে সে সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়।

রোগী অত্যন্ত সোরাধাতুদুষ্ট এবং স্নায়ুবিকগ্রস্ত, অস্থির ও সহজেই চমকে ওঠে। **উদ্বিগ্নতা, বিষন্নতা, অবসন্নতা, মুক্তি ও আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য এবং আত্মহত্যার বাসনা তার সাথী।** কেবলভাবে যে তার ব্যবসা বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে, তার রোগ বুঝি ভালো হবে না। এইপ্রকার নানান অশুভ চিন্তায় তার মনটি ভারাক্রান্ত ও চিন্তান্বিত থাকে। চুলকানির জন্য সে পাগল হয়ে যায়।

মস্তক—রাত্রি একটায় মাথায় যেন আঘাত পেয়েছে এইরূপ ব্যথা নিয়ে রোগী জেগে ওঠে। পুরাতন শিরঃপীড়া। মাথাব্যথার সময় তার ক্ষুধা পায় এবং কিছু খেলে অল্প আরামও হয়। শিরোঘূর্ণনসহ শিরঃপীড়া। মাথায় দপ্‌দপানি ব্যথা। মস্তক খুব বড় হয়েছে মনে হয়—আবহাওয়ার পরিবর্তনে উহার বৃদ্ধি। মস্তকে শোণিত সঞ্চয়হেতু শিরঃশূল।

মাথাব্যথা হবার আগে চক্ষুর সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দেখা যায় এবং তৎসহ ঝাপ্সা দৃষ্টি ও অন্ধত্ব জন্মে। চর্মরোগ ও ঋতুরোগবশত মাথাব্যথা। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে উহা কমে।

সকালে মাথার বেদনায় মনে হয় মস্তিষ্ক যেন ললাটদেশ ঠেলে বের হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ধুলে ও কিছু আহার করলে তা কমে। মস্তকে রক্তাধিক্য হয়ে গালদুটি লালবর্ণ ও উত্তপ্ত হয়, মুখমন্ডলের উদ্ভেদগুলিও লাল হয়ে ওঠে। মাথাব্যথা বাঁদিকেই বেশি থাকে এবং রোগী মাতালের মতো বা অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়। মস্তকে রক্তাধিক্য ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। **সর্বদা মস্তকে উষ্ণ আবরণী ব্যবহার করে।**

মুখমন্ডল—**মুখমন্ডল পান্ডুর ও পীতাভবর্ণযুক্ত হয়।** মুখমন্ডলে রোগের চিহ্ন সুস্পষ্ট বর্তমান থাকে। চক্ষু দুটি বিস্তৃত দেখায় ও নীল রেখা পরিবেষ্টিত হয়। মুখমন্ডল রক্তিমাভাযুক্ত ও উত্তপ্ত, তথায় জ্বালা থাকে। **কপালে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয়।** শুধু কপালে কেন—মুখে, বিশেষত নাকে, চিবুক ও গালের মাঝখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণের ফুস্কুড়ি জন্মে। **উপর ঠোটটি স্ফীত হয়;** রোগীর চুল শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়; পরস্পর জট বাঁধে।

চক্ষু—**পুরাতন চোখ ওঠা; পুনঃপুনঃ চোখ ওঠে।** চক্ষুর পাতার প্রান্তগুলি লালবর্ণ। ক্ষয়শীল স্রাব পড়তে থাকে। **দারুণ আলোকাতঙ্ক, তৎসহ প্রদাহান্বিত চক্ষুর পাতা।** চোখ দুটি খুলতে পারে না। মুখটি বালিশে গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে

থাকে। সন্ধ্যার সময় চোখ দুটি ক্লান্ত মনে হয়। খোলা বাতাসে বেড়াবার সময় চক্ষুর আলোকাতঙ্ক বৃদ্ধি পায়। চোখে প্রদাহ হয় ও চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে। ডান চক্ষুর পাতা প্রদাহের সময় মুদ্রিত করলে মনে হয় চোখে যেন বালি বা অন্য কোনও বস্তু আছে। চোখের পাতার প্রদাহ আগে ডান চোখে হয়ে পরে বাঁ চোখে যায়। সকালে ও দিনের বেলায় তা বাড়ে। হঠাৎ অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়ে ও তখন চোখের সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো দেখা যায়। তখন যা কিছু নজরে পড়ে তাই কালো দেখায় আর কাঁপতে থাকে। একটু উৎকণ্ঠিত হলেই তার দৃষ্টি শক্তির মালিন্য জন্মে।

মুখগহ্বর—মুখের কোণগুলি ভীষণ ফাটা (rhagades) দাঁত ও মাঢ়ী ঘায়ে পূর্ণ। **উপরের ঠোঁটটি ফোলা**। আগেই বলেছি, ঠোঁট দেখতে কটা বা কালোবর্ণ এবং তাতে ঘা থাকে। ঠোঁটগুলি বেদনাযুক্ত। চোয়ালের ডান পাশে খুব টাটানি থাকে তাই সে হাঁ করতে পারে না। দাঁত খুব শিথিল মনে হয় এবং দাঁত পড়ে যাবার ভয় হয়। দাঁত স্পর্শ করলে ঐ ভাব বাড়ে। **জিহ্বা শুষ্ক, ঝলসানো ভাবযুক্ত এবং শুভ্র বা হরিদ্রাবর্ণ**। মুখও শুষ্ক, মুখে জ্বালা ও সুড়সুড়ানি। মুখে প্রচুর শ্লেষ্মা থাকায় বিকটাস্বাদযুক্ত।

নাসিকা—নাক শুষ্ক থাকে; সর্দি হয় এবং নাক বন্ধ থাকে। পুরাতন সর্দি, শ্বাসগ্রহণ করতে অসহিষ্ণু। ডান নাকে ছেঁদা করা বা হুলবেঁধার মতো মনে হয়, এর পরে খুব হাঁচি হতে থাকে। নাক জ্বালা করে কিন্তু **পাতলা সর্দিস্রাব হতে থাকলে ঐ জ্বালা কমে**। নাকের মধ্যে শ্লেষ্মা কঠিন হয়ে ছিপি আঁটার মতো মনে হয় ও বমি হবার মতো হয়। তখন মাথাটি নোয়ালে ঐ ভাব কমে। নাসিকা-বিভাজক প্রাচীরে বড় পূঁজপূর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মে।

কর্ণ—কানের চারদিকের কাউর ঘা হতে অতি দুর্গন্ধপূর্ণ রক্তস্রাব হতে থাকে। অসহ্য চুলকানি, কান থেকে অত্যন্ত হরিদ্রাভ ও দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজস্রাব। কানে খোল জন্মে ও খোল বের হয়। তার বর্ণ লালচে। কানের বাইরের দিক (বহিষ্কর্ণ) দেখতে রক্তবর্ণ হয় ও তা কাঁচা ক্ষতভাবযুক্ত থাকে, সেখান থেকে রস গড়াতে থাকে, তাতে মামড়ি পড়ে। **কানের পশ্চাতে ক্ষতযুক্ত** বেদনা হয়। কানের মধ্যে ও বাইরে পূঁজপূর্ণ গুটিকা জন্মে। এতে একটি মজার লক্ষণ আছে—রোগীর যখন দুর্গন্ধ জলবৎ উদরাময় দেখা দেয় তখন তার কান থেকেও দুর্গন্ধ পূঁজস্রাব হতে থাকে। **কানের চারদিকে ঘা, তা বেদনাযুক্ত ও ফাটাফাটা; তা থেকে হলদেটে স্রাব বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত রস পড়তে থাকে; তাতে খুশকি জন্মে এবং সেখানে অসহ্য চুলকানি থাকে।**

স্বরযন্ত্র—টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হয়, গিলতে বড় কষ্ট জন্মে। গিলবার সময় কানের মধ্যে পর্য্যন্ত যাতনা হয়। মুখ হতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব হয়। গলার শক্ত শ্লেষ্মা জন্মে। ডাঃ বোরিকের মতে, পুনঃসংঘটনশীল পূঁজযুক্ত টনসিলপ্রদাহ (recurring quinsy)। পূঁজযুক্ত টনসিল রোগ হবার প্রবণতা এই ওষুধের দ্বারা নিঃসন্দেহে আরোগ্য হয়। সর্বদা গলাখাঁকারি দেয় (hawk)। গলায় সর্বদা শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকে, গলা সুড়সুড় করে এবং সর্বদা কাশে। কথা বলতে তার কষ্ট হয় এবং তার গলাটি ভেঙ্গে যায় (স্বরভঙ্গ)।

শ্বাসযন্ত্র—হাঁসফাঁসানিযুক্ত হাঁপানি। উঠে বসলে বাড়ে এবং শুলে ও **হাত দুটি খুব পৃথক করে ছাড়িয়ে রাখলে কমে।** শক্ত শুষ্ক কাশি। বক্ষে খুব দুর্বলতা। **বক্ষাস্থিপ্রদেশে** (sternum region) **ক্ষতবোধ।** শুলে বুকের ব্যথা কমে। **প্রতি শীতকালেই তার কাশি হয়।** চর্মরোগ লুপ্ত হয়ে কাশি হয়। শ্বাস গ্রহণে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। বেশি জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। **উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছতা ও তৎসহ হৃৎকম্প। দেহের যত নিকটে সে বাহুগুলি আনয়ন করে ততই তার শ্বাসকষ্ট বাড়ে।** নিঃশ্বাস নেবার কালে বুকে পিঠে ছুঁচবেঁধা ব্যথা। গলা সুড়সুড় করে খেঁক্‌খেঁকে কাশি হয়, সবজে গয়ার ওঠে। অনেকক্ষণ কাশলে তবে গয়ার ওঠে। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে ও সন্ধ্যায় শুয়ে থাকার সময়ে কাশি বেশি হয় ও সবজে গয়ার বেশি ওঠে। যক্ষ্মারোগের উপক্রমে উক্ত লক্ষণে এটি বড়ই উপকারী ওষুধ। **বুকের মধ্যে চাপবোধ ও জ্বালা, শুয়ে থাকলে বুকের রোগগুলি কিছু ভালো থাকে।** থেকে থেকে বুকে বেদনা বোধ হতে থাকে এবং রোগীর দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মে। **কফ পুঁজের মতো, সবুজ বা হরিদ্রাভ, লবণাক্ত।**

উদর—পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদগার। **সর্বদা অতি ক্ষুধার্ত। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে তাকে কিছু খেতে হবেই**—বিশেষ করে রুটিত খেতেই হবে। বিবমিষা, গর্ভাবস্থায় বমনরোগেও এটি আশু ফলপ্রদ ওষুধ। আহারের পর পেটে যন্ত্রণা। একটু বেড়িয়ে এলে রোগীর খুব ক্ষুধা হয়। শূকরের মাংসে খুব ঘৃণা জন্মে। টাইফাসরোগ শেষ হবার পর রোগীর ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু খুব পিপাসা থাকে।

এর পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদগারের কথা আগেই বলেছি। উদগার অম্লযুক্ত ও তিক্ত। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হলে উদরশূল উপশম পায়। **ঘোড়ায় চড়লে পেট্‌বেদনা হয়।** আমাশয়ে খালধরা ব্যথা। পুরাতন যকৃৎপ্রদাহ ও যকৃতে ব্যথা। ঐ ব্যথা জোরে চাপ দিলে, ডান পাশ চেপে শুলে, বেড়ালে, কাশলে, দীর্ঘশ্বাস নিলে বা হাসলে বাড়ে। প্লীহায় ও যকৃতে হুলবেঁধা তীব্র যন্ত্রণা। প্লীহায় যে **ছুচফোটা ব্যথা হয় তা দাঁড়ালে কমে কিন্তু সঞ্চালনে বাড়ে।** শীতল বা ঠাণ্ডাখাদ্য রোগীর খেতে

খারাপ লাগে না। মাজায় ব্যথা হয় ও রোগী সকালে বমি করে। তারপর সারাদিন তার ঐ বমি বমি ভাব আর যায় না। এটি গর্ভাবস্থায় বমনেরও অতি উপকারী ওষুধ। **উদরসংক্রান্ত রোগলক্ষণের সঙ্গে রোগীর ওপরের ঠোঁটটি স্ফীত থাকে।**

মল—আমযুক্ত, রক্তাক্ত, কালো ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত মল। **শক্ত ও কষ্টকর বাহ্যে, গুহ্যদ্বার হতে রক্ত পড়ে; জ্বালাযুক্ত অর্শ। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা।** উদরাময়ের বাহ্যে—**মাংস পচার ন্যায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত।** কখনও বা জলের মতো পাতলা, কটাবর্ণ **পচা গন্ধযুক্ত।** এই পচা গন্ধ সোরিনামের নিজস্ব। শুধু উদরাময়ে কেন, এর রোগীর যাবতীয় স্রাবই এমনি মাংসপচা গন্ধযুক্ত। উদরাময় রাত্রে বাড়ে। **রাত্রি একটা থেকে চারটার মধ্যে খুব বাড়ে।** সাংঘাতিক তরুণ রোগে ভোগবার পর, ছেলেদের দাঁত ওঠবার সময় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে উদরাময় বৃদ্ধি হলে সোরিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয়। সোরিনামের রোগীর ডিম পচা গন্ধযুক্ত উদগারের কথা আগেই বলেছি কিন্তু শুধু উদগার কেন, এর মলেও ঐ ডিম পচা গন্ধ থাকে। পুনঃপুনঃ কটাবর্ণের জলবৎ মলত্যাগ হয়। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সময় পেট কামড়ায় ও বাহ্যের বেগ হয়। পুরাতন উদরাময়েও সালফের ন্যায় সোরিনাম বিশেষ উপকারী। অতি প্রত্যুষে রোগীকে তাড়াতাড়ি পায়খানায় মলত্যাগ করতে ছুটতে হয়। শিশু কলেরারোগে এটি একটি মহোপকারী ওষুধ।

স্ত্রীলিঙ্গ—**শ্বেতপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত।** তৎসহ পৃষ্ঠব্যথা ও **দুর্বলতা** থাকে। অনেক সময় ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ঋতুবন্ধের সময় (during climacteric) রোগিণীর রজঃকৃচ্ছ্রতা হয়। অতি **দুর্গন্ধযুক্ত চাপ চাপ শ্বেতপ্রদরস্রাব ও তৎসহ পৃষ্ঠব্যথা**-যোনিদেশের কেশাবৃত স্থানে (pulic region) চিমটিকাটার মতো ব্যথা হয়। রোগিণী সোরাধাতুদুষ্ট। গ্রীবার উপর যে উদ্ভেদ জন্মে তা পুরু ছালে ঢাকা থাকে। **গর্ভাবস্থায় দারুণ বমি,** অন্য ওষুধে বিশেষভাবে আরোগ্য না হলে সোরিনাম আরোগ্য করে। **গর্ভস্থ ভ্রূণের অতিসঞ্চালন।**

পুংলিঙ্গ—দারুণ **গনোরিয়ায়** যখন অন্য কোনও ওষুধে ফল হয় না এবং বহু বৎসর ধরে কষ্ট দিতে থাকে, সুনির্দিষ্ট ওষুধও বিফল হয়, তখন সোরিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয়। **ধ্বজভঙ্গ।** সঙ্গমে ইচ্ছা হয় না। সঙ্গমে শুক্রক্ষরণ হয় না। জননেন্দ্রিয় শিথিল। অন্ডকোষ ও অন্ডরজ্জুর আকৃষ্টতাভাব। অণ্ডকোষ স্ফীত ও ভারযুক্ত। লিঙ্গমণিতে প্রদাহ ও ক্ষত। বাহ্যের আগে প্রষ্টেটগ্রন্থি হতে স্রাবের ক্ষরণ হয়। পরিহিত বস্ত্রে হলদে দাগ লাগে। লিঙ্গমণির পুরানো প্রতিশ্যায়ের হেতুতেই ঐ রকম স্রাব বের হয়।

মূত্র—সোরিনামের রোগীর টাইফাসরোগে মূত্রবেগ সংবরণ হয় না, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ করে ফেলে। পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ হতে থাকে। মূত্রপথে জ্বালা ও কর্তনবৎ ব্যথা হয়। মূত্র ঘন, সাদা, ঘোলা বা লালবর্ণের তলানিযুক্ত, মূত্রের উপর সর ভাসে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—গ্রীবাদেশে ব্যথা এবং কঠিনতা থাকে। পিছন দিকে নোয়াতে পারে না; খুব টাটায় ও মনে হয় ছিঁড়ে যাবে। রোগীর পিঠে এত বেদনা থাকে যে, সে সোজা হতে পারে না **কটিদেশ বড়ই দুর্বল** মনে হয়। হেঁটে বেড়ালে ঐ বেদনা বাড়ে, ডান কাঁধও খুব টাটায়। কাঁধ থেঁকে হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত অংশ অবশ মনে হয়। হাতের পিঠে তামাটে ও লালচে ফোস্কা হয়। **অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে চুলকানি। নখের চারদিকে উদ্ভেদ**—ডাঃ বোরিক। রাত্রে হাতের তলা খুব ঘামে। বাঁ হাতের উপর আলপিনের মাথার ন্যায় খুব ছোট ছোট আঁচিলের মতো উদ্ভেদ। নিতম্ব সন্ধিতে (hip joint) বেদনা। রাত্রে ঐ বেদনা বাড়ে ও হাতের দুর্বলতা হয়। জংঘাতে বেদনা, রোগী দাঁড়ালে ভালো থাকে। **পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম**। পায়ের তলে ক্ষত। পায়ের ঝিন্‌ঝিনি। পায়ের তল দুটি উত্তপ্ত থাকে ও ঘাম হয় এবং খুবই চুলকানি জন্মে। হাত ও পা কাঁপে। স্ত্রীলোকদের মাজায় বেদনা হয় সকালবেলা বমি হয় ও সারাদিন গা বমি বমি ভাব থাকে, সেকথা আগেই জানিয়েছি। রোগীর কুঁচকিতে হুলবিদ্ধবৎ তীব্র যন্ত্রণা হয়। বেড়াবার সময় ডান কুঁচকির মধ্যে দিয়ে বেদনা চলাচল করে।

চর্ম—**চর্ম অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত**। চর্ম দেখতে তৈলাক্ত। একটু পরিশ্রমের কাজ করলেই গায়ের আমবাত বের হওয়া সোরিনাম নির্দেশক। নখের চারদিকে পূঁজযুক্ত উদ্ভেদ। **চর্মের দারুণ চুলকানি; ঐ চুলকানি তাপে এবং বিশেষত বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি পায়**। চর্মের উপরে ছোট ছোট লালচে উদ্ভেদ, তাতে আঁশ জন্মে। **চুলকালে চুলকানির ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়** কিন্তু **অনেক সময়ে চুলকালে** রক্তপাত হয়। অনেক সময় চুলকানি থেকে ফোড়া জন্মে। **সমস্ত দেহ ছালযুক্ত ও শল্কযুক্ত উদ্ভেদপূর্ণ থাকে**। ফোড়া হলে শীঘ্র তা শুকায় না। কানের পশ্চাতে একজিমা। **চর্ম পাণ্ডুবর্ণ**। উদ্ভেদ প্রথমে মাথাতে হয়ে পরে নিম্নের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে (গলদেশ, কান, মুখমন্ডল) যায়। **অতি দুর্গন্ধ রক্তস্রাবী উদ্ভেদ**। শুষ্ক খুস্কির মতো উদ্ভেদ। **চুলকানি শীতে পুনরাক্রমণ করে। চর্ম কর্কশ, ফাটা, তৈলাক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ দেখায়**। কনুইসন্ধি বাঁক, মনিবন্ধের চারদিক, জানুসন্ধির বক্রপ্রদেশ, নিম্নপদ ইত্যাদি স্থানেই উদ্ভেদ হওয়া সোরিনামের বিশেষত্ব।

নিদ্রা—অসহ্য চুলকানিহেতু নিদ্রা হয় না। ঘুমোতে ঘুমোতে সহজেই চমকে ওঠে। চোর, ডাকাত বা বিপদের ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। রাত্রে মাথায় রক্তাধিক্য হয় ও শ্বাসকষ্ট জন্মে এবং তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। দিবসে নিদ্রালু। স্তন্যপায়ী শিশু দিনরাত নিদ্রাহীন ও উত্তেজিত থাকে ও কাঁদে। ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙবার পরও স্বপ্নটি মনের মধ্যে স্পষ্ট থেকে যায়। রাত্রি বারোটার পর আর ঘুম হতে চায় না। রাত্রি বারোটা বা একটার সময় ললাট প্রদেশ অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্তির ন্যায় মনে হয়ে ঘুমটি ভেঙ্গে যায়।

বৃদ্ধি

১। কফি পানে—কফি পানকালে এর রোগী কখনও শান্তি পায় না।

২। আবহাওয়ার পরিবর্তনে।

৩। উত্তপ্ত সূর্যকিরণে।

৪। শীতলতায়—শীতলতায় তার ভীতি থাকে।

৫। চর্মরোগ শয্যার উত্তাপে।

৬। সন্ধ্যাকালে ও রাত দুপুরের আগে।

৭। মুক্ত বায়ুমধ্যে।

৮। বিদ্যুৎ ও ঝটিকাময় দিনে।

৯। বসে থাকলে।

হ্রাস

১। মাথায় আবরণ রাখলে। অত্যন্ত গরমের দিনেও মাথায় পশমের টুপি দেয়।

২। শুয়ে থাকলে।

৩। শরীর চালনায়।

৪। ঘর্ম হলে।

সম্বন্ধ

১। সালফার ও টিউবারকিউলিনাম এটির সহকারী ওষুধ।

২। এরপর অ্যালুমিনা, বোর্যাক্স, হিপার সালফার ও টিউবার-কিউলিনাম ভালো খাটে।

৩। গর্ভাবস্থায় বমনের জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডের পর এই ওষুধ তাঁকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

৪। স্তনের কর্কটরোগে সোরিনামের পর সালফার ভালো খাটে।

৫। গর্ভাবস্থায় স্তনাগ্রের জ্বালা, সোরিনামের পর কার্বো ভেজ দ্বারা নিঃশেষিত হয়।

৬। অণ্ডাধারের আঘাতে আর্নিকার অসম্পূর্ণ কাজ সোরিনামের শেষ করে।

৭। কফি-ক্রুডা সোরিনামের কার্যপ্রতিষেধক।

সোরিনামের লক্ষণাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হলো। সোরিনামের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ জানবার পর এটি একটি মহোপকারী ওষুধ বলে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য ঐ ওষুধ সম্পর্ক মন, মস্তক, মুখমন্ডল, চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, স্বরযন্ত্র, উদর, মল, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, মূত্র, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চর্ম, নিদ্রা, বৃদ্ধি,হ্রাস ও সম্বন্ধ পর্যায়ে আমি বিশদভাবে লেখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ লক্ষণগুলি সব জানা থাকলেও অনেক সময় অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে সোরিনামের লক্ষণের কিছু কিছু মিল থাকায় তাকে নির্দেশ করা কিছু কষ্টকর হয়। এই কষ্ট দূরীকরণের জন্য আমি অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে সোরিনামের ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাই।

অন্যান্য ওষুধের সহিত ঐক্য ও পার্থক্য

১। সুনির্দিষ্ট ওষুধের কোনও কাজ না করা বা রোগীকে নিরাময় করতে সমর্থ না হওয়া—সোরিনামের এই নির্দিষ্ট অবস্থাটি সালফার, ওপিয়াম এবং টিউবারকিউলিনামেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাদের সঙ্গে পার্থক্য ঃ

সালফার—সোরিনামের এই অবস্থাটি পুরাতন রোগীদের মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সালফারের ঐ অবস্থা কেবলমাত্র নতুন বা তরুণ রোগীতেই পাওয়া যায়। তাছাড়া **পাতলা ছিপ্‌ছিপে ব্যক্তি, ঘাড় নুইয়ে হাঁটা বা বসা, দাঁড়িয়ে থাকা বড় কষ্টকর, স্নানে বৃদ্ধি, নোংরা অপরিষ্কার স্বভাব, জ্বালা, সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারের আরক্ততা এবং উন্মুক্ত বায়ুর আকাঙ্খা** সালফারের বিশেষ লক্ষণ। সোরিনাম উন্মুক্ত বায়ু সহ্যই করতে পারে না। বিশেষত মাথায় ঐ বাতাস লাগলে তার বড় কষ্ট হয়। এমন কি গরমকালেও তাই সে মাথায় গরম কাপড়ের টুপি পরে।

ওপিয়াম—সোরিনাম ও সালফারের রোগীদের মধ্যে সোরা দোষ থাকা হেতু ওষুধের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই নির্দিষ্ট ওষুধেও কাজ করে না। ওপিয়ামের রোগীর কিন্তু জীবনীশক্তির অতি ক্ষীণতা হেতুই ওষুধ নিজের কাজ প্রকাশ করতে পারে না। আয়না বা কাঁচ যতক্ষণ বেশ পরিষ্কার থাকে ততক্ষণই তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, আমাদের প্রাণশক্তি বা প্রকৃতিও তেমনি কাঁচের মতো। যতক্ষণ তাতে প্রতিবিম্বিত হবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ ওষুধের ক্রিয়া তন্মধ্যে দেখা যায় কিন্তু

মলিন ও অস্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় যখন প্রাণশক্তি নিষ্প্রভ হয় তখন আর তাতে কোনও কাজ হয় না। কার্বো ভেজ, লরোসেরাসাস ও ভ্যালে-অফি রোগীরও ঐ একই কারণে ওষুধে কোনও কাজ না হতে দেখা যায়। তাছাড়া **যন্ত্রণাহীনতা, অর্ধনির্মীলিত চক্ষু গভীর নাকডাকা, শয্যা অতি উত্তপ্তবোধহেতু শয়নে অক্ষমতা, মুখমন্ডলের (ত্রী) রক্তিমাভা, উত্তপ্ত ঘর্মযুক্ত চর্ম, অতীব কোষ্ঠবদ্ধতা ও শীতলতায় উপশম** লক্ষণগুলি বিশেষ নির্দিষ্ট।

টিউবারকিউলিনাম—সোরাদোষহেতু সালফার ও সোরিনামের এবং জীবনীশক্তির ক্ষীণতাহেতু ওপিয়ামের রোগীতে সুনির্দিষ্ট ওষুধে কোন কাজ হয় না বা চিরদিনের মতো নিরাময় করতে সমর্থ হয় না কিন্তু টিউবারকিউলিনামের রোগীর বংশগত ইতিহাসে একটু যার লক্ষণ পাওয়া যায়। তাছাড়া, টিউবারকিউলিনামের রোগীর—**লক্ষণাবলীর সদা পরিবর্তন, অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগা প্রবণতা, অতি দ্রুত শীর্ণতা** ইত্যাদি প্রধান পরিচালক লক্ষণ আছে। এক্ষণে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার যে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ যেখানে কাজ করতে অপারগ সেখানে সাধারণত সালফার বা সোরিনাম স্থলবিশেষে প্রযুক্ত হয়ে রোগীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু যেখানে এই সালফার বা সোরিনামও বিফল হয় সেখানে টিউবারকিউলিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয়। আর একটি কথা—হে ফিভার (hay fever), হাঁপানি প্রভৃতি রোগে সোরিনামের পর টিউবারকিউলিনাম ধাতুদোষ চিকিৎসা প্রায়ই প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

২। রুগ্ন শিশুর দিনে ভালো থাকা কিন্তু সারারাত কাঁদা—সোরিনামের এই লক্ষণটি জ্যালাপা ওষুধেও আছে। কিন্তু পার্থক্য হলো ঃ

জ্যালাপা—এর শিশু সাধারণত উদরশূল বা উদরাময়হেতু ঐরূপ করে। সে সারাদিন খেলা করে, শান্ত থাকে কিন্তু সারারাত চিৎকার করে ও কাঁদে। আর জিহ্বাটি দেখতে মসৃণ, চক্‌চকে ও শুষ্ক; তার মুখটি শীতল ও নীল; তার গুহ্যদ্বার ক্ষত ও ব্যথাযুক্ত। তাছাড়া এর রোগীর উদরাধ্মান ও বিবমিষা এবং জলবৎ উদরাময় থাকায় জ্যালাপাকে চেনা শক্ত নয়। সোরিনামের শিশু অনেক সময় দিনরাত সমান কাঁদে, আর তার দেহে ও স্রাবে যে দারুণ দুর্গন্ধ সে কথা আগে বারবার বলেছি।

এখানে কথা প্রসঙ্গে লাইকোপোডিয়ামের রোগীর ঠিক এর বিপরীত লক্ষণটি বলে দিই। লাইকোপোডিয়ামের **শিশু সারাদিন কাঁদে কিন্তু সারারাত ঘুমোয়।**

৩। ঝড়-ঝঞ্জাবাতযুক্ত আবহাওয়ায় অসহ্যতা—যেদিন ঝড়-ঝঞ্জাবাত হয় তার দিন কয়েক আগে থেকেই রোগী অস্থিরতাপূর্ণ হয়। সোরিনামের এই লক্ষণটি ফসফরাসেও আছে কিন্তু তার প্রভেদ দেখানো শক্ত নয়। প্রভেদগুলি হলো ঃ

ফসফরাস—এর রোগী লম্বা ও পাতলা চেহারার, গৌরবর্ণ, অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী এবং অতি শীঘ্র লম্বা হয়ে পড়ে। আলো, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে তার অত্যনুভবাধিক্য থাকে। সে সর্বদা অস্থির চঞ্চল। দেহের সর্বত্র তার জ্বালা থাকে। সে মস্তিষ্কে, বক্ষে, উদরে এক **দুর্বলতাপূর্ণ শূন্যতা অনুভব** করে। তার চোখের চারদিকে কালো রেখা পড়ে। সে **বরফশীতল পানীয় চায়**। তার ঘামে গন্ধকের গন্ধ, বামদিকে ও ব্যথাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, ডান দিকে শয়নে হ্রাস এবং সর্বশেষে **শীতল বাতাসে মাথার ও মুখের লক্ষণের উপশম কিন্তু** গলা, ঘাড় ও বুকের রোগের বৃদ্ধি। এগুলি তাকে অন্যান্য ওষুধ হতে অতি সহজে পৃথক করে।

৪। **নিজ নিজ মুক্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্য**—নিজের আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য সোরিনাম ও আরও অন্যান্য অনেক ওষুধে আছে কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্য সোরিনাম ও মেলিলোটাস এই দুটি ওষুধেই আছে (ডাঃ অ্যালেনের কি নোট্স্)। কিন্তু ডাঃ বোরিক বলেন যে, নিজেকে অভিশপ্ত ভেবে মুক্তি সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া সোরিনাম ও অন্যান্য অনেক ওষুধে আছে, যথা—অ্যাকো, আর্স, অরাম, সিক্লামেন, ল্যাকে, লিলি-টিগ্রা, লাইকো, মেলি, ওপি, প্ল্যাটি, সোরি, পালস, ষ্ট্র্যামো, সালফ ও ভেরে-অ্যালব। সুতরাং তাদের পার্থক্য দেখানো উচিত।

অ্যাকোনাইট ন্যাপের অস্থিরতা, ভয়, উদ্বেগ, যন্ত্রণার অসহ্যতা, শুষ্ক ও উত্তপ্ত চর্ম এবং **মুক্ত বায়ুতে উপশমে** থাকায় সোরিনামের সঙ্গে পার্থক্য বিধান করা অতি সহজ হয়ে পড়ে। তাছাড়া রোগের প্রথমাবস্থায় এর প্রয়োগ সূচিত হয়।

আর্সেনিক—মৃত্যুভয়, দারুণ ছট্‌ফটানি, উদ্বেগ ও অসোয়াস্তি, জ্বালা, দিন দুপুরে বা রাত দুপুরে বৃদ্ধি এবং **মাথার লক্ষণ, মাথায়** দারুণ অবসন্নতা, উত্তাপপ্রিয়তা, মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণ জলের পিপাসা, **শীতল বাতাস বা শীতল জল দিলে উপশম** হয়। (সোরিনামের রোগী মাথায় সর্বদা টুপি বা আবরণ রাখে—মনে রাখতে হবে।)

অরাম মেট্যালিকাম—এর রোগীর অব্যক্ত মানসিক দুঃখ ও বিষন্নতা এবং সর্বদা আত্মহত্যার চেষ্টা অতি বিশেষ লক্ষণ। তাছাড়া রোগী যদিও গাত্রবস্ত্র খুলতে চায় না কিন্তু সে মুক্ত বায়ু চায়।

সিক্লামেন—এই ওষুধটি সাধারণত ঋতুর গোলযোগসহ নীরক্ত বালিকাদের মাথাধরা, মাথাঘোরা ও অস্পষ্ট দৃষ্টিতে ব্যবহার্য।

ল্যাকেসিস—এর নিদ্রান্তে বৃদ্ধি, রোগের সর্বাগ্রে বাঁদিক আক্রমণ, স্পর্শ অসহ্যতা, অতীব বাচালতা, সন্দিগ্ধতা ও সূর্যোত্তাপে বৃদ্ধি ইত্যাদি পার্থক্য বিষয়ক লক্ষণ আছে।

লিলিয়াম ট্রিগা—এর রোগী কামবিষয়ক উত্তেজনা দমনের জন্য নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখতে চায়; লক্ষ্যহীন, সর্বদা মূত্রত্যাগ প্রবৃত্তি, কেবল হাঁটবার সময় ঋতুস্রাব ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ তার আছে। তাছাড়া স্ত্রীব্যাধিতেই প্রায়শ ওষুধটি ব্যবহৃত হয়।

লাইকোপোডিয়াম—এতে বিকাল চারটা হতে আটটা পর্যন্ত বৃদ্ধি, মূত্রে লোহিত রেণু, ডানদিকে রোগাক্রমণ, উদরে বায়ুসঞ্চয়, ক্ষুধাহীনতা, যোনিদেশে শুষ্কতা, ধ্বজভঙ্গ, খাদ্যাদি গরম চাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ আছে। তাছাড়া এর রোগী মাথাটি খুলে রাখলে আরাম পায়।

মেলিলোটাস—এটি সাধারণ রক্তস্রাবে ব্যবহৃত হয়।

ওপিয়াম—এর সঙ্গে সোরিনামের পার্থক্য পূর্বেই বলেছি।

পালসেটিলা—এর রোগীর ক্রন্দনপ্রিয়তা, লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা, পিপাসাহীনতা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া, **মুক্ত বায়ুতে উপশম** থাকায় সোরিনামের সঙ্গে এর পার্থক্য বিধান করা অতি সহজ হয়ে পড়ে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—এটি সাধারণত প্রলাপ ও খিঁচুনি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। সর্বদা চিৎকার করে, প্রার্থনা ও অনুনয় করে, অদম্য হাস্য করে এবং আলো ও সঙ্গী চায়।

সালফার—এর রোগীর **মুক্ত বায়ুর অদম্য ইচ্ছা** থেকেই সোরিনামের পার্থক্য সূচিত হয়।

ভেরেট্রাম অ্যালবাম—রোগীর নীরক্ততা, বিবর্ণ ও মড়ার মতো চেহারা, দারুণ অবসন্নতা ও কোলাপ্স, কপালে শীতল ঘর্ম, ভীষণ বমি ও বাহ্যে বিশেষ নির্দেশক।

৫। মাথাধরার পূর্বে চক্ষের সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা বা চক্ষুর দৃষ্টিক্ষীণতা বা অন্ধত্ব—সোরিনামের এই লক্ষণটি ল্যাক ডিফ্লোরেটাম ও কেলি বাই ওষুধ দুটিতেও আছে। কিন্তু তাদের পার্থক্য হলো ঃ

ল্যাক ডিফ্লোরেটামের দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা, অসহনীয় দপ্‌দপানি, যাতনা এবং মাথার যন্ত্রণাকালে প্রচুর প্রস্রাব ইত্যাদি আছে।

কেলি বাইক্রোম—এতে সকালে রোগবৃদ্ধি, ব্যথার স্থানের পরিবর্তনশীলতা, আক্রান্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ।

৬। মাথাধরার সময়ে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হওয়া এবং কিছু খেতে আরম্ভ করলেই উপশম পাওয়া—সোরিনামের এই লক্ষণটি অ্যানাকার্ডিয়াম ও কেলি ফস এই দুটি ওষুধেও আছে। তাদের পার্থক্য হলো ঃ

অ্যানাকার্ডিয়াম ওরি—এতে স্মৃতিশক্তির হঠাৎ নাশ, অভিসম্পাৎ দিবার ও শপথ করবার দুর্নিবার ইচ্ছা, নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি ইত্যাদি পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণ আছে।

কেলি ফসের রোগীর দারুণ অবসন্নতা বিশেষ নির্দিষ্ট।

৭। **নাক দিয়ে রক্তস্রাবে মাথাধরার উপশম হওয়া**—সোরিনামের এই লক্ষণটি মেলিলোটাস অ্যালবায়ও আছে কিন্তু তার সঙ্গে পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন ঃ

মেলিলোটাস অ্যালবা—এর রোগীর যাতনা ও দুর্বলতা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়। তাছাড়া হাত ও পা শীতল, সম্মুখ কপালে দপ্‌দপানি যাতনা, চোখ দুটি জোরে বুজিয়ে আরাম পেতে চায়, নাক দুটি শুষ্ক ও বন্ধ, মুখ মন্ডল খুবই লোহিতাভাযুক্ত ইত্যাদি পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণ তার আছে।

৮। **চুল শুষ্ক, নিস্প্রভ ও সহজেই জটা বাঁধা**—সোরিনামের এই লক্ষণটি লাইকোতে আছে কিন্তু তার সঙ্গে এর পার্থক্য আগেই জানিয়েছি।

৯। **চর্মে দুর্গন্ধ আঠাল রসস্রাবী পূঁজযুক্ত উদ্ভেদ**—সোরিনামের এই লক্ষণটি গ্র্যাফাইটিস ও মেজোরিয়ামে আছে এবং তাদের পার্থক্য দেখানো উচিত। যথা ঃ

গ্র্যাফাইটিস—এর রোগী কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত, বিলম্বিত ঋতুস্রাবী এবং সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। সঙ্গীতে তার কান্না আসে; মাথার তালু জ্বালা করে; গোলমালের মধ্যে বেশি শুনতে পায়; মাংস খেতে চায় না; মিষ্টি খেলে তার বমি আসে। উত্তপ্ত পানীয়ে খুব কষ্ট বাড়ে। গায়ে ঢাকা দিলে আরাম হয় বটে কিন্তু উত্তাপে তার কষ্ট বাড়ে।

মেজেরিয়াম—এর রোগীর নানাবিধ যাতনা আছে এবং তার শীতল বাতাসে অত্যনুভূতি থাকে বটে কিন্তু **উন্মুক্ত বাতাসে আরাম পায়**। এর চর্মরোগে অসহ্য চুলকানি থাকে এবং বিছানায় থাকলে তা বাড়ে। এর রোগীর উদ্ভেদগুলি শীঘ্রই ক্ষতে পরিণত হয় এবং তার উপরে পুরু মামড়ি পড়ে এবং সেই মামড়ির নিচে পুঁজ থাকে।

১০। **রাত্রি দুপুরে ভীষণ ক্ষুধার্ততা—কিছু অবশ্যই খাওয়া** সোরিনামের এই বিশেষ লক্ষণটি সিনা, সালফার, ফসফরাস ও চায়নাতে আছে (ডাঃ ফ্যারিংটন)। তাদের পার্থক্য দেখা যাক ঃ

সিনা—এর রোগীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মেজাজ, অবিরত নাক খোঁটা, ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে ওঠা ও কাঁদা, কড়মড় করা, মুখমন্ডল বিবর্ণ, চোখের চারদিকে কালো রেখা, সর্বদা অতি ক্ষুধার্ততা, শিশু মায়ের দুধ খেতে চায় না কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য ও বিশেষ করে মিষ্ট দ্রব্য খেতে চায়। তাছাড়া রোগীর পরিষ্কার জিহ্বাসহ বমন থাকে।

সালফার—এর সঙ্গে সোরিনামের পার্থক্য বিধায়ক লক্ষণগুলি আগেই বলেছি।

ফসফরাস—এর সঙ্গেও সোরিনামের পার্থক্যের কথা আগে বলা হয়েছে।

চায়না—সোরিনামের ঐ ক্ষুধার লক্ষণটি ছাড়া আর একটি বিষয়েও মিল আছে—এর রোগীরও সোরিনামের রোগীর ন্যায় শীতল বাতাস অসহ্য। তবে তার যে কোনও স্রাবের জন্য দুর্বলতা, অত্যল্প স্পর্শ অসহ্যতা এবং উন্মুক্ত বাতাসে উপশম নির্দিষ্ট।

১১। পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত উদগার—সোরিনামের এই লক্ষণটি আর্ণিকা, অ্যান্টিম-টার্ট ও গ্র্যাফাইটিসে আছে। তাদের পার্থক্য হলো ঃ

আর্নিকা—এই ওষুধটি সাধারণত আঘাত ও পতনজনিত কুফলে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এর রোগীর সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস, শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত মুখমণ্ডল, স্পর্শ অসহ্য, একা থাকতে চায়, মাথা গরম ও দেহ ঠাণ্ডা, মুখটি বসে যায় (sunken), মুখমন্ডল লোহিতাভাযুক্ত, চামড়া নীলবর্ণ ও কালোবর্ণ, এক প্রকার মোহভাব ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে।

অ্যান্টিম-টার্ট—এর রোগীর **শীতল মুক্ত বায়ুতে উপশম** হয়। এটিই সোরিনামের সঙ্গে এর পার্থক্য বিধান করতে যথেষ্ট।

গ্র্যাফাইটিস—এর সঙ্গে সোরিনামের কোথায় কোথায় পার্থক্য তা আমি ইতোপূর্বেই জানিয়েছি।

১২। হঠাৎ দুর্দম্য মলপ্রবৃত্তিযুক্ত উদরাময়—সোরিনামের এই লক্ষণটি অ্যালো ও সালফার নামক ওষুধদ্বয়ে আছে। তন্মধ্যে সালফারের সঙ্গে এর পার্থক্য আগেই জানিয়েছি, এক্ষণে অ্যালোর কথা জানাই ঃ

অ্যালো—এর রোগী অতি ক্লান্ত, কোনও পরিশ্রমই করতে চায় না, অত্যন্ত শ্রান্ত ও ঘর্মযুক্ত, পানাহারের পরই বাহ্যের বেগ, অসাড়ে বাহ্যে হতে থাকে। তাছাড়া এর রোগীর উদরাময়ের বাহ্যের আগে পেট ডাকা ও তলপেট ভার হওয়া, বাহ্যের সময় খুব ফড়ফড় শব্দ এবং বাহ্যের পর আচ্ছন্নতা প্রধান লক্ষণ।

১৩। তরুণ রোগভোগের পর অতি ঘর্ম এবং তাতে সকল কষ্টের উপশম—সোরিনামের এই লক্ষণটি ক্যালেডিয়াম সিগু ও নেট্রাম মিউরে আছে। তাদের পার্থক্য হলো ঃ

ক্যালেডিয়াম সিগু—শব্দে অত্যনুভূতি, পুনঃপুন উদগার ওঠা কিন্তু তাতে বেশি বাতাস বের হয় না, কামেচ্ছা ও কামোত্তেজনা প্রবল কিন্তু পুরুষাঙ্গটি কুঞ্চিত, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ আছে। তাছাড়া সন্ধ্যাকালীন জ্বরের সময় ঘুমিয়ে পড়া এবং জ্বর ছাড়লে জাগরিত হওয়া, মিষ্ট ঘর্মহেতু মাছি বসা ও সঞ্চালনে অনিচ্ছা তার বিশেষ লক্ষণের মধ্যে গণ্য।

নেট্রাম মিউর—রক্তাল্পতা, অতি দুর্বলতা, ভালোভাবে আহারাদি সত্ত্বেও অতি শীর্ণতা, সান্ত্বনায় দুঃখের তীব্রতা, ক্রন্দনশীলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অন্যের উপস্থিতিতে প্রস্রাব ত্যাগে অক্ষমতা, লবণপ্রিয়তা, রুটিতে অনিচ্ছা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ এর আছে। তাছাড়া ম্যালেরিয়াদুষ্ট ধাতুতে এটি বেশি সূচিত হয়। এর জিহ্বাটি মানচিত্রের ন্যায় এবং অতি শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগে। সোরিনামের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে এর দুটি লক্ষণ মনে রাখলেই হবে, যথা ঃ নেট্রামের রোগী (এপিস ও পালসের রোগীর ন্যায়) **মুক্ত বায়ুতে উপশম পায় এবং শীতলজলে স্নান করলে তার খুব আরাম হয়।**

১৪। হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট মুক্তবায়ুতে ও বসলে বাড়ে—সোরিনামের এই লক্ষণটি লরোসেরাসাস নামক ওষুধেও আছে। কিন্তু লরোসেরাসাসকে এ থেকে পৃথক করা যায়। যথা ঃ

লরোসেরাসাস—এর রোগী যখন কিছু পান করে তা পেটে যাবার সময় শব্দ হয় ও সে শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তার দারুণ শীতলতা থাকে এবং তা উত্তাপে কমে না। পেটে দারুণ যাতনা হয়, এর সঙ্গে বাক্য লোপ হয়ে যায়। তাছাড়া তার রোগীর সুড়সুড়ে কাশি (tickling) থাকে এবং তার দম এত আটকে আসে যে, যেন নিঃশ্বাসের জন্য খাবি খায়। ঐ সময় রোগী ব্যাকুলভাবে বুক চেপে ধরে।

১৫। সকালে জাগলে ও সন্ধ্যায় শুলে কাশি বাড়ে—সোরিনামের এই মজার কাশির লক্ষণটি ফসফরাস ও টিউবারকিউলিনাম নামক ওষুধদ্বয়ে আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে পার্থক্য আমি পূর্বে বিশেষভাবে দেখিয়েছি।

১৬। চর্মরোগ হবার অস্বাভাবিক প্রবণতা—সোরিনামের এই লক্ষণটি সালফারের রোগীতেও দেখা যায় কিন্তু সালফারের সঙ্গে এর পার্থক্য পূর্বেই বিশেষভাবে দেখানো হয়েছে।

১৭। চর্মের উদ্ভেদগলি সহজে পেকে ওঠা—এই লক্ষণটি হিপারেও বিশেষভাবে দেখা যায় কিন্তু সালফারের সঙ্গে এর পার্থক্যও আছে অনেক। যেমন ঃ

হিপার—এটি স্ক্রোফুলা ও মার্কারিদুষ্ট ধাতুতে সবিশেষ উপযোগী। রোগী টক জিনিস খেতে চায়; প্রস্রাব জোরে বের হয় না; বড়ই শীতকাতর; গায়ের সামান্য একটু আবরণ খুললেও কাশি হয়; খুবই স্পর্শ অসহিষ্ণু বিশেষত প্রদাহ ইত্যাদিতে; চিত্ত উত্তেজিত, মেজাজ খিট্‌খিটে আর সব কাজই তাড়াতাড়ি করতে চায় এবং তার নিচের ঠোঁটের মাঝখানটা ফাটে।

১৮। চোর ডাকাতের স্বপ্নহেতু অনিদ্রা—এই লক্ষণটি নেট্রাম মিউরেও আছে, তবে তার সঙ্গে এর পার্থক্য পূর্বে আমি জানিয়েছি।

১৯। মাথায় সর্বদা গরম আবরণ রাখতে চাওয়া—সোরিনামের এই বিখ্যাত নির্দেশক লক্ষণটি হিপার ও সিলিসিয়াতে আছে। তারাও সোরিনামের মতো শীতার্ত সুতরাং তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা দরকার। তন্মধ্যে হিপারের সঙ্গে যেখানে পার্থক্য তা উপরে জানিয়েছি, নিচে সিলিসিয়ার সঙ্গে প্রভেদ দেখানো হচ্ছে ঃ

সিলিসিয়া—এটি সেরিনামের ন্যায় শীতার্ত বটে এবং সোরিনামেরই মতো পদঘর্ম লুপ্ত হওয়ায় এরও রোগ হওয়া স্বভাব কিন্তু, এছাড়া অন্য পার্থক্যও আছে। সিলিসিয়ায় রোগী শারীরিক ও মানসিক অত্যনুভূতিযুক্ত, শিশুর মাথাটি খুব বড় এবং ব্রহ্মরন্ধ্র উন্মুক্ত, মাথায় অতি ঘর্ম, দারুণ ক্লান্তি ও অবসাদের জন্য সে কেবল শুতে চায়, সামান্য শব্দেই চমকে উঠে, দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা। সে যদিও খুব শীতার্ত এবং অতি উত্তাপ আকাঙ্খা করে তথাপি উত্তপ্ত খাদ্য চায় না।

রোগক্ষেত্র

সোরিনামের লক্ষণাদির বিস্তৃত বর্ণনা এবং অন্যান্য ঔষধাদির সঙ্গে তার পার্থক্য বিশেষভাবে জানিয়েছি। এবারে কোন্ কোন্ রোগে সাধারণতঃ সোরিনাম ব্যবহৃত হয় তা জানাব। তবে, এক্ষেত্রে এও বলে রাখি যে, রোগ ধরে আমাদের চিকিৎসার রীতি নয়। আমরা রোগী ধরে ওষুধ দিই। অর্থাৎ কি রোগ হয়েছে তা জানবার আমাদের খুবই বিশেষ দরকার নেই, আমাদের জানতে হবে—সমগ্র রোগটির ভিতর কি কি লক্ষণ আছে এবং সেই লক্ষণগুলি কোন্ ওষুধের আয়ত্তের মধ্যে। তবে পুনঃপুনঃ রোগিতত্ত্ব আলোচনা করে বোঝা গেছে যে, কতকগুলি অতি বিখ্যাত রোগে সোরিনামের কতকগুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকার সম্ভাবনা, অবশ্য যদি সোরিনামের রোগী হয় তবেই। সুতরাং সেগুলি জানা থাকলে রোগী চিকিৎসাকালে এর নিশ্চিত প্রয়োগ খুবই সহজ হবে।

ফোড়া—চর্মরোগ বা খোসপাঁচড়া ভালো হবার পর যদি ফোড়া বর্তমান থাকে, সেখানে সোরিনাম অতি উপকারী।

শিশু কলেরা—সোরা ধাতুদুষ্ট শিশুগণ যদি গ্রীষ্মকালের কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় তা হলে সোরিনামের মতো এমন ফলদায়ক ওষুধ আর নেই। যে রাত্রে আক্রমণ হবে, তার দু'তিন দিন আগে থেকেই সেই শিশু খুব স্নায়বিক হয় ও রাত্রে খুব ছট্‌ফট্ করতে থাকে। রাত্রে কখনও ঘুমোতে ঘুমোতে কেঁদে ওঠে, কখন বা হঠাৎ যেন ভয় পেয়েছে এমনিভাবে জেগে ওঠে। এর দু'তিন দিন পরেই তার হঠাৎ উদরাময় আরম্ভ হয়। বাহ্যে প্রচুর জলের মতো, কালচেবর্ণ, অতি পচা দুর্গন্ধযুক্ত ও রাত্রে বেশি হয়। কখনও বা সালফারের রোগীর ন্যায় অতি প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে পায়খানায় ছুটতে হয়। উদরাময়ে আক্রমণের আগে অত্যন্ত ক্ষুধা হওয়া এর বিশেষ লক্ষণ।

দুর্বলতা—কোনও রোগভোগের পর যেন দুর্বলতা কোনও মতেই সারতে চায় না, রোগী শয্যাশায়ীই থেকে যায়, প্রচুর ঘাম হতে থাকে; এবং আরোগ্য সম্বন্ধে তার দারুণ নৈরাশ্য জন্মে, সেখানে চায়নার সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা করে দেখতে হবে।

একজিমা বা কাউর—এর উদ্ভেদ ছালপূর্ণ, দেখতে অতি বিশ্রী ও অতীব চুলকায়। ঐ চুলকানি শয্যার উত্তাপে বাড়ে। এ ক্ষেত্রে রাস টক্স, নাক্স জুগলান্স, গ্র্যাফা, সালফ ও মার্কুরিয়াসসহ তুলনীয়।

মাথাব্যথা—পুরাতন মাথাব্যথা, মাথায় দারুণ দপ্‌দপানি যাতনা, আক্রমণের আগে চোখের দৃষ্টির অস্পষ্টতা বা চোখের সামনে দাগ দেখা এবং আক্রমণের সঙ্গে অত্যন্ত ক্ষুধা হওয়া এর নির্ণায়ক লক্ষণ। মাথাব্যথার সঙ্গে অন্ধত্ব বা দৃষ্টিমালিন্য অনেক ওষুধে আছে যথা ঃ কেলি বাই, জেলস, কষ্টি, নেট-মিউর, আইরিস ও সিলিসিয়া। এদের সঙ্গে খুব ভালো করে তুলনা করে দেখা উচিত।

নৈশঘর্ম—নৈশঘর্ম অতি দুষ্ট লক্ষণ। এতে কিন্তু সোরিনাম খুবই কাজ দেয়। টাইফয়েড রোগের পর যদি রোগীর প্রচুর ঘর্ম হতে থাকে, সে নিরাশ হয়, আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য জন্মে, খুব দুর্বলতা থেকে যায়, হাত কাঁপে, পিঠ ও দেহের গাঁটগুলি দুর্বল মনে হয়—সেখানে এটি অমৃততুল্য কাজ করে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সালফ ও চায়না তুলনীয় ওষুধ।

কানে পূঁজ—কানের পূঁজের সঙ্গে সাধারণত এর বিখ্যাত চর্মলক্ষণগুলি থাকলে সোরিনাম প্রায় বিফল হয় না। পূঁজ খুব পাতলা, ক্ষয়কারক ও পচা দুর্গন্ধযুক্ত। হাম ও মিলমিলের পর কানের পূঁজে এটি অমোঘ ওষুধ।

বিষাদবায়ু রোগ—মনটা খুব বিষন্ন থাকে। রোগীর কোনও ব্যাপারে কিছুতেই আশা থাকে না—পূর্ণ নৈরাশ্য; রোগ সারবে না, মুক্তি হবে না—এমনই সব চিন্তা; অতি গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন বিষন্নতা; অনেক সময় ধর্ম সম্বন্ধেও বিষন্নতা; আত্মহত্যার ঝোঁক; সর্বদাই উদ্বিগ্ন এবং ভয়পূর্ণ; অমঙ্গল হবে—কেবলই এই ভয় তার দিনরাত হতে থাকে এবং কেবল ভাবতে থাকে সে মরবে, তার ব্যবসা নষ্ট হবে ইত্যাদি।

চক্ষু ওঠা—সাধারণত পুরাতন চোখ ওঠায়, যা বারবার হতে থাকে (chronic opthalmia, that constantly recurs), ওষুধটি ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর পাতার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়, ক্ষয়শীল রসস্রাব হতে থাকে; দারুণ আলোকাতঙ্ক ও তৎসহ প্রদাহান্বিত চক্ষুর পাতা, চক্ষু খুলতে পারে না; চক্ষু বালিশে গুঁজে পড়ে থাকে।

সামান্য আকারের গলক্ষত—পুনঃপুন যখন এই রোগ সংঘটিত হতে থাকে তখন এটি প্রয়োগে তার প্রবণতাটি একেবারেই দূর হয়। টনসিল দুটি খুব ফোলা, গিলবার সময় অতি কষ্ট এবং তৎকালে কানে যাতনা হওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর লালাস্রাব হওয়া, গলায় শক্ত শ্লেষ্মা জমা, বারবার গলাখাঁকারি (hawk) দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণ সোরিনাম প্রদর্শক।

গর্ভাবস্থার রোগ—গর্ভাবস্থায় দুর্দম্য বমন এবং ভ্রূণের তীব্র সঞ্চালন নিবারণে এটি ব্যবহার্য। বিশেষত যখন সুনির্দিষ্ট ওষুধে কোন কাজ হয় না তখন এটি অধিকতর সূচিত হয়। গর্ভিণী খুব ক্ষুধার্ত থাকে এবং রাত দুপুরে উঠে খেতে চায়। বিবমিষা থাকে এবং আহারের পরে পেটে যাতনা হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা—দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতায় এটির প্রয়োগ আছে। পৃষ্ঠব্যথাসহ রেক্টামের নিজ কার্যে অক্ষমতাহেতু (inactivity) কোষ্ঠবদ্ধতা। সালফার দিয়েও যখন ফল হয় না। **শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা** বিশেষত বিবর্ণ রুগ্ন ও স্ক্রোফুলাধাতুদুষ্ট শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধে এটি অধিকতর উপযোগী।

গনোরিয়া—বহুদিনের পুরাতন গনোরিয়া যখন সুর্নির্দিষ্ট ঔষধেও ভালো হয় না বা লুপ্ত হয় না তখন এর ক্ষেত্র আসে।

শয্যামূত্র—এই রোগ যখন কিছুতেই সারে না, প্রায়ই পুর্ণিমাতে হয়, বংশগত একজিমার ইতিহাস পাওয়া যায়, তখন এটি সবিশেষ কার্যকরী।

শ্বেতপ্রদর—এই রোগে যখন বড়ো বড়ো, চাপ চাপ অতি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হতে থাকে, ত্রিকাস্থিপ্রদেশে (sacrum region) তীব্র যাতনা হয়, দুর্বলতা থাকে তখন সোরিনাম সূচিত হয়।

হাঁপানি—শ্বাসকষ্ট, মুক্ত বায়ুতে বসলেও তার বৃদ্ধি, শুয়ে পড়লে এবং হাত দুটো খুব দূরে ছড়িয়ে রাখলে আরাম, অতি নৈরাশ্য, তাকে মরতেই হবে এমনি চিন্তা ইত্যাদি এর প্রদর্শক লক্ষণ। তাছাড়া **বক্ষাস্থিপ্রদেশের নিম্নে ক্ষতবোধ** এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ।

সোরিনাম ওষুধটির বিস্তৃত বর্ণনামানসে পূর্বে আমি এর সবিশেষ লক্ষণাবলী লিখে পরে ঐ লক্ষণাবলী সম্বন্ধে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে সোরিনামের ঐক্য ও পার্থক্য কোথায় তা জানিয়েছি এবং তৎপরে কোন্ কোন্ রোগে সাধারণত সোরিনাম ব্যবহৃত হয় তা অর্থাৎ সোরিনামের রোগের ক্ষেত্র লিপিবদ্ধ করেছি। এবার সোরিনামের রোগিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে আমি উপসংহারে আসতে চাই।

রোগিতত্ত্ব

॥ ১ ॥

রোগী পঁচিশ বৎসর বয়স্ক যুবক। স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর। কলকাতার কোন মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতে করতে কুসঙ্গে পড়ে চরিত্রহীন হয়ে পড়েছেন এবং নানাপ্রকার কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হন। অতি সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক হওয়ায় এবং পিতা বর্তমান থাকায় তাঁকে কার্যত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। দেশ আসবার পর ক্রমশ তাঁর **মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ** দেখা দেয়। পূর্ণ এক বছর সুবিখ্যাত এক কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসিত হবার পর যখন রোগ প্রবলভাবে দেখা দিল তখন তাঁর আত্মীয়েরা আমাকে ঐ রোগীর চিকিৎসার ভার নেয়ার অনুরোধ করেন। গত ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে আমি ঐ রোগীকে প্রথম দেখি। তখন তাঁর প্রবল পাগলামি আরম্ভ হয়েছে। কাপড়চোপড় খুলে মানুষকে সদাই মারধোর করতে ও কামড়াতে যাচ্ছেন; অত্যন্ত অত্যাচার করবার জন্য তিনি যেন সদাব্যস্ত; তাছাড়া তাঁর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মেজাজ ইত্যাদি তৎকালীন লক্ষণাবলী দৃষ্টে আমি তাঁকে বেলাডোনা, হায়োসায়ামাস নাইজার ইত্যাদি ওষুধ নানা ক্রমে ব্যবহার করিয়েও ছয় মাসের মধ্যে কোনও ফললাভ করতে পারিনি। ফলে রোগীটি আমার হাতছাড়া হয় এবং আমিও স্বীয় ক্ষমতার জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনের নিকট হতে ক্ষমা চাই। তারপর কলকাতায় গিয়ে তাঁর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলতে থাকে। দুই মাসে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পর রোগ ক্রমশ ভীতিজনক আকার ধারণ করায় শেষে তাঁরা তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন এবং পুনরায় আমাকেই ডাকেন। অবশ্য তাঁরা তখন তাঁর আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন।

সেবারে আমি রোগী দেখে সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ পাই। তিনি তখন প্রবল উন্মাদ নন, যেন শান্ত ও ধীর। সর্বদা নিজের মনে বিড়বিড় করে আবোলতাবোল বকছেন। যা হোক, তখনকার লক্ষণগুলি খুবই সুস্পষ্ট ও পথপ্রদর্শক। আমি নিচে সেগুলি জানাই ঃ

১। রোগী অতি বিষন্ন, গভীর নৈরাশ্যে মনপ্রাণ পূর্ণ;

২। পূর্বে তিনি ছিলেন অতি উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ঝগড়াটে ও অসন্তুষ্ট।

৩। মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

৪। চুলগুলি জটাবদ্ধ।

৫। মুখমন্ডল পীতাভ।

৬। চোখের চারদিকে নীল রেখা।

৭। দাঁতের মাড়ীতে খুব ঘা, ঠোঁটও ঘায়ে পূর্ণ, উপর ঠোঁটটা ফোলা।

৮। অতি পূর্বে গনোরিয়া হয়েছিল, এখনও কাপড়ে দাগ লাগে।

এই কটিই সোরিনামের প্রদর্শক লক্ষণের মধ্যে গণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ **রোগীর চর্ম লক্ষণগুলি আরও অস্পষ্ট। চামড়া অত্যন্ত অপরিষ্কার ও তাতে অতি দুর্গন্ধ।** গায়ে তেলমাখা আছে এমনই দেখতে। চামড়ার উপরে ছোট ছোট লালচে উদ্ভেদ, তাতে আঁশ জন্মেছে। **দারুণ চুলকানি,** চুলকালে রক্তপাত হয়। চুলকানির জন্য ঘুম হয় না। এককথায় তাঁর **চর্ম কর্কশ, ফাটাফাটা, পাণ্ডুবর্ণ** ও তৈলাক্ত।

ওষুধ—সোরিনাম ২০০, একক দাগ প্রাতে শূন্য উদরে সেব্য। ৭ দিন অপেক্ষা করতে হবে। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ভোরে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ ও বায়ু সেবন অবশ্য কর্তব্য।

পথ্য ঃ ভাত, ডাল, দুধ, লুচি।

নিষেধ ঃ পান, চুন, টক, মাছ, মাংস, ডিম।

সাতদিন পরে সংবাদ এলো—ওষুধ খাবার পর তিনদিন রোগী বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। চুলকানিও কিছু কম ছিল। ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়েছিল এবং ক্ষুধার্ত হবার পর স্বেচ্ছায় খাবার চেয়েছিলেন (খাদ্য, পানীয় বা পরিধেয় ইত্যাদি পূর্বে তিনি চাইতেন না)। কিন্তু তিনদিন পর হতে আর কোন উপশম দেখা যায়নি বরং ক্রমশ আবার বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে।

ওষুধ—সোরিনাম ১০০০ এক দাগ প্রাতে শূন্য উদরে সেব্য। পথ্য ও উপদেশাদি পূর্ববৎ। একমাস অপেক্ষা করতে হবে।

এক মাস পরে সংবাদ এলো চুলকানি কিছুটা কম ও স্বাস্থ্যের ঈষৎ উন্নতি ছাড়া অন্য পরিবর্তন কিছুই নেই। পুনরায় রোগী দেখে বুঝলুম যে পূর্বেকার লক্ষণগুলি সবই বর্তমান তবে কিছু কিছু কম।

ওষুধ—সোরিনাম সি এম। তিনটি গ্লোবিউল প্রাতে শূন্য উদরে সেব্য। পথ্য ও উপদেশাদি পূর্ববৎ।

যখনই কোনও পরিবর্তন দেখবেন তখনই জানাতে হবে। চারদিন পরে সংবাদ এলো—রোগ অতি বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষত জননেন্দ্রিয় হতে আঠাল স্রাব হচ্ছে, ঠিক মেহস্রাবের মতো। এতোদিনে বুঝলাম রোগী আরামের দিকে চলেছে। যা হোক ঐ রোগীর আর ওষুধ দরকার হয়নি। সেই স্রাব দশদিন বের হয়ে আপনা হতে শুকিয়ে আসে এবং রোগীও ক্রমশ আরোগ্য হয়ে আসেন। ফলত সোরিনাম সি এম, দিবার

দুমাস পরেই রোগী সুস্থতালাভ করেন এবং বর্তমানে ব্যবসাকার্যে লিপ্ত আছেন। এটি একটি অতি জটিল রোগী ও অতি কঠিন উন্মাদরোগী হওয়ায় এবং সুনির্দিষ্ট ওষুধের শক্তিবিভিন্নতায় যে কিরূপ সফলতা বা বিফলতা আসে তা জানাবার জন্যেই এই রোগিতত্ত্বটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলুম।

॥ ২ ॥

রোগিণী শ্রীমতি শোভনা রায়। বয়স ২০, রুগ্না ও লম্বা আকৃতির। তিন বছর পূর্বে একটি পুত্র হয়ে সাতদিনের মধ্যে মারা যায়—আর কোনও সন্তানাদি হয়নি। আজ দুই বছর হলো ভীষণভাবে শ্বেত—প্রদররোগে ভুগছেন। বর্ধমানে স্বামী চাকরি করেন। সেখানে থাকাকালীন সেখানকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হয়েছিলেন। ফল না হওয়ায় কিছুদিন অশোকারিষ্ট ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বিষ্ণুপুরে এসে একদিন অত্যন্ত পেটব্যথা হওয়ায় আমাকে ডাকেন। তাঁর উন্মত্তকর পেটের যাতনা এবং খুব জোরে পেটটি চাপলে তা উপশম—এই দুটি বিশেষ লক্ষণ দেখে আমি তাঁকে কলোসিন্থ্ ৩০ এক ফোঁটা দিয়ে ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাতনার নিবৃত্তি করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। তাতেই দম্পতি অবাক হয়ে সেই শ্বেতপ্রদররোগটির চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। পূর্বেকার হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপশনগুলি দেখে বুঝলুম যে তাঁরা সিপিয়া, ক্রিয়োজোট, সালফার এবং আয়োডিন ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু ফল পাননি। ডাক্তাররা তাঁর তৎকালীন কি কি লক্ষণ দেখে ঐ সব ওষুধ দিয়েছিলেন তা জানতে পারিনি কিন্তু আমি নিম্নস্থ লক্ষণাবলী পাই ঃ

(১) অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্বেতপ্রদর স্রাব, বড় বড় চাপ স্রাব (২) অত্যন্ত দুর্বলতা; (৩) অত্যন্ত পৃষ্ঠব্যথা এবং (৪) ত্রিকাস্থিপ্রদেশে তীব্র ব্যথা।

তাছাড়া তাঁর মনটা অতি বিষন্ন, সহজেই চমকে ওঠেন। এদিকে সদাই অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ মেজাজ, কিছুতেই তৃপ্তি নেই; স্মরণশক্তি খুব কমে গেছে; বিকেলবেলায় মনের অবসন্ন ভাবটি খুব বাড়ে; সর্বদাই অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত থাকে; মাঝে মাঝে শিরোঘূর্ণনসহ শিরঃপীড়া হয় এবং মাথাব্যথার সময় তাঁর ক্ষুধা পায় ও কিছু খেলেই কমে।

লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে সোরিনাম ইঙ্গিত করায় আমি সোরিনাম ১০ এম এক দাগ দিই (তাং ৫/১/৩৩) এবং এক মাস অপেক্ষা করতে বলি। এই এক মাস প্রত্যহ প্লাসিবো এক দাগ। পান, টক, দোক্তা সেবন নিষেধ করি।

৭/২/৩৩ তারিখে সংবাদ আসে যে, পূর্বে ঐ রমণীর ঋতুস্রাব ঠিক হতো না—ঋতুকালে শ্বেতপ্রদরস্রাব খুব বেশি পরিমাণে হতো। কিন্তু এই মাসে ঠিকমতো ঋতু

দেখা দিয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে চার দিন স্রাব হয়ে বন্ধ হয়েছে। প্রদরস্রাব পরিমাণে কম, দুর্গন্ধও কমেছে। ওষুধ প্লাসিবো প্রত্যহ এক দাগ।

৩/৩/৩৩ তারিখে সংবাদ আসে প্রদরস্রাব আদৌ নেই। এরপর ৫/১/৩৪ তারিখে সংবাদ পাই ঐ রমণীর একটি সুস্থ ও সুন্দর মেয়ে হয়েছে।

॥ ৩ ॥

স্থানীয় শ্রীদাম ছুতোরের পুত্র। বয়স ৩ বছর। হঠাৎ একদিন প্রবল বেগে উদরাময় আরম্ভ হয়ে পূর্ণ **কলেরায়** পরিণত হয়। প্রথমে নিকটস্থ একজন হোমিওপ্যাথ দ্বারা চিকিৎসা করা হয় এবং তিনিও লক্ষণানুসারে রিসিনাস কমি, কেলি ফস, ভেরেট্রাম এবং আর্সেনিক দিয়ে কোন ফল পাননি। অবশেষে পরামর্শ করবার জন্য আমাকে ডাকেন। আমি এই বিশেষ লক্ষণগুলিতে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করি ঃ (১) পচা গন্ধযুক্ত জলবৎ মল; (২) কটাবর্ণের মল এবং (৩) রাত্রি একটা হতে চারটা পর্যন্ত খুব বৃদ্ধি।

তাছাড়া ছেলেটি অতি নোংরা ও চর্মরোগযুক্ত এবং ক্ষুধার্তও বটে। সুতরাং ওষুধ সোরিনাম ২০০ এক মাত্রা। পথ্য বার্লি ও জল।

ওষুধ খাবার পর হতে বমি ও বাহ্যে সব বন্ধ হয়। একদিন পুরো প্রস্রাব বন্ধ থেকে এই ওষুধ খাবার পর হতেই ঠিকমত প্রস্রাব হয়েছে। ফলত সেই এক দাগ ওষুধেই শিশুটি সুস্থ হয়।

॥ ৪ ॥

স্থানীয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মণ্ডলের স্ত্রী। বয়স ১৭। প্রথম গর্ভবতী। তিনমাস অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার দারুণ **বিবমিষা ও বমন** চলতে থাকে। প্রথম প্রথম ঐ অবস্থা স্বাভাবিক জ্ঞানে কেউ বিশেষ মনোযোগ দেননি কিন্তু পরে যখন বিবমিষা দুর্দম্য আকার ধারণ করে এবং পেটে দারুণ ব্যথা বোধ হতে থাকে তখন তাঁরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে আমাকে দেখান। আমি স্বচক্ষে রোগিণীকে দেখে খুবই ভীত হয়ে পড়ি। রোগিণী তখন শয্যাশায়ী, দারুণ উদর যন্ত্রণা, বমন এবং বিবমিষার তীব্র বেগহেতু রোগিণী উন্মত্তবৎ হয়ে পড়েছেন। আমি তৎক্ষণাৎ সিম্ফরিকার্পাস র‍্যাসি তিন চার দাগ প্রতি ঘন্টান্তর খেতে দিই। ফলও ম্যাজিকের মতো হয়। কিন্তু দুদিন পরে আবার সেই পূর্বের মতো আক্রমণ হয়। আমিও সেবারে সিম্ফরি-র‍্যাসি পূর্ববৎ দিই কিন্তু এবারে আর ফল হয়নি। ঐ ওষুধ নানা শক্তিতে প্রয়োগ করেও যখন বিফল হলুম তখন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পুনরায় তার লক্ষণাবলী আলোচনায় বসে দেখলুম ঃ (১) দুর্দম্য বমন চলেছে, (২) নির্দিষ্ট ওষুধে স্থায়ী ফল হচ্ছে না এবং (৩) রোগিণী অতি ক্ষুধার্ত।

বিশেষ অনুসন্ধানে জানলুম যে, রোগিণীর রাত দুপুরে খিদে পাবেই, এমন কি তখন উঠে তাঁকে কিছু খেতেই হয়। তাছাড়া খোসপাঁচড়া হবার প্রবণতা আছে। গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণে তখনও পর্যন্ত ইপি ও সিম্ফরি-র‍্যাসি আমার হাতে প্রধান অস্ত্র ছিল এবং ঐ ক্ষেত্রে সোরিনামের ব্যবহার তখনও করিনি। পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁকে দিলুম সোরিনাম ২০০ এক দাগ মাত্র।

ওষুধ খাবার এক ঘন্টা পর হতেই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থতালাভ করেন। প্রসবকাল পর্যন্ত আর ঐ রোগ তাঁর দেখা যায়নি।

॥ ৫ ॥

আমি তখন হুগলী জেলার আরামবাগে স্কুলের সাবইনসপেক্টর। সে আজ বহুদিনের কথা। ওখানকার শ্রীপতিচরণ মল্লিক মশায়ের দুর্দম্য শিরঃপীড়া চিকিৎসার জন্য কয়েকজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমার পরামর্শ চান। এখানে জানিয়ে রাখি যে, আরামবাগে আসবার আগে আমি কাঁথিতে থাকতুম এবং তথায় আমি হোমিওপ্যাথিতে যে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলুম তা এখানে আসার আগেই বিশেষভাবে প্রচার হয়ে পড়ে। ফলে এখানে নিয়তই খুব জটিল পীড়ার চিকিৎসায় খুব ব্যস্ত থাকতে হতো। তার উপর সরকারি চাকরি ত আছেই।

যা হোক, গিয়ে দেখি শ্রীপতিবাবুর রোগ হচ্ছে দারুণ শিরঃপীড়া। প্রায় বারো বৎসর তিনি ভুগছেন। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। যেদিন আরম্ভ হয় সেদিন থেকে তিন চার দিন তাঁর আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হয়। সর্বদা যাতনায় গোঙাতে থাকেন। প্রথম প্রথম নানালা, ক্যাফিয়াস্পিরিন, জেনাস্পিরিন ইত্যাদি ট্যাবলেট সেবন করলেই অল্প সময়ে আরাম পেতেন। পরে কিন্তু আর কোন ফল তাতে পাওয়া যেত না। তৎপরে কিছুদিন অ্যালোপ্যাথি ও পরে কিছুদিন কবিরাজি চিকিৎসা করে বিফল হওয়ায় চিকিৎসা করানো ছেড়ে দেন। পরে একদিন যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ায় পুনরায় হোমিওপ্যাথি আরম্ভ হয়েছে।

তাঁর মাথাধরার সঙ্গে দৃষ্টিমালিন্য বিশেষ নির্দিষ্ট থাকায় জেলস, নেট্রাম ও আইরিস নানা শক্তিতে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ফল হচ্ছে না। তবে নেট্রাম প্রয়োগে তাঁর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়েছিল কিন্তু মাথার যাতনার কোন উপশম হয়নি। এবার তাঁরা সকলে কেলি বাই দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে আমার মত চান কিন্তু তাঁদের মতে মত দিতে অপারগ হই, যেহেতু আমি লক্ষ্য করলুম ঃ

১। পুরাতন শিরঃপীড়া।

২। আক্রমণের দৃষ্টিমালিন্য

৩। মাথাব্যথার সময় খিদে পায়, খেলে আরাম পান

৪। মনটা অতি নৈরাশ্যপূর্ণ এবং

৫। ঝড়বৃষ্টির দিনে আগে থেকেই রোগের উপক্রম হয়।

তাঁর এছাড়াও একটি মজার লক্ষণ ছিল—যেদিন তাঁর মাথাটা ধরে তার আগের দিনে তিনি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করেন। এই ভাবটি তাঁর বরাবর চলে আসছে। ঐ বিশেষ লক্ষণটি দেখে আমি তাঁকে সোরিনাম সি এম এক দাগ প্রাতে শূন্য উদরে দিই। সঙ্গে সতের দিনের প্লাসিবো।

প্রায় দশ দিন পরে রোগীর সংবাদ আসে—তাঁর আবার হঠাৎ পায়ের গোড়ালির কাছে খুব দুর্গন্ধপূর্ণ একজিমা প্রকাশ পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, তাঁর ঐ প্রকার একজিমা বাল্যকাল থেকে হতো তবে তার উপর প্রলেপাদি ব্যবহার করায় আজ চোদ্দ পনর বছর তা লুপ্ত ছিল, পুনরায় এখন প্রকাশ পেয়েছে।

তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, এবারে রোগীর শিরঃপীড়া সম্পূর্ণ আরাম হবে। বাস্তবিক তাই হয়েছিল, যেহেতু সেই একজিমা আপনা হতে সেরে যায় এবং শিরঃপীড়াও প্রকাশ পায়নি। আমি তাঁকে শুধু মধ্যে মধ্যে প্লাসিবো দিতুম।

এই রোগিতত্ত্বটি হতে অ্যান্টিসোরিক চিকিৎসার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলে আমি একটু বিস্তারিতভাবেই তা বর্ণনা করলুম।

সিফিলিনাম

সোরিনামের ন্যায় এটিও একটি নোসোড্‌স্ বা রোগরাজ্যোৎপন্ন ওষুধ। সিফিলিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ভাইরাস (virus) হতে এই ওষুধটি পাওয়া গেছে। এর বিশেষ লক্ষণগুলি নিচে জানাই।

বিশেষ লক্ষণ

১। সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যন্ত্রণা।
২। রাত্রে বৃদ্ধি।
৩। প্রাতে অতি অবসন্নতা ও দুর্বলতা।
৪। মদ্যপানের দুর্নিবার আকাঙ্খা।
৫। নিদ্রাকালে মুখে প্রচুর লালাস্রাব।
৬। প্রচুর পাতলা, জলবৎ, হাজাজনক প্রদরস্রাব।
৭। আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশা।
৮। মুখ, চোখ, নাক, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি স্থানে ঘা।
৯। পুনঃপুন ফোড়া হওয়ার প্রবণতা।
১০। স্থানপরিবর্তনশীল পুরাতন বাত।

১১। যাতনা ক্রমে ক্রমে হয় ও কমে।

১২। সর্বাঙ্গে দারুণ শুষ্কতা।

১৩। স্মৃতিলোপ।

১৪। যেন পাগল হয়ে যাবে এমনই ধারণা।

১৫। বহু বৎসর স্থায়ী দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা।

১৬। সিফিলিসদুষ্ট ধাতুযুক্ত রোগ।

১৭। মাথার চুল উঠে যায়।

১৮। সিফিলিসদুষ্ট রোগীর সুনির্দিষ্ট ওষুধেও কাজ না হওয়া।

১৯। লোহিতাভাযুক্ত উদ্ভেদ, ঠাণ্ডা লাগায় তা নীলবর্ণ হয়।

২০। দারুণ শিরঃপীড়াহেতু রাত্রে নিদ্রাহীনতা ও প্রলাপ।

সিফিলিনামের বিশেষ লক্ষণ বললে উপরোক্ত কুড়িটি লক্ষণই যথেষ্ট। ঐ লক্ষণগুলি ভালো করে মনে রাখলে সিফিলিনামকে চেনা শক্ত নয় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এর প্রয়োগও কঠিন নয়। উপরোক্ত কুড়িটি লক্ষণের মধ্যে আবার প্রথমোক্ত এগারোটি লক্ষণ অতীব প্রদর্শক বলে গণ্য। এর রোগীর প্রাতে ঘুম ভেঙ্গে ওঠবার দুর্বলতা ও অবসন্নতা বর্ণনাতীতভাবে বেড়ে ওঠে। তখন তার মানসিক ও শারীরিক অবসন্নতাহেতু এত ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে যে, মৃত্যুও সুখের বলে মনে হয়। এর রোগীর যে রাত্রিভীতি থাকে এটাই তার হেতু। সকালের দিকে তার রাত্রের কষ্ট স্মরণ হলেই রাত্রিটাকে যমের মতো ভয় হয়। এমনটি আর কোন ওষুধে নেই। আর এক মজার লক্ষণ মনে রাখতে হবে—সিফিলিনামের রোগীর যত কষ্ট, যত রোগ সব সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে। অর্থাৎ রাত্রেই তার সব যন্ত্রণা বাড়বে ঠিক মার্কুরিয়াসের মতো। দিনের বেলায় রোগ প্রায় ভালোই থাকে কিন্তু যেই সূর্য ডুবল অমনি তারও যাতনা শুরু হল। যতক্ষণ সূর্য না ওঠে ততক্ষণ ঐ যাতনা হতে থাকে, আবার সূর্য উঠলে সে কিছু আরাম পাবে। কিন্তু সূর্য উঠলে আরাম পায় বলে রাত্রের দিকে তার যে মরণাধিক যন্ত্রণা হয় তা ভুললে চলবে না।

ঠিক এই লক্ষণটি নিয়েই অপর এক বিখ্যাত নোসোড্স্ মেডোরিনামের সঙ্গে এর পার্থক্য। মেডোরিনামের রোগীর যাতনা ও রোগ সব বাড়ে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ সিফিলিনামের যে সময় আরাম থাকবার কথা, মেডোরিনামের রোগীর ঠিক সেই সময়ই ব্যথা বাড়বার কথা। এই পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণটি একটি মজার ঘটনা থেকে আমার মনে চিরজাগরূক হয়ে আছে। একটি ভদ্র পরিবারে আমি একত্রে দুই জন প্রৌঢ় ব্যক্তির (সহোদর) বাতের চিকিৎসার ভার পাই। দাদা ছিলেন সিফিলিনামের রোগী। সূর্য ডোবার পর হতেই তিনি শয্যা নিতেন, আর আঃ উঃ করে

সারারাত সকলকে অস্থির করে তুলে সকালে একটু বেলা হবার পর বিছানা ছেড়ে উঠে নিজ কাজে লাগতেন। দাদা যেমনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, অমনি এর ভাইয়ের পালা। ভাই ছিলেন মেডোরিনামের রোগী। সারাদিন তিনি ছট্‌ফট্ করে সূর্য অস্ত গেলেই আরামের নিঃশ্বাস ফেলতেন। যাই হোক, মেডোরিনাম ওষুধের বর্ণনার সময় আমি ঐ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলব।

সিফিলিনামের বিশেষ লক্ষণ উপরে জানালেও এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় ধাতুদোষঘ্ন ও গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ বলে আমি এর বিস্তৃত বর্ণনা নিচে দিলাম ঃ

মন—স্মৃতিশক্তিহীনতা। কিন্তু রোগের আক্রমণের আগের কথাগুলি সব মনে থাকে। কখনও ভাবে যে, সে **বুঝি পাগল হয়ে যাবে**, আবার কখনও ভাবে যে, **তার পক্ষাঘাত হবে**। তার ভীষণ নৈরাশ্য জন্মে। **আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হয়ে যায়**। নিদ্রাভঙ্গের পর অসহ্য শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিহেতু সে রাত্রিটাকে দারুণ ভয় করে; আর তা এত অসহ্য যে সে মৃত্যুকে কামনা করে।

মস্তিক—মাথাব্যথা (স্নায়বিক ধরনের)। মাথাব্যথার জন্য অনিদ্রা জন্মে এবং রাত্রে প্রলাপ বকে। **মাথার চুল উঠে যাওয়া** একটি বিশেষ লক্ষণ। মাথার হাড়ে যন্ত্রণা হয়। ঐ মাথাব্যথা চারটায় আরম্ভ হয়, রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সকালে সূর্যোলোকের সঙ্গে সঙ্গে তা কমে।

চক্ষু—তরুণ চক্ষুপ্রদাহ। **কর্ণিয়ার পুরাতন ক্ষত, ঐ ক্ষত** পুনঃপুনঃ দেখা দেয়। দারুণ আলোকাতঙ্ক। প্রচুর অশ্রুস্রাব। পাতা দুটো ফোলা থাকে, **রাত্রে যাতনার অতি বৃদ্ধি হয়**। যে জিনিসটা দেখা যায় তার নিচে আর একটি সেই রকম জিনিস (diplopia) আছে বলে মনে হয়। চক্ষুর পাতা নিদ্রার সময় জুড়ে যায়। চক্ষুর যাতনা রাত্রি দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খুব বেড়ে যায়। প্রচুর পূঁজ জন্মে এবং তা শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি পায়। চক্ষুর পাতা দুটি ঝুলে (ptosis) থাকার জন্য তাকে নিদ্রিত মনে হয়।

কর্ণ—সিফিলিসদুষ্ট ব্যক্তির কর্ণের পূঁজ অন্যান্য ওষুধে বিফল হবার পর এর দ্বারা আরোগ্য হয়। মধ্যকর্ণের তিনটি অস্থির ক্ষয় (caries of ossicles) যা উপদংশ হতে উৎপন্ন হয়েছে, তা আরোগ্য করতে এটি অমোঘ ওষুধ বলে গণ্য হয়।

নাসিকা—নাসিকার বিশেষ লক্ষণ এই ওষুধে নেই। ডা ঃ বোরিক যে লক্ষণ নির্দেশ করেন, তা হলো, অস্থির ক্ষয়, মুখের তালুর সামনের দিকের কঠিন অংশ এবং বিভাজক অস্থিতে গর্ত, নাকে দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ি (caries of nasal bones, hard palate and septum, with perforation, ozaena.—Dr. Boericke)।

দন্ত ও মুখমন্ডল—দন্ত ক্ষয় পায়, মাঢ়ীর ধারে তা ক্ষয় হয়ে যায়, দাঁতের প্রান্তগুলি ছোট ছোট হয়ে যায়, দাঁত ভেঙ্গে যায়। জিহ্বায় ময়লা জন্মে ও তাতে দাঁতের দাগ পড়ে, জিহ্বার মধ্যে লম্বা লম্বা ফাটা দেখা যায়। মুখের ও জিহ্বার মধ্যে ঘা হয় এবং তা অত্যন্ত জ্বালা করে। **প্রচুর লালাস্রাব** হয়। ঘুমোবার সময় মুখ থেকে এত বেশি লালাস্রাব হয় যে তা মুখ থেকে বেরিয়ে বালিশ ইত্যাদি ভিজিয়ে দেয়।

উদর—সিফিলিনামের উদরসংক্রান্ত লক্ষণ বেশি নেই, তবে এর রোগীর অস্বাভাবিক **মদ্যপানের আকাঙ্খা** হয়। রোগী মদ্য (যে কোন আকারে) পান করতে হয়।

গুহ্যদ্বার—গুহ্যদ্বার ছোট হয়ে আবদ্ধ মনে হয় (rectum seems tied up with stricture—Dr. Allen)। বহু বৎসরের স্থায়ী দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা। ডুস বা পিচকারী ব্যবহার করলে প্রসবব্যথার মতো যন্ত্রণা হয়। অ্যানিমা ব্যবহার করা অতি যন্ত্রণাদায়ক। গুহ্যদ্বারে ক্ষত। গুহ্যদ্বার ভ্রংশ হওয়া বিশেষত সিফিলিসের রোগীতে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এর রোগীর কটিবাত হয়। যন্ত্রণা তার রাত্রে বাড়ে কিন্তু সকাল হলেই কমে। কাঁধের সন্ধিতে (shoulder joint) বাত। হাড়ে ব্যথা বিশেষত লম্বা হাড়ের (long bones) মধ্যে। **সর্বদা হাত দুটি ধোবার ইচ্ছা।**

স্ত্রীলিঙ্গ—লেবিয়ায় (labia) ক্ষত। **প্রচুর পাতলা জলের মতো হাজাজনক প্রদরস্রাব।** ডিম্বাশয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিমারা ব্যথা। প্রদরস্রাব বস্ত্র ভেদ করে পড়ে এবং পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত যায়।

শ্বাসযন্ত্র—প্রাচীন শ্বাস ও হাঁপানিরোগ—গ্রীষ্মকালের হাঁপানি। সর্বদা গলা ঘড়ঘড় করে। এদিকে কাশি শুষ্ক ও কঠিন। কাশি রাত্রে বাড়ে। গলনালী ছোঁয়া যায় না এত ব্যথা। স্বরভঙ্গ। রাত্রে হৃৎপিণ্ডের অধোদেশ হতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বর্শাবেঁধা যাতনা প্রকাশ পায়।

চর্ম—এর রোগীর চর্মের উপর তামাটে উদ্ভেদ (reddish brown) প্রকাশ পায়। তাতে বিশ্রী গন্ধ থাকে। তাছাড়া রোগী খুব শুকিয়ে যায়।

বৃদ্ধি

১। রাত্রে বৃদ্ধি।

২। **সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বৃদ্ধি**

৩। সমুদ্রতীরে বৃদ্ধি

৪। গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি।

হ্রাস

১। দিবাভাগে হ্রাস

২। ধীরে ধীরে ভ্রমণে হ্রাস।

শক্তি

এর উচ্চতম শক্তি যথা ১ এম থেকে সি এম অতি কার্যকরী, তবে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ নিষেধ।

সিফিলিনামের রোগীর প্রত্যেক দৈহিক যন্ত্র ধরে লক্ষণগুলি জানালুম। কিন্তু এর কতকগুলি লক্ষণ অন্যান্য কতকগুলি ওষুধের সঙ্গে মিলে যায় এবং তজ্জন্য চিকিৎসকের গোল বাধে। বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করবার মানসে আমি এর পার্থক্য দেখাচ্ছি।

অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে ঐক্য ও পার্থক্য

১। **রাত্রে এবং সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বৃদ্ধি**—এর এই লক্ষণটি মার্ক ও ফাইটো এই দুটি ওষুধে আছে কিন্তু তাদের পার্থক্য দেখাই।

মার্কুরিয়াস—এর রোগীর উপশমহীন অতি ঘর্ম, জিহ্বা রসাল তবু অতি পিপাসা, নিঃশ্বাস ও দেহে অতি দুর্গন্ধ, অতি দুর্বলতা ও কম্পন, জিহ্বা বৃহৎ, থলথলে ও দন্ত দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। সুতরাং সিফিলিনামের সঙ্গে এর গোল হবে না, সহজেই পৃথক করা যাবে।

ফাইটোলাক্কা—দারুণ অবসন্নতা, দ্রুত, পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ আঘাতবৎ বর্শাবেঁধা যাতনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, জীবনে দারুণ বৈরাগ্য, বৃষ্টিকালে বৃদ্ধি, শয্যা থেকে ওঠবার সময় মাথাঘোরাহেতু জ্ঞানলোপ ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া স্ত্রীলোকদের স্তনের ও স্তনের বোঁটার যাবতীয় রোগে এটিই প্রথম স্থান অধিকার করে।

২। **যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে বাড়ে ও কমে**—এর বিশেষ লক্ষণটি কেবলমাত্র ষ্ট্যান-মেটে আছে নিচে পার্থক্য দেখাব।

ষ্ট্যানাম মেটের রোগীর বিষন্নতা ও উদ্বিগ্নচিত্ততা, **নিরুৎসাহিতা**, সঞ্চালনে বৃদ্ধি সত্ত্বেও রন্ধনের গন্ধে বমন, **প্রচুর সবুজেটে মিষ্টাস্বাদযুক্ত কফ, বুকের দুর্বলতা**, কথা কইতে কষ্ট, গরম পানীয় ও ডান পাশে শয়নে বৃদ্ধি ও অতি দুর্বলতা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া ষ্ট্যান-মেটের ক্রিয়া স্নায়ুমন্ডল ও শ্বাসযন্ত্রের উপর অতি বেশি। ষ্ট্যানাম প্রয়োগকালে দুর্বলতাটি লক্ষ্য করতে হবে।

এখানে এও জানানো বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বেলাডোনা ও ম্যাগ-ফস এই দুটি ওষুধের যন্ত্রণা হঠাৎ বাড়ে ও হঠাৎ কমে। এই সঙ্গে এও ভুললে চলবে না

যে, অ্যাসিড সালফ ও পালস এই দুটি ওষুধের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু হঠাৎ কমে। অর্থাৎ অ্যাসিড সালফ ও পালসের যন্ত্রণাটি বৃদ্ধি হয় সিফিলিনাম ও ষ্ট্যানামের মতো কিন্তু কমে যায় বেলাডোনা ও ম্যাগ-ফসের মতো।

৩। **সারা দেহের দারুণ শীর্ণতা**—সিফিলিনামের এই লক্ষণটি অ্যাব্রোটেনাম ও অন্যান্য কয়েকটি ওষুধে এবং আয়োডিনে আছে, তাদের পার্থক্য হলো ঃ

অ্যাব্রোটেনাম—এর শিশুর শুষ্কতা বিশেষ করে নিম্নাঙ্গেই দেখা যায় এবং রোগীর ক্ষুধা প্রচুর থাকে। এর শিশুর নাকে রক্ত পড়ে। অতি ক্রোধ, নৈরাশ্য, উদর যেন জলে সাঁতার দিচ্ছে এমন বোধ, নিষ্ঠুর কাজ করার প্রবৃত্তি, সর্বাঙ্গে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণগুলি প্রবল থাকে।

আয়োডিন—এর শুষ্কতা নিম্নাঙ্গে বেশি এবং এরও ক্ষুধা খুব কিন্তু এর রোগীর কালো চোখ ও কালো চুল, অতি ক্ষুধা ও আহার কালেই উপশম বা আহারের পরই উপশম, গণ্ডমালাদুষ্ট ধাতু, সামান্য পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন ও উত্তাপে বৃদ্ধি। সোরিনামের রোগী শীতার্ত। সে মাথায় কাপড় জড়ালে ভালো থাকে তা আগেই বলেছি কিন্তু আয়োডিনের রোগী মাথায় কাপড় জড়ালে আরও খারাপ হয়।

স্যানিকিউলা—এরও রিকেটস (rickets) বা ম্যারাসমাস রোগে (marasmus) শুষ্কতা নিম্নাঙ্গেই দেখা যায় বেশি কিন্তু তাছাড়া এর আছে মাথায় (occiput) প্রচুর ঘাম (নিদ্রাকালে), পুরু দড়ির মতো শ্লেষ্মা; আর্স ও চায়নার মতো মুহুর্মুহু অল্প পরিমাণে জলপানের তৃষ্ণা; আর্স ও ফসের ন্যায় পানমাত্রেই বমন; সালফ ও ল্যাকেসিসের মতো পায়ের তলা জ্বালা; সিলিসিয়া ও সোরির মতো দুর্গন্ধযুক্ত পদঘর্ম, হাত দুটি পেছন দিকে করলে যাতনা বৃদ্ধি; নেট-মিউরের ন্যায় জিহ্বায় দাদ (ringworm) ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে।

টিউবারকিউলিনাম—এর শুষ্কতা নিম্নাঙ্গেই বেশি কিন্তু এর আছে সর্বদা পরিবর্তনশীল লক্ষণ। হঠাৎ সর্দি হয়, বিষন্নতা ইত্যাদি বহু বিশেষ লক্ষণ আছে। সে সব টিউবারকিউলিনাম শীর্ষক প্রবন্ধে ভবিষ্যতে বলা হবে।

রিকেটস্ বা ম্যারাসমাস রোগের শুষ্কতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় (ক) কতকগুলি রোগীর **নিম্নাঙ্গের শুষ্কতা বেশি**। তাদের ওষুধ হবে সিফিলিনাম, অ্যাব্রোটেনাম, আয়োডিন, স্যানিকিউলা ও টিউবারকিউলিনাম ইত্যাদির মধ্যে। (খ) আবার কতকগুলি রোগীর **উর্ধ্বাঙ্গের শুষ্কতা বেশি**। তাদের ওষুধ হবে লাইকোপোডিয়াম, নেট্রাম মিউর বা সোরিনামের মধ্যে।

সোরিনাম—এর বিস্তৃত বর্ণনা সোরিনাম অধ্যায়ে শেষ করেছি।

লাইকোপোডিয়াম—এর আছে বেলা চারটা হতে আটটা পর্যন্ত বৃদ্ধি, ডান দিকে অগ্রে রোগাক্রমণ, প্রস্রাবে লোহিত রেণু, অনিচ্ছায় অশ্রুস্রাব, গরম খাদ্যে ও পানীয়ে উপশম ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ।

নেট্রাম মিউর—ঘাড়ের গলার দিকে বেশি শুষ্কতা। ডাঃ অ্যালেনের মতে, স্যানিকিউলা ওষুধেও ঐ প্রকার শুষ্কতা আছে। তাছাড়া, অতি সহজে সর্দি হওয়া, নীরক্ততা ও ম্যালেরিয়ার ধাতু, ক্রুদ্ধ মেজাজ, অতি ক্রন্দনশীল প্রকৃতি, বিষন্নতা (পালসের ন্যায়), সান্ত্বনায় বৃদ্ধি, মানচিত্রাকৃতিযুক্ত জিহ্বা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রুটিতে অনিচ্ছা এবং লবণে ইচ্ছা, বেলা দশটায় জ্বর, মুক্ত বাতাসে (এপিস ও পালসের ন্যায়) এবং শীতল জলে স্নানে উপশম হওয়া ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ এর আছে।

৪। (ক) নিদ্রান্তে দারুণ যন্ত্রণার ভীতি (খ) স্বঃযন্ত্রে সূর্য অসহ্যতা—সিফিলিনামের এই দুটি লক্ষণই ল্যাকেসিসের আছে কিন্তু সর্পবিষের বিশেষ লক্ষণগুলি এখনই জানাই ঃ

ল্যাকেসিস—চোখ কালোযুক্ত বিষন্ন ব্যক্তি, বাম অঙ্গের অগ্রে রোগাক্রমণ, স্পর্শ অসহ্যতা, নিদ্রান্তে ও উত্তাপে বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ এর আছে। ল্যাকেসিস সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আমি ওষুধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ বইয়ের প্রথম খণ্ডে ভালোভাবেই দিয়েছি।

৫। প্রচুর প্রদরস্রাব পা গড়িয়ে পড়া—সিফিলিনামের এই লক্ষণটি অ্যালুমিনাতে আছে কিন্তু ঐ রোগে তৎসঙ্গে আছে দিবাভাগে অতি বৃদ্ধি, শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি এবং এক ঋতু হতে অন্য ঋতুকাল পর্যন্ত ঐ প্রদরস্রাবের অবস্থিতি আছে। তাছাড়া, বিশেষ লক্ষণের মধ্যে সামান্য তরল মলও অতি কোঁথ ভিন্ন বের হয় না, আলু সহ্য হয় না, গরম পানীয়ে উপশম এবং কষ্টিকামের মতো ভিজে অবস্থায় উপশম হয়।

৬। চোখের পাতা দুটি মুদে আসে, দেখতে নিদ্রালু মনে হয়—অক্ষিপুটপতনরোগে সিফিলিনামের এই লক্ষণটি কষ্টিকাম, জেলসিমিয়াম ও গ্র্যাফাইটিস এই তিনটি ওষুধেও আছে এবং তজ্জন্য তাদের পার্থক্য দেখানো আবশ্যক।

কষ্টিকাম—দৃঢ় তন্তু, কালো চুলযুক্ত, ব্যক্তি দারুণ হরিদ্রাবর্ণ চেহারা, গাত্রত্বকাদি হরিদ্রা ও পাণ্ডুবর্ণাভ (yellow, sallow complexion); সর্বাঙ্গে ও সর্ব ইন্দ্রিয়ে ক্ষত, অপরিবর্তনীয় ও যন্ত্রণাপূর্ণ দেহ (rawness or soreness), অন্যের কষ্টে দুঃখানুভব, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই ভালোভাবে বাহ্যে নির্গমন (ঠিক পালস স্কুইলা ও

ভেরেট্রামের মতো), একাঙ্গিক পক্ষাঘাত এবং পরিষ্কার আবহাওয়ার দিনে রোগের বৃদ্ধি ও ভিজা স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় রোগের হ্রাস।

জেলসিমিয়াম—এর রোগীর আর্সেনিকের মতো মৃত্যুভয় ও ইগ্নেসিয়ার মতো ভয় ও উত্তেজনা হতে রোগাক্রমণ হয়। আর্জেন্টাম-নাইর মতো সাধারণের মধ্যে যেতে ভয়; সিলিসিয়ার মতো মাথার তালু হতে আগমনশীল মাথাঘোরা, কেলি বাইর মতো মাথাধরার পূর্বে অন্ধত্ব; মন্দ সংবাদে, তামাক খাওয়ায় এবং রোগের চিন্তাকালে রোগবৃদ্ধি।

গ্র্যাফাইটিস—এই ওষুধের আঠাল রসস্রাবী চর্মরোগপ্রবণতা একটি অতি বিশেষ প্রভেদ নির্ণায়ক লক্ষণ। তাছাড়া পালসের ন্যায় ভীতচিত্ত এবং কোন বিষয়েই স্থিরচিত্ত হতে অপারগ; জিঙ্কামের ন্যায় কাজে বসবার কালে পা দুটির সদা সঞ্চালন, নেট্রাম কার্ব ও স্যাবাডিলার ন্যায় সঙ্গীত অসহ্য এবং গীত শ্রবণকালে ক্রন্দন; হিপারের মতো সামান্য ক্ষতে পূঁজ হওয়া; অ্যান্টিম-ক্রুডের মতো নখ দুটির ভঙ্গুরত্ব; সালফ ও ক্যাল্কেরিয়ার মতো মাথার তালুর জ্বালা; গোলমালের মধ্যেই শ্রবণশক্তির বৃদ্ধি, সঙ্গমে অনিচ্ছা ইত্যাদি নির্দিষ্ট লক্ষণগুলি মনে রাখলে একে চিনতে কষ্ট হবে না।

এখানে একটি বিশেষ কথা সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি—**চোখের উপর পাতার পতনহেতু চোখ খুলতে পারে না।** এই লক্ষণটি চারটি ওষুধে আছে, যথা : কষ্টিকাম, কলোফাইলাম, জেলসিমিয়াম ও গ্র্যাফাইটিস। **কিন্তু চক্ষুপুটেরই পতন লক্ষণটি** কেবলমাত্র সিপিয়াতে আছে।

৭। মদ্যাদি পানের বংশানুক্রমিক ঝোঁক—সিফিলিনামের এই লক্ষণটি অ্যাসারাম, সোরি, টিউবার, সালফার ও অ্যাসিড সালফ নামক ওষুধগুলিতে আছে সুতরাং এদের পার্থক্যও দেখা আবশ্যক।

অ্যাসারাম—এর রোগীর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার জিনিস। স্নায়ুর অত্যনুভবনশীলতা, ক্ষৌমবস্ত্র বা রেশমবস্ত্রে আঁচড়কাটা বা ছেঁড়া এবং কাগজের খড়খড়ে আওয়াজে অসহ্য প্রভৃতি লক্ষণ অ্যাসারামের অতি নির্দেশক (ঠিক ফেরাম ও ট্যারেন্টিউলার মতো)। তাছাড়া কষ্টিকামের মতো পরিষ্কার সুন্দর আবহাওয়ায় এর রোগ বৃদ্ধি হয়।

সোরিনাম—এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আমি পূর্বে সোরিনাম নামক প্রবন্ধে দিয়েছি।

টিউবারকিউলিনাম—এর সঙ্গে সিফিলিনামের পার্থক্য আমি উপরে জানিয়েছি।

সালফার—পাতলা চেহারার কোলকুঁজো (stoop-shouldered) ব্যক্তি; কুঁজো হয়ে হাঁটে বা বসে; দাঁড়ানো তার পক্ষে বড় কষ্টকর; অতি নোংরা ও অপরিষ্কার; নির্দিষ্ট ওষুধে কাজ হয় না; রোগের পুনঃপুন প্রত্যাবর্তন, জ্বালা, ঠাণ্ডাপ্রিয়তা, উন্মুক্ত বাতাসের ইচ্ছা; স্নানে বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক নির্দিষ্ট লক্ষণ তার আছে।

অ্যাসিড সালফ—চট্‌পটে নয় এর রোগী জিজ্ঞাসা বিষয়ের উত্তর দিতে চায় না কিন্তু সে একগুঁয়ে (obstinate) নয়। আর্জেন্টাম নাইর মতো সে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে চায়। যাতনা ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু হঠাৎ কমে। হিপার, রিউম ও ম্যাগ-কার্বের মতো ছেলেকে যতই ধৌত কর তার গায়ে টক গন্ধ যায় না। মুখে ঘা, দাঁতের গোড়া হতে রক্ত পড়া, যাতনাযুক্ত ক্ষত ও বোরাক্সের মতো তৎসহ দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস। রোবিনিয়ার মতো টক ঢেকুর ওঠে এবং তাতে দাঁত টকে যায়।

৮। **বহু বৎসরের স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা; এনিমা ব্যবহার করলে প্রসবের ন্যায় ব্যথা পাওয়া**—সিফিলিনামের এই লক্ষণটি ল্যাক ক্যান ও টিউবারকিউলিতে আছে কিন্তু তাদের পার্থক্যবিধায়ক নিজস্ব লক্ষণগুলি দেখা যাক।

ল্যাক ক্যান—এটি কুকুরীর দুধ হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর উৎপত্তির ইতিহাস ও বিশেষ লক্ষণগুলি আমার ঔষধের উৎপত্তি ও তাহার বিশেষ লক্ষণ নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে খুব ভালো করে লিখেছি। এখানেও কিছু কিছু জানাই। ল্যাক ক্যানের যাতনা, কেলি বাই ও পালসেটিলার যাতনার ন্যায় অস্থিরগতি ব্যথা, কয়েক ঘন্টা বা দিন অন্তর স্থানপরিবর্তন করে (erratic pains constantly flying from one part to another, changing from side to side every few hours or days); সে অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল ও অন্যমনস্ক; জিনিসপত্র কিনে সেগুলি দোকানে ফেলে রেখে চলে যায় ঠিক যেমন অ্যাগ্নাস, অ্যানা-ওরি, কষ্টি ও নেট্রাম মিউরের রোগীরা করে। বোভিষ্টা, গ্র্যাফাইটিস, ল্যাকেসিস, নেট্রাম কার্ব ও সিপিয়ার মতো সে অত্যন্ত স্নায়বিক। অ্যাক্‌টিয়া, অরাম ও ল্যাকেসিসের রোগীর মতো কোন মুহূর্তে সে কেঁদে ফেলতে পারে। তার অনেক রকমের ভয় আছে—কেলি কার্বের মতো একা থাকতে ভয়, আর্সের মতো মরবার ভয়, লিলিয়ামের মতো পাগল হবার ভয়। বোরাক্সের মতো নিচের দিকে পড়ে যাবার ভয়। বাঁ দিকে শুলে দারুণ হৃৎস্পন্দন এবং ডানদিকে পাশ ফিরলে তার বৃদ্ধি, এই রকম আরও অনেক লক্ষণ আছে।

টিউবারকিউলিনাম—এর সঙ্গে সিফিলিনামের পার্থক্য বলেছি।

৯। চক্ষুর ভিতর শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এরূপ অনুভব—সিফিলিনামের ঐ লক্ষণটি অ্যাসিড ফ্লুওরিকেও আছে, তজ্জন্য তার বিশেষ লক্ষণগুলি জানানো আবশ্যক।

অ্যাসিড ফ্লুওরিক—সিপিয়ার মতো ভালোবাসার লোকদের উপর ঔদাসীন্য এর আছে। সর্বদাই মনে স্ফূর্তির ভাব। সে ক্ষুধার্ত থাকে, শীতল জল পান করতে চায়। গরম জল পান করলে উদরাময় হয়। **মুষ্ক (scrotum) ফুলে যায়।** গরমে, গরম পানীয়তে ও সকালে তার রোগবৃদ্ধি হয় এবং শীতলতায় ও ভ্রমণকালে কমে।

১০। গ্রীষ্মকালের পুরাতন হাঁপানি, বুকে ঘড়ঘড় শব্দ—সিফিলিনামের এই লক্ষণটি অ্যান্টিম-টার্টে আছে কিন্তু নিম্নোক্ত লক্ষণগুলির দ্বারা প্রভেদ করা শক্ত হবে না।

অ্যান্টিম-টার্ট—অবসন্নতা, বিবর্ণতা ও শীতল ঘর্ম এই কয়েকটি এর বিশেষ লক্ষণ। ট্যাবেকামের মতো এর বিবর্ণ ও শীতল মুখমন্ডল শীতল ঘর্মে আপ্লুত থাকে। অ্যালোর মতো এর আপেল খাবার অদম্য ইচ্ছা। তৃষ্ণাহীনতা ও খাদ্যে অনিচ্ছা। অবিরত বমন, কেবল ডান পাশে শুলে বমন হয় না। বমনের পর মূর্চ্ছা, অবসন্নতা ও তন্দ্রালুতা। নাক্স মস্কেটা ও ওপিয়ামের মতো এর সর্বদা নিদ্রালুতা অতি প্রিয় লক্ষণ। শীতল উন্মুক্ত বাতাসে সে আরাম পায়।

সিফিলিনামের সঙ্গে অন্যান্য অনেকগুলি ওষুধের ঐক্য ও পার্থক্য দেখানো হল। পর সিফিলিনাম সাধারণত কোন্ কোন্ রোগে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এর রোগক্ষেত্র এবং পরে এর রোগিতত্ত্ব বর্ণনা করে আমি এই প্রবন্ধের উপসংহারে আসতে চাই।

সিফিলিনামের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলির সঙ্গে অন্যান্য ঔষধাবলীর যে যে পার্থক্য আছে তা আমি পূর্বে সবিশেষ জানিয়েছি। তৎদ্বারা অন্যান্য সমলক্ষণযুক্ত ওষুধগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হবে। আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি এবং এবারও পুনরায় সেই কথা বলছি যে, এই পার্থক্য নিরূপণ করাই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চরম সার্থকতা। এই কাজটিতে সিদ্ধিলাভ হলেই বোঝা যাবে যে তার মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ সার্থক হয়েছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটির সঙ্গে অন্য অনেক ওষুধের মিল থাকে। এমন মিল যে একটি হতে অন্য ওষুধটির পৃথক করা অতি দুরূহ ব্যাপার। অনেকে যখন এমনি অগ্নিপরীক্ষায় পড়েন তখন তার পার্থক্য নিরুপণ করতে না পেরে একটির পর অন্য ওষুধ দিয়ে চলেন। কিন্তু তা অতি হাস্যজনক ব্যাপার। রাম ও শ্যামের চেহারা দেখতে এক হলেও এবং তারা সম প্রকৃতির হলেও রামকে যদি শ্যাম বলে ডাকা যায় সে কখনও সাড়া দেবে না।

তেমনি আর্সেনিক ও সিকেলি দেখতে প্রায় একরূপ। এত মিল দুজনার যে, কলেরায় কোলান্স অবস্থায় বা অন্যান্য রোগেরও শেষ অবস্থায় এদের পৃথক করে চেনা খুবই শক্ত। অথচ তখন এমন এক জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ যে ঐ দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে প্রকৃত নির্দেশক ওষুধটিকে প্রয়োগ করতে না পারলে রোগীর প্রাণের আর কোন আশা থাকে না। কিন্তু চেনা কতই না সহজ যদি প্রকৃতভাবে মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ করা থাকে। আর্সেনিক ও সিকেলির যতই অচ্ছেদ্য মিল থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে যে একটি মর্মান্তিক পার্থক্য আছে তাতে ত কোন সন্দেহ নেই।

আর্সেনিক তাপাভিলাষী এবং সিকেলি শৈত্যপ্রিয়। এই পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণটি তাদের অক্লেশে পৃথক করে দেয়। আর এই পার্থক্যের হিমগিরিটির পরিচয় পাওয়াই হলো সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ওষুধের সঙ্গে ওষুধের পার্থক্য বিচার করতে না পারলে আমাদের সমস্তই বিফল এবং ঐ অবস্থায় ডাক্তাররূপে রোগী চিকিৎসা করতে যাওয়ার মতো বাতুলতা আর নেই।

এবারে আমি সিফিলিনাম কোন্ কোন্ রোগে সাধারণত ব্যবহৃত হয় তাই বলব। এখানে একটু বক্তৃতার দরকার আছে। সবাই বলবেন যে, রোগ জানবার আমাদের দরকার কি? কার্যক্ষেত্রে আমিও তাই মনে করি। রোগ জানবার আমাদের দরকার নেই, রোগীকে ভালো করে জানলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কারণ রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসা কর (treat the patient and not the disease) এটিই আমাদের গায়ত্রী। তা হোক কিন্তু রোগ জানা থাকলে আমাদের সুবিধা বৈ অসুবিধা হবে না। আমাদের চিকিৎসা করে করে ক্লিনিক্যালি এমন কতকগুলি রোগে এমন কতকগুলি ওষুধ নিত্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে ঐ সব ক্ষেত্রে ভালো করে রোগনির্ণয় করতে পারলে অতি শীঘ্র ওষুধ নির্বাচন শেষ হয়। অবশ্য শুধু রোগটি জানলেই যে ওষুধ নির্বাচন হবে তা নয়, রোগটিকে জানলে আমাদের ওষুধগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র নির্বাচিত হয়ে তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ হবে। এক্ষণে ঐ নির্দিষ্ট ওষুধগুলির মধ্যে পার্থক্য বিচার করে প্রকৃত ওষুধটি নিরূপণ করে প্রয়োগ করতে পারলে অতি সত্বর রোগীকে আরোগ্যে করতে পারা যায়। ঐ পার্থক্য নিরূপণ করতে হলে রোগটির কয়েকটি লক্ষণ নিতে হবে এবং সেই লক্ষণগুলি কোন্ ওষুধে আছে তা বিচার করতে দেখতে হবে। উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক। মনে কর একটি স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করতে গেছ। রোগী পরীক্ষা করে দেখলে, তাঁর হয়েছে প্রদর (leucorrhoea)। যখনই জানলে যে তার প্রদর হয়েছে তখনই অন্তত পঞ্চাশটি ওষুধ তোমার মনের মধ্যে উদয় হবে। এখন তাদের পার্থক্য বিচার কর। নানারূপ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করে জানলে যে ঐ রোগিণীর **প্রচুর পাতলা জলের মতো হাজাজনক স্রাব** হতে থাকে।

তোমার মনে উক্ত পঞ্চাশটি ওষুধের মধ্যে দুটি রইল—

১। অ্যালুমিনা,

২। সিফিলিনাম।

এক্ষণে পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলে যে, রোগের দিবাভাগে বৃদ্ধি। সুতরাং তাকে অ্যালুমিনা দিতে হবে যেহেতু অ্যালুমিনা ও সিফিলিনামের মধ্যে পার্থক্য এই যেঃ অ্যালুমিনা দিনে স্রাব বৃদ্ধি এবং সিফিলিনাম রাত্রে বৃদ্ধি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি এ ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যে, একটি দুরূহ প্রকৃতির প্রদর রোগিণীর চিকিৎসার ভার পেয়ে আমার জীবনও দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। যেহেতু আমার বিদ্যায় যতদূর সম্ভব রেপার্টরি ও মেটিরিয়া মেডিকা মিলিয়ে প্রায় পূর্ণ ছয় মাস কাল তার চিকিৎসা করে অন্তত দশটি ওষুধ বিভিন্ন শক্তিতে প্রয়োগ করেও রোগের কিছুই উপশম করতে পারিনি। বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিই। পরে তিনি অন্য একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ দ্বারা চিকিৎসিত হতে থাকেন। ওভা টেষ্টা তাঁকে চালাচ্ছিলেন কিন্তু ফল হচ্ছিল না। তৎপরে তিনি তাঁর স্বামীসহ কার্য উপলক্ষে বহু দূরে চলে যান। সেখানে তাঁর ঐ অসুখ খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় আমার কাছে তার সমুদয় লক্ষণপূর্ণ একটি বর্ণনা পাঠিয়ে ওষুধ জানতে চান। পত্রের দ্বারা আমি সুদূরস্থিত পুরাতন রোগীদের চিকিৎসা করি তা তিনি জানতেন। যা হোক, রোগিতত্ত্বটি বিশেষ আলোচনা করে দেখলুম রোগিণীর একটি লক্ষণ আছে অতি সুন্দর ঃ শীতল জলে হাত ধুলে স্রাব ভালো থাকে। ঐ লক্ষণটি অ্যালুমিনাতে আছে এবং অপর ওষুধে নেই।

সুতরাং এবারে তাঁকে প্রেসক্রিপসন পাঠাই অ্যালুমিনা ১০০০ এক দাগ মাত্র। পনেরোদিন পরে সংবাদ আসে—প্রায় অর্ধেক উপশম বটে, তবে, আর ফল দেখা যাচ্ছে না। আমার দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন হল অ্যালুমিনা দশ হাজার। অ্যালুমিনা দুই দাগেই তিনি আরোগ্য হন। রোগটিকে চিনে ওষুধের সঙ্গে ওষুধের পার্থক্যবিধান করে প্রকৃত ওষুধটি প্রয়োগ করাই যে প্রকৃত আরোগ্যকর চিকিৎসা এবং ফলও যে তার নিশ্চিত এটি বুঝবার জন্যেই আমি এত কথা লিখলুম। যা হোক, এবারে কোন্ কোন্ রোগে সাধারণত সিফিলিনাম ব্যবহৃত হয় তাই বলি।

রোগক্ষেত্র

স্মৃতিশক্তিহীনতা—রোগীর স্মৃতি কমে যায়। বইয়ের নাম, লোকের নাম বা স্থানের নাম রোগীর মনে থাকে না। অঙ্ক কষা বিশেষত পাটিগণিতের (arithmetical) অঙ্ক কষা বড়ই কষ্টকর। নিদ্রাভঙ্গের পর মানসিক অবসন্নতা এত বেশি হয় যে, তার মরণই মঙ্গল মনে হয়। রোগের পূর্বের কথাগুলি তার মনে

থাকে। **সে ভাবে যে হয় তার পক্ষাঘাত হবে, নয় সে পাগল হয়ে যাবে।** নৈরাশ্য ও আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশায় তার মনটা পূর্ণ থাকে।

মাথাব্যথা—স্নায়ুশূল ধরণের মাথাব্যথা, রাত্রে নিদ্রাহীনতা ও প্রলাপ হয়। বিকালে চারটে থেকে আরম্ভ হয়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং প্রভাতের আলো দেখা দিয়ে উপশম হয়। মাথার চুলগুলি পড়ে যায়, মাথার হাড়ে যন্ত্রণা। মনে হয় মাথার খুলিটি উঠে যাচ্ছে।

কর্নিয়ার ক্ষত—কর্নিয়ার ক্ষত খুব পুরাতন আকার ধারণ করে। দারুণ আলোকাতঙ্ক। প্রচুর অশ্রুপাত হয়। চোখের পাতা দুটি ফুলে ওঠে। রাত্রে দারুণ যন্ত্রণা বৃদ্ধি। চোখের ওপরে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে মনে হয়। ডিপ্লোপিয়ারোগ অর্থাৎ একটি জিনিসের নিচে পুনরায় তার মূর্তিটি দেখা যায়।

চক্ষুপ্রদাহ—চোখ ওঠা—খুব তরুণ রকমের। চোখের পাতা দুটি ফোলে এবং নিদ্রার সময় জুড়ে যায়। রাত্রে অত্যন্ত কষ্ট হয়—রাত্রি দুটো হতে পাঁচটা পর্যন্ত বৃদ্ধি। প্রচুর পুঁজস্রাব—শীতল জলে ধুলে উপশম।

নাসিকায় পুতিগন্ধ—নাসারন্দ্রে পচা ঘা। নাকের হাড়ের পচনশীল ক্ষত।

চক্ষুপুট পতন—চোখের পাতা দুটি এমন পড়ে যায় যে রোগীকে দেখলেই মনে হয় সে ঘুমোচ্ছে (ঠিক কষ্টিকাম ও গ্র্যাফাইটিসের রোগীর মতো)।

দন্তরোগ—মাঢ়ীর দিকে দাঁতগুলি ক্ষয়ে যায় (teeth decay at gum)। ধারগুলি ছোট হয়ে যায় (serrated and dwarfed)। দাঁতের গোড়াগুলি ভেঙ্গে যায়।

জিহ্বায় ক্ষত—জিহ্বাটি ময়লা আচ্ছাদিত—দাঁতের দাগ লাগে, বড় লম্বালম্বি ফাটা বর্তমান থাকে। ক্ষতগুলি খুব জ্বালা করে। **মুখে প্রচুর লালা গড়াতে থাকে—নিদ্রার সময় খুব বেশি গড়ায়।**

কোষ্ঠবদ্ধতা—দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা। বহুদিনের পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ রোগ। সরলান্ত্র বা গুহ্যদ্বারে ক্ষত থাকে। ডুস বা পিচকারি দিলে অব্যক্ত যন্ত্রণায় রোগীর প্রাণ যায় যায় হয়।

গুহ্যদ্বারের ক্ষত—গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্রে থুজার রোগীর মতো ঘা, ক্ষত ও ফাটা ফাটা ভাব হয়। সরলান্ত্রের বহির্গমন হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগীর যদি উপদংশ হবার ইতিহাস পাওয়া যায় তাহলে সিফিলিনাম বিশেষ কার্যকরী।

বাত—কাঁধের বাত (এখানে আবার বলে দিই, স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় ডান কাঁধ ও ফেরাম ওষুধে বাঁ কাঁধ আক্রান্ত হয়), সর্বদা হাত ধোয়া।

কটিবাত—কটিবাত ও গৃধ্রসীরোগে (sciatica) সিফিলিনাম বড়ই ফলপ্রদ।

প্রদর—প্রদররোগে সিফিলিনাম আজকাল ঠিক পেটেন্ট ওষুধের মতোই ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য তা ঐ রোগে খুব কার্যকরী হলেও ঐ ভাবে চক্ষু বুজে কোন লক্ষণ না দেখে এটি ব্যবহার করা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ। এর প্রদরে রোগিণীর স্রাব **প্রচুর পাতলা জলের মতো হাজাজনক** এটি মনে রাখলেই হবে। পা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে এত বেশি স্রাব হয়। ডিম্বাশয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকাটা ব্যথা থাকে। লেবিয়ার ক্ষত রোগের এটি একটি ফলদায়ক ওষুধ।

হাঁপানি—গ্রীষ্মকালের পুরাতন হাঁপানিরোগ। বুকে শোঁ শোঁ, ঘড়ঘড় শব্দ হয়। স্বরলোপ, কাশি শক্ত ও শুষ্ক হতে থাকে। রাত্রে বাড়ে। ল্যাকেসিসের রোগীর মতো শ্বাসনালী ছুঁতে দেয় না।

উদ্ভেদ—সর্বাঙ্গে দারুণ উদ্ভেদ, তাম্রবর্ণের দাগ, শীতলতায় সেগুলি নীলবর্ণ হয়ে যায়। উদ্ভেদগুলির বর্ণ লালচেবাদামী, তাতে দুর্গন্ধ থাকে।

শীর্ণতা—ছেলেদের শীর্ণতা ও রিকেটসরোগে সিফিলিনাম খুব কাজ দেয়। বিশেষত ঐ সব ক্ষেত্রে যদি পিতামাতার উপদংশ হবার কথা থাকে তাহলে এই সিফিলিনামের উচ্চতম শক্তি ছাড়া (১ম হতে সি এম) তার সেই ধাতুদোষযুক্ত শীর্ণতারোগ ভালো করবার কোনও উপায় নেই।

রোগিতত্ত্ব

রিকেটসরোগী—রোগী মাধব পালের দু বছরের ছেলে। কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন বয়স তার পাঁচ মাস হাত নলি-নলি, পা সরু, পেট গজন্দার, গাল পুরু—এই ছড়াটি বলতে যা বোঝায় সেই শিশুটি হুবহু তাই। দুই বছরের ছেলে এখনও হামাগুড়ি দিতে পারে না এবং **দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে** বলে আমাকে দেখাতে আনে। প্রথম পরীক্ষা করে দেখলুম তার মাথার হাড় এ পর্যন্ত বেশ পুষ্ট হয়নি। দাঁত ওঠেনি, পেট গামলার মতো। দাঁড়াতে গেলে কাঁপে, চলতে ফিরতে দেরি হচ্ছে, প্রস্রাবে শ্বেত তলানি ইত্যাদি লক্ষণ দেখে প্রথমে তাকে ক্যাল্কে-কার্ব নানা শক্তিতে দিয়ে চিকিৎসা করি। ফলত তখন সাদাসিধে ভাবে তাকে চিকিৎসা করেছিলাম, বিশেষ কিছু সন্দেহ করিনি।

এক মাসের পরেও শিশুটির বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় এবং শীর্ণতা তার আরও বেশি দেখে এবারে খুব চিন্তিত হয়ে তাঁর সবিশেষ ইতিহাস নিতে বসলুম। একটু পরেই শুনলুম পিতার যৌবনদীপ্ত লাম্পট্যের ইতিহাস এবং আনুষঙ্গিক উপদংশ ব্যাধির কাহিনী। মুখ আনিয়ে অর্থাৎ পারদঘটিত ওষুধ খেয়ে তিনি ভালো হন এবং

তার দু বছর পরেই এই শিশুর জন্ম। সিফিলিনাম দেব মতলব হলো। আরও নিশ্চিত হবার জন্য তাঁকে দু একটা প্রশ্ন জানলুম যে,

১। শিশুর মুখে এত লালাস্রাব হয় যে, সে যে পাশে শোয় সে পাশের বালিশটাও ভিজে যায়।

২। নাকে তার খুব দুর্গন্ধ।

৩। সর্বাঙ্গে তাম্রবর্ণের উদ্ভেদ।

৪। মুখেতে ঘাও ক্ষত।

সুতরাং নিঃসন্দেহে দিলুম সিফিলাম ২০০ প্রতি সপ্তাহে একটি গ্লোবিউল। তিন দাগ খাওয়াবার পর বন্ধ করি, কারণ ফল দেখা দিয়েছিল। পরে সিফিলিনাম ১এম এক দাগ দিয়ে এক মাস বন্ধ রাখি; তৎপরে ১০এম এক দাগ দেওয়ায় ছয় মাসের মধ্যে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। প্রতি দাগে একটি গ্লোবিউল দিয়েছিলাম।

মেডোরিনাম

পূর্বের সব প্রবন্ধে আমি সোরিনাম ও সিফিলিনামের বিষয় বর্ণনা করেছি। এবারে মেডোরিনামের বিষয় বলতে আরম্ভ করলুম। হ্যানিম্যান আমাদের বলে গেছেন যে, মানুষের দেহ আছে বলেই তাকে নানা রোগে ভুগতে হয়। অগ্নির সঙ্গে বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে রোগেরও তেমনি সম্বন্ধ—তারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু কারুর রোগ হওয়াটাও যেমন স্বাভাবিক, রোগ হতে আরাম পাওয়াটাও তেমনি স্বাভাবিক। যদিও অনেকক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। রোগ হলে অনেকক্ষেত্রে তা ভালো হয় না—নানা ওষুধপত্তর দেওয়া হয় কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। যদিও বা কাজ হয় কিন্তু শীঘ্রই কাজটুকু শেষ হয়। এভাবে যদিও রোগটি তরুণরূপে প্রথমে প্রকাশ পায় কিন্তু ট্যাক্সির মিটার ওঠার মতো ক্রমে ক্রমে ডিগ্রির পর ডিগ্রি তার প্রাবল্য প্রকাশ পেতে থাকে এবং ক্রমে তা জটিল ও পুরাতন ব্যাধিরূপে পরিগণিত হয়। কেন তা হয়, কেন এই অস্বাভাবিকতা? এই কেনর উত্তর দিতে গিয়ে সেই সাধক শ্রেষ্ঠ হ্যানিম্যান নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মতো এই অপরূপ বিজ্ঞান আবিষ্কার করলেন। এই বিজ্ঞানের নাম হোমিওপ্যাথি এবং অর্গ্যানন এই শাস্ত্রের গীতা। এই অর্গ্যাননের মধ্যে তিনি গীতার শ্রীভগবানের মতো নিজেকে প্রকাশ করেছেন। সংক্ষেপে তাতে তিনি বলেছেন যে, যাবতীয় রোগ তরুণ অবস্থার পরই আরোগ্য না হয়ে পুরাতন আকার প্রাপ্ত হয়। সেজন্য দায়ী মানবদেহের মধ্যে অবস্থিত তিনটি দোষ : (১) সোরা (২) সিফিলিস (৩) সাইকোসিস। যেখানে এই

দোষ থাকে না সেখানে রোগও পুরাতন হতে পারে না। এই ধাতুদোষ চিকিৎসার যে বিধিব্যবস্থা তিনি অর্গ্যাননে দিয়ে গেছেন তা শুধু অত্যাশ্চর্য নয়, অলৌকিকও। হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পূর্বে কোনও প্যাথিরই সাধ্য ছিল না মানবের ধাতুদোষ নষ্ট করা এবং তন্নিবন্ধন তার জটিল ও প্রাচীন পীড়ার সুচিকিৎসা করা।

যাই হোক, সমুদ্রমন্থনে যেমন সুধা উঠেছিল তেমনি এই তিনটি মহাবিষ আবিষ্কারের পর তাদের মধ্য হতেই পাওয়া গেল তিনটি মহাসুধা। তাদের প্রথমটি পাওয়া গেলো সোরাবিষ উদ্ভুত খোসপাঁচড়ার পূঁজ হতে, তার নাম সোরিনাম। দ্বিতীয়টির আবিষ্কার হলো সিফিলিসদুষ্ট ব্যক্তির বিষ হতে, তার নাম সিফিলিনাম এবং তৃতীয়টির উৎপত্তি হলো গণোরিয়ার পূঁজ হতে (the gonorrhoeal virus), তার নাম মেডোরিনাম। প্রথম দুটির বর্ণনা আমি আগে শেষ করেছি, এখন মেডোরিনামের বর্ণনা আরম্ভ করলুম। ফলত হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যরাজ্যে নোসোড্স্ অর্থাৎ রোগজ ঔষধাবলীর স্থান অতি উচ্চে—তাদের ব্যবহারক্ষেত্রও যেমন বিস্তৃত, ক্ষমতাও তেমনি ভীষণ। আবার রোগজ ঔষধাবলীর মধ্যে ধাতুদোষ হতে উৎপন্ন এই তিনটি ওষুধের স্থান সবার উপরে। তাই সোরিনাম ও সিফিলিনামের বর্ণনাও আমি যেমন অতি বিস্তৃতভাবে করেছি মেডোরিনামের বর্ণনাও তেমনি বেশি করে করাতে চাই। অনেক হোমিওপ্যাথ এই সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধগুলির সন্ধান রাখেন না বা বিষজাত ওষুধ বলে এগুলিকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করেন। কিন্তু এই ওষুধগুলিকে ঠিকমতো চিনে যদি কখনও প্রয়োগ করার সুবিধা পান ও প্রয়োগ করেন, তাতে ফল দেখে যে অবাক হয়ে যাবেন তা আমি শপথ করে বলছি।

বিশেষ লক্ষণ

১। দারুণ স্নায়বিকতা ও অত্যন্ত অবসন্নতা।

২। সর্বাঙ্গে কম্পন অনুভূতি।

৩। কোলাপ্স অবস্থা তবু পাখার বাতাস চাওয়া।

৪। স্মরণশক্তির হ্রাস—নিজের নামটিও বিস্মরণ।

৫। শুদ্ধভাবে বানান করতে না পারা।

৬। না কেঁদে রোগীর (স্ত্রী) কথা বলতে না পারা।

৭। সর্বদা অতি ব্যস্ত থাকা।

৮। রোগের বিষয় চিন্তা করায় রোগ বৃদ্ধি।

৯। দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণা।

১০। পেছন দিকে হেলে বসলে তবে বাহ্যে করতে পারা।

১১। পা ও হাতের সর্বদা অস্থির অবস্থা ও নাড়া।
১২। সমুদ্রতীরে থাকায় উপশম।
১৩। পুরাতন বাতের ধাতু।
১৪। গনোরিয়া লুপ্ত করা হেতু রোগ।
১৫। অসহ্য যন্ত্রণা।
১৬। বর্ধনহীন রুগ্ন শিশু।
১৭। আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ।
১৮। ঋতুকালে মুখমন্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া।
১৯। পদতল ক্ষতভাবযুক্ত।
২০। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি।

মেডোরিনামের বিশেষ লক্ষণ বলতে গেলে উল্লিখিত কুড়িটি প্রধান লক্ষণ বলা চলে। ঐ লক্ষণগুলি থাকলে নির্বিচারে মেডোরিনাম ব্যবহার করা চলে। কিন্তু এর মধ্যে অধিকতর প্রদর্শক লক্ষণ বললে যে কয়েকটিকে বুঝায় সেই কয়েকটি বিশেষভাবে মনের মধ্যে মুদ্রিত করে দেবার জন্য আমি পুনরায় সেই কয়টি বলে দিচ্ছি। পুনরুক্তি হলেও অত্যাবশ্যকতা বোধে নিম্নে আমি তা আবার জানাচ্ছি ঃ

১। দারুণ স্নায়বিকতা, অবসন্নতা, কম্পন ও অনুভূতি।
২। স্মৃতিশক্তির চরম দৌর্বল্য ও হ্রাস।
৩। সর্বদা অতি ব্যস্ত।
৪। অতি পিপাসা।
৫। দিবাভাগে বৃদ্ধি।

এই পাঁচটি মেডোরিনামের অতি প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ। গনোরিয়া-দোষ ভিতরে থাক বা না থাক এবং গনোরিয়া লুপ্ত করা না হলেও মেডোরিনাম ব্যবহারের কোনও বাধা নেই। লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাজ, সুতরাং কল্পনার স্থান এতে নেই।

বিস্তৃত বিবরণ

মন—স্মৃতিশক্তির ভীষণ দুর্বলতা। কথা কইতে কইতে কথার খেই হারিয়ে ফেলে—কি বিষয়ে কথা বলছিল তা মনে পড়ে না। শুদ্ধভাবে বানান করতে পারে না—চিরপরিচিত নামটিও কেমন করে বানান করা হবে তা ভাবে। লোকের নাম মনে থাকে না—বিশেষ পরিচিত, বন্ধুবান্ধবের নামও ভুলে যায়। নিজের নামই অনেক সময় ভুলে যায়। না কেঁদে কথা কইতে পারে না। আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য জন্মে। কখনও ভাবে সে পাগল হয়ে যাবে। সর্বদা অতি ব্যস্ত থাকে। **মনে করে সময় খুবই**

ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। বিষন্নতাসহ আত্মহত্যার চিন্তা। খুবই স্নায়বিক ও অস্থির। সামান্যতেই রেগে ওঠে। **অন্ধকারে খুব ভয়।** এখন বিমর্ষ, পরক্ষণেই আনন্দ। মনে করে তার পিছনে লোক আছে, চুপি চুপি কথা বলছে। অতি সামান্য শব্দেও চমকে ওঠে, খুব তাড়াতাড়ি সে সব কাজ করতে চায়। এত তাড়াতাড়ি করে সে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। **মানসিক লক্ষণ রাত্রে ভীষণ বৃদ্ধি।** লক্ষণগুলি বর্ণনা করবার সময় খুব কষ্ট হয় ও অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বারে বারে তাকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। **দিনে ক্রোধ, রাত্রে হাসি।**

মস্তিষ্ক—মস্তিষ্কদেশে জ্বালাযুক্ত যন্ত্রণা, মাথার তালুর দিকে তা বৃদ্ধি। মাথাটি খুব ভারযুক্ত, পেছন দিকে টান টান মনে হয়। হেঁট হবার সময় শিরোঘুর্ণন, শুলে তা কমে কিন্তু সঞ্চালনে বাড়ে—পড়ে যাবার মতো মনে হয়। মাথার বিচরণশীল স্নায়ূশূল। শীতল ও ভিজে আবহাওয়ায় তা বাড়ে। আলোকে, কাশলে তা বাড়ে। কপালের আড়াআড়ি স্থানে মনে হয় ফিতা বাঁধা আছে। মাথার কেশযুক্ত ত্বকে দদ্রুর ন্যায় উদ্ভেদ হয়, প্রচুর মরামাস জন্মে। চুল শুষ্ক ও ভঙ্গুর থাকে।

চক্ষু—চক্ষুতারকা ব্যথাযুক্ত। যে জিনিসটি দেখা যায় তাই ক্ষুদ্র বা দ্বিগুণ দেখায়। মিথ্যা কল্পিত বস্তুগুলি দেখে। অস্পষ্ট দৃষ্টি। চোখ দুটি আকৃষ্ট মনে হয়। পেশিগুলি টান টান ভাবযুক্ত,চোখ দুটি ঘুরাতে গেলে কষ্ট হয়। মনে হয় চোখে বালি আছে বা কাঠি পড়েছে। কনীনিকার ক্ষত। চক্ষের সাদা অংশের প্রদাহ। চক্ষের পাতাগুলি ফোলে। সকালে চক্ষের পাতাগুলি জুড়ে যায়। চক্ষের পাতার শেষ প্রান্তভাগ লালবর্ণের ও হাজাজনক ক্ষতযুক্ত এবং প্রদাহযুক্ত থাকে। চক্ষের পাতা খসে যায়।

কর্ণ—শ্রবণশক্তির আংশিক বধিরতা (ডাঃ বোরিক)। শ্রবণশক্তির একেবারে বধিরতা (ডাঃ কেন্ট)। কানে নানারকম স্বর শুনতে পায়। কখনও মনে করে যেন লোকে কথা বলছে। শ্রবণশক্তি প্রথম প্রথম খুব তীক্ষ্ণ থাকে কিন্তু পরে কমে যায়। কানে পোকা হাঁটার মতো অনুভূতি। কানে চুলকানি। কানে ছুঁচফোটার মতো যন্ত্রণা। ডান কানে ব্যথা।

নাসিকা—নাসিকায় দারুণ চুলকানি। নাকের ডগাটি শীতল। নাকের ভিতর চুলকানি ও পোকা হাঁটার মতো বোধ। ঘ্রাণলোপবিশিষ্ট নাসিকার প্রতিশ্যায় (catarrhs)। নাকের পেছন বুজে যায়। শ্লেষ্মা হলদে বা সাদা রংয়ের। নাক হতে রক্তস্রাব। নাসিকার সর্দি পুরাতন ও জটিল অবস্থায় যায়।

মুখগহ্বর—চিবানোর সময় দাঁতগুলি সদাই অনুভূতিবিশিষ্ট হয়। মুখ ক্ষতপূর্ণ। মুখের মধ্যে ও গলায় দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা। মুখ খুব শুষ্ক থাকে। গলার (pharyngeal) প্রতিশ্যায়। নাকের পশ্চাৎ রন্ধ্র হতে সর্বদা ঘন সাদা শ্লেষ্মা টানতে

থাকে। জিহ্বা পুরু ও অপরিষ্কার। মূলদেশ সাদা লেপাবৃত। জিহ্বায় ক্ষত। জিহ্বা পুরু ও পীতাভ (brown)। ঠোঁটের ভিতর দিকে ক্ষত। গালের ভিতর দিকে ক্ষত। গলা ক্ষতযুক্ত ও স্ফীত—গিলতে পারে না।

মুখমন্ডল—মুখমন্ডল রুগ্ন ও মোমবর্ণ। চর্ম চক্‌চক্ করে। জড়ুলের ন্যায় (blotches of reddish colour) দাগে পূর্ণ থাকে। মুখ মন্ডলের উপর কটিবন্ধাকার দাদ। চোয়ালের নিচের গ্রন্থিগুলির স্ফীতি। মুখের চারদিকে জ্বরঠুঁটো। ঋতুকালে মুখমন্ডলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া ওঠে।

পাকস্থলী—তাম্র আস্বাদ ও সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের (sulphurated hydrogen) গন্ধযুক্ত উদগার। **রাক্ষুসে ক্ষুধা**—কিছু খাবার পরই তক্ষুণি আবার ক্ষুধা। **দারুণ পিপাসা**—এমন কি সে (স্ত্রী) যেন জল পান করছে এমন স্বপ্ন দেখে। পূর্বে যে উত্তেজক পানীয় সে ঘৃণা করত, এখন তাই খেতে খুব ইচ্ছা করে। লবণ, মিষ্টি, বরফ, কমলালেবু, কাঁচা ফল, তামাক ও তিক্তাস্বাদ মদ্য খেতে চায়। পান ও আহারের পর বিবমিষা আছে। শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমি করে। বমি হওয়া পদার্থ তিক্ত। অনেক সময় বমনেচ্ছা ছাড়াও বমি হতে থাকে। উত্তপ্ত পানীয় চায় (ডাঃ বোরিক)। গর্ভাবস্থায় দুর্দম্য বমন। পাকস্থলীতে চিবোতে থাকার মতো যাতনা, পানাহারে কমে না। মনে হয় পাকস্থলী যেন কেউ নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, হাঁটু গুটালে তা বাড়ে। পাকস্থলী ঢুকে যায় ও তথায় দারুণ উৎকণ্ঠার অনুভূতি থাকে।

উদর—যকৃতে ও প্লীহায় দারুণ যাতনা। উপুড় হয়ে শুলে কিছু আরামে থাকতে পারে। পেটে জল জমে। উদরে কম্পন অনুভূতি। কুঁচকির গ্রন্থিগুলির স্ফীতি ও যাতনা। রেতঃরজ্জুতে যন্ত্রণা।

মল—পেছন দিকে খুব বেশি হেলে তবে বাহ্যে করতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা। সরলান্ত্র অকর্মণ্য। মল গোলাকার ডেলার মতো এবং কঠিন পিণ্ডের মতো। মলদ্বারে ঘামের মতো রসক্ষরণ হতে থাকে, মাছধোয়া জলের মতো আঁশটে গন্ধ বের হয়। সরলান্ত্রে তীক্ষ্ণ ছুঁটফোটা ব্যথা।

মূত্র—প্রস্রাবকালে যন্ত্রণাদায়ক কোঁথ। ঘোরবর্ণের তীব্র গন্ধবিশিষ্ট স্বল্প মূত্র, সাধারণত বাতজনিত খঞ্জতা ও আড়ষ্টতা হতে কষ্টভোগকারী রোগীদের ঐ প্রকার মূত্র। মূত্রস্থলীর মুখশায়ী গ্রন্থির বা মূত্রপিণ্ডের প্রদাহ জন্মে। মূত্রে প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। মূত্রপিণ্ডে পাথরি হয় ও তজ্জন্য শূলবেদনা। প্রচুর বিবর্ণ মূত্র। রাত্রে খুব বেশি ঘনঘন মূত্রত্যাগ করতে হয়। শয্যামূত্র। প্রতি রাত্রে শয্যায় প্রচুর উগ্র গন্ধযুক্ত প্রস্রাব করে। বহুমূত্র। মূত্রপিন্ডের অকর্মণ্যতাহেতু মূত্র ক্ষীণধারে বহির্গত হয়। প্রচুর প্রস্রাব হলে বৃক্কদেশের দারুণ পৃষ্ঠব্যথা দূর হয় [severe pain (back-ache) in renal region > by profuse urination.—Dr. Allen]। বৃক্কের শূলবেদনারোগে (renal colic) রোগী বরফ খেতে চায়।

পুংলিঙ্গ—ধ্বজভঙ্গ। রাত্রে শুক্রক্ষরণ। যাঁদের প্রমেহ হওয়ার ইতিহাস থাকে সেসব রোগীদের বাতের লক্ষণ ও স্বাস্থ্যহানি হতে থাকার সঙ্গে বহুদিনের স্থায়ী মেহস্রাব। **প্রমেহজনিত বাত।** অন্ডের কাঠিন্য। শুক্রবাহী নালীর প্রদাহ ও যাতনা। গ্লীট (gleet); সমস্ত মূত্রনালী (urethra) ক্ষতযুক্ত। প্রস্টেটগ্রন্থির যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি তৎসহ মুহুর্মুহু প্রস্রাবেচ্ছাসহ দারুণ যন্ত্রণাদায়ক মূত্রত্যাগ।

স্ত্রীলিঙ্গ—ঋতু দারুণ **দুর্গন্ধযুক্ত** ও প্রচুর পরিমাণে, অতি কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ। ঋতুর রক্তের দাগ সহজে ধোয়া যায় না। ঋতুকালে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব ত্যাগ করে। ঐ সময় মুখমন্ডলে **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া** প্রকাশ পায়। ডিম্বকোষ প্রদেশে যন্ত্রণা। বন্ধ্যাত্ব। ঋতুস্রাব যাতনাপূর্ণ। ডিম্বকোষ বর্ধিত। যোনির ভীষণ চুলকানি। ঋতুকালে জরায়ুতে এবং পাছাতে জ্বালা। প্রদরস্রাব—পাতলা হাজাজনক, ক্ষতকারক ও আঁশটে গন্ধযুক্ত। যোনিদেশে প্রমেহ ধাতুপযোগী আঁচিল। ডিম্বকোষের যাতনা—বাঁদিকে বেশি। এক ডিম্বাশয় হতে অপর ডিম্বাশয়ে ঐ যাতনা যায়। স্তন দুটি **বরফশীতল**, ক্ষতভাবযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। লেবিয়া ও যোনিপ্রদেশে দারুণ চুলকানি—এ বিষয়ে চিন্তা করলে তা বাড়ে। স্তন দুটি, বিশেষত স্তনের বোঁটা দুটি বরফের মতো ঠাণ্ডা, বাকী শরীর গরম এবং ঋতুকালেই তা জানা যায়।

শ্বাসযন্ত্র—শ্বাসকষ্ট। **প্রস্রাবত্যাগ যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু শ্বাস নেওয়া সহজ।** স্বরযন্ত্রে (larynx) ক্ষতভাব, যেন ঘা হয়েছে। **রাত্রিকালীন অবিরত শুষ্ক কাশি।** উপুড় হয়ে শুলে কাশি কমে। কণ্ঠনালীর শুষ্কতা, ঘুমিয়ে গেলে আক্ষেপ ও কাশি হয়। প্রচুর দুর্গন্ধ গয়েরবিশিষ্ট অত্যন্ত দুরারোগ্য প্রতিশ্যায়। গয়ের হলদে, সাদা, কখনও সবজে, তিক্ত ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। গয়ের তোলা কষ্টদায়ক। কাশি উপুড় হলে কমে কিন্তু গরম ঘরে ও রাত্রে বাড়ে। প্রমেহদোষযুক্ত পিতামাতা হতে উদ্ভুত শিশুদের হাঁপানি। ঐ রোগীদের মুখমন্ডল দেখতে রুগ্ন ও পাণ্ডুবর্ণ। তাঁরা অবনত মাথায় হাঁটে যেন ক্ষয়রোগ হবার উপক্রম। শুষ্ক কাশি হয়, এদিকে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ। বুকে খুব জ্বালা ও খুব উত্তাপ থাকে। কাশবার সময় বুকে যাতনা, যেন ছুঁচ ফুটছে। হৃৎস্পন্দন। হৃৎপিণ্ডে পত্‌পত্‌ শব্দ হয়। হৃৎপিন্ডের জ্বালা বাম বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত হতে থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—পৃষ্ঠে ব্যথা তৎসহ জ্বালাজনক উত্তাপ। পা দুটি খুব ভারী মনে করেন এবং সারারাত পা ব্যথা করে। **সর্বদা পা দুটি নাড়তে হয়,** না নেড়ে থাকতে পারে না। হাত ও পায়ের জ্বালা। পায়ের তলায় **ক্ষতভাব।** সর্বদা অস্থির—হাত দুটি আঁকড়ে ধরে থাকলে ভালো থাকে। বাতজনিত খঞ্জতা ও আড়ষ্টতা।

পায়ের তলায় কোমলতা। (tenderness)। সে পায়ের পাতার উপর জোর দিয়ে হাঁটতে পারে। **খঞ্জতাপ্রাপ্ত পৃষ্ঠ**। কটিবাত। ঘাড়ে ও পিঠে আকর্ষণবোধ। পিঠের আড়াআড়িভাবে ডান কাঁধ হতে বাঁ কাঁধ পর্যন্ত ব্যথা। মেরুদণ্ডের উপর অংশের উত্তাপ। সঞ্চালনে পিঠের আড়ষ্টতা। শীতল ও ভিজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। **পুরাতন বাতের ব্যথা**। শরীরের সর্বত্র ছুঁচফোটা যন্ত্রণা। ঐ যন্ত্রণা সঞ্চালনের সময় কতকগুলি জায়গায় উপস্থিত হয়, আর কতকগুলি জায়গায় ক্রমাগত সঞ্চালন করতে করতেই কমে। হাত ও পা শীতল। হাতের তালু ও পায়ের তলা জ্বালাযুক্ত। দু কাঁধে বাতের যাতনা, সঞ্চালনে বাড়ে। হাত ও বাহু অসাড় এবং কম্পনযুক্ত অসাড়তা বাঁ পাশে বৃদ্ধি। **নিম্নাঙ্গগুলির কম্পন, অসাড়তা ও দৌর্বল্য**। উরু দুটিও অসাড়। ঝড় ও বজ্রাঘাতের সময় হাত ও পায়ের উপর দিকে তীর বিঁধতে থাকার ন্যায় যন্ত্রণা হয়। পা দুটিও অসাড় ও ভারীবোধ। পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে খিলধরা। হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালার জন্য বাতাস করতে চায়। পায়ের তলা থেঁতলে যাওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত ও নীলবর্ণ। **পায়ের তলার কোমলতা, ক্ষতভাব, বেদনা, স্ফীতি, চুলকানি, শীতল ঘর্ম, খালধরা ও জ্বালা** এবং তাই সে ভালো হাটতে পারেনা। হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়, হোঁচট খায়। মেডোরিনামে সালফারের জ্বালাযুক্ত পদতল ও জিঙ্কামের অস্থির পদ দুইই আছে।

চর্ম—পীতাভ চর্ম। সর্বদা দারুণ চুলকানি; রাত্রে তাহা বাড়ে এবং তদ্বিষয়ে চিন্তা করলেও বৃদ্ধি হয়। তাম্রবর্ণের সকল দাগ। শরীরের উপর সর্বত্র পোকা হাঁটার অনুভূতি। টিউমার এবং অস্বাভাবিক মাংস বৃদ্ধি।

নিদ্রা—নিদ্রায় জলপান করার স্বপ্ন দেখে (স্ত্রী)। মাথার উপর হাত রেখে কেবলমাত্র চিৎ হয়ে ঘুমতে পারে। বালিশে মুখ গুঁজে (স্ত্রী) হাঁটু গেড়ে ঘুমায়। স্বপ্নে ভূত দেখে বা মৃত ব্যক্তিদের দেখে। রাত্রিতে ভয় হয় কারণ মানসিক লক্ষণগুলি বাড়ে। সে নিদ্রালু থাকে বটে তবে নিদ্রা যেতে পারে না। রাত্রে খুব ঘাম দেয়। রাত্রের প্রথম দিকে নিদ্রা হয় না।

বৃদ্ধি—

১। **রোগের বিষয় চিন্তা করলে।**

২। উত্তাপে ও আবরণে।

৩। হাত পা ছড়িয়ে থাকলে (stretching)।

৪। ঝড় বজ্রাঘাতকালে।

৫। স্বল্প সঞ্চালনে।

৬। মিষ্ট দ্রব্যে।

৭। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সিফিলিনামের বিপরীত)।

৮। মানসিক লক্ষণ রাত্রে।

হ্রাস—

সমুদ্রতীরে (নেট্রামের বিপরীত);
উপুড় হয়ে শুলে এবং
ভিজে আবহাওয়ায়।

শক্তি—

এর সর্বোচ্চ শক্তিতেই সুন্দর ফল লাভ হয়। কিন্তু পুনঃপুন প্রয়োগ নিষেধ। সাধারণত প্রমেহ লুপ্ততাহেতু বাতরোগে আমি এর সি এম শক্তি ব্যবহারে ম্যাজিকের মতো অতি সত্বর ফল পাই। অন্যান্য রোগে প্রায়ই **২০০ শক্তি বা ১ এম শক্তি** ব্যবহার করি।

অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে পার্থক্য

১। **শিশুরা নীরক্ত, পান্ডুর, বর্ধনহীন, খর্বাকৃতি ও শীর্ণ**—এই লক্ষণটা ব্যারাইটা কার্ব ওষুধেও আছে, সুতরাং তার সঙ্গে পার্থক্য দেখা উচিত।

ব্যারাইটা কার্ব—সাধারণত সোরা ও টিউবারকিউলার ধাতুযুক্ত শিশু; অত্যন্ত লাজুক; সর্বদা গা ঢেকে রাখতে চায়। **দৈহিক ও মানসিক** দুর্বলতাযুক্ত শিশু। গলার রোগে তরল দ্রব্য ভিন্ন কিছু গিলতে পারে না। ক্যাল্কেরিয়া, কেলি কার্ব ও সোরিনামের মতো **শীতলতায় অসহ্যতা** (great sensitveness to cold)। এখানে একটা কথা জানিয়ে দিই—ব্যারাইটা শিশু যেমন খর্বাকৃতি ও বাড়ে না, ক্যাল্কেরিয়া শিশু ঠিক বিপরীত অর্থাৎ খুব শীঘ্র বাড়ে।

২। **গনোরিয়া রুদ্ধতাহেতু বাতবেদনা**—এই লক্ষণটা মেডোরিনাম ভিন্ন ক্লেমাটিস ও পালসেটিলা ওষুধেও আছে, তাদের পার্থক্য জানাই।

ক্লেমাটিস ইর—স্ক্রোফুলা, গনোরিয়া ও সিফিলিস ধাতুদুষ্ট ব্যক্তি; বিমূঢ়ভাব (confused feeling), উন্মুক্ত বায়ুতে ভালো, চক্ষুপ্রদাহে শীতলতায় দারুণ অসহ্যতা। অণ্ডকোষ প্রদেশে স্ফীতি (orchitis), কেবল ডানদিকে অর্ধেকটা বা ডানদিকে বৃদ্ধি। প্রস্রাব হতে হতে বন্ধ হয়ে পড়ে—প্রস্রাবের পরও ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকে। এর উন্মুক্ত বাতাসে উপশম ও রাত্রে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি নির্দিষ্ট।

পালসেটিলা—এর রোগীর আবদ্ধ গরম ঘরে, সন্ধ্যায় ও গোধূলিকালে, বাঁ পাশে বা ব্যথাহীন পাশে শুলে এবং উত্তাপে বৃদ্ধি এবং উন্মুক্ত বাতাসে, শীতলতায়

উপশম নির্দিষ্ট। তাছাড়া পালসের রোগী **পিপাসাহীন** কিন্তু মেডোরিনামের রোগীর দারুণ পিপাসা আছে।

৩। **সর্বাঙ্গে ক্ষতের ভাব ও ঘৃষ্টতা ব্যথা**—মেডোরিনামের এই লক্ষণ আর্নিকা, ইউপাটোরিয়াম, পাইরোজেনিয়াম ও বেলিস পেরেনিসে আছে সুতরাং তাদের পার্থক্য বিচার করা যাক।

আর্নিকা—বিমর্ষচিত্ত, একা থাকতে চায়, মুখমন্ডল রক্তিমাভ। অত্যন্ত স্নায়বিক, দেহে স্পর্শ একেবারেই সহ্য হয় না। **শয্যা অতি শক্ত মনে হয়।** দেহের উর্ধ্বাংশ উত্তপ্ত এবং নিম্নাংশ শীতল; মুখ, মাথা গরম ও দেহ শীতল। বিশ্রামে, শুয়ে থাকলে ও মদ খেলে বৃদ্ধি এবং রুটা ও রাসের মতো সঞ্চালনে উপশম।

ইউপাটোরিয়াম—সর্বাঙ্গে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা। বেলাডোনা, ম্যাগফসের মতো ব্যথা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। সাধারণত হাড়ভাঙ্গা **ডেঙ্গুজ্বরে বা ব্যথায়** বেশি প্রযোজ্য।

পাইরোজেন—**সমগ্র স্রাবে দারুণ দুর্গন্ধ।** দারুণ উদ্বিগ্নতা। নিজেকে খুব ধনী ভাবে। জিহ্বা লাল চক্‌চকে। মুখ, গলা, জিহ্বা সব শুষ্ক। রাস টক্সের মতো **ব্যথা সঞ্চালনে উপশম** পায়। সাধারণত পচা বা দূষিত (septic) জ্বরে সদা ব্যবহার্য।

বেলিস—সর্বাঙ্গে ঘৃষ্টতা ও ক্ষতের মতো ব্যথা। সাধারণত আঘাত বা পরিশ্রমজনিত হাড়ে ব্যথা বা কঠিন অস্ত্রচিকিৎসার পর গভীর স্থানের টিস্যুতে আঘাত পাওয়ার পর কুফলহেতু ব্যবহার্য। শারীরিক উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল খাদ্য ও পানীয় ব্যবহারে বা শীতল বাতাসহেতু রোগে ব্যবহার্য। এটি বাগানের মালী বা কুলিমজুরদের পক্ষে একটি চমৎকার ওষুধ (ডাঃ বার্নেট)। এর **বাঁ দিকে বৃদ্ধি** নির্দিষ্ট।

৪। **কোলাপ্স অবস্থায় সর্বদা পাখার বাতাস চাওয়া।** এর এই লক্ষণটি কার্বো ভেজ নামক ওষুধেও আছে। সুতরাং তার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখ।

কার্বো ভেজ—অবসন্নতাজনক রোগের মন্দ অবস্থায় এটি চায়না, ফস ও সোরিনামের মতো ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিম-ক্রুডের মতো অতি উত্তপ্ত হওয়ায় এর রোগ আসে। কষ্টিকামের মতো জীবনীরস ক্ষয়হেতুও রোগ জন্মে। সে ধীরভাবে চিন্তা করতে পারে। মুখমন্ডল শীতল ও শীতল ঘর্মযুক্ত। কোমরের কাপড় আলগা করে পরে। ঢেকুরে ক্ষণিক উপশম। রাত্রে জানুদ্বয় ঠাণ্ডা হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল হওয়ার জন্য ঘুম ভেঙ্গে ওঠে—ঠিক এপিসের রোগীর মতো। **দারুণ শীতলতা,** হেলোডার্মার রোগীর মতো গরম ও ভিজে আবহাওয়ায় এর বৃদ্ধি, ঢেঁকুরে ও পাখার বাতাসে উপশম নির্দিষ্ট।

৫। কোলান্স অবস্থায় দেহ খুব শীতল তবুও গাত্রবস্ত্র খুলে ফেলা—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি ক্যাম্ফর ও সিকেলিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিন্তু তার মধ্যেও পার্থক্য আছে।

ক্যাম্ফর—এর রোগীর ব্যথার কথা চিন্তা করলেই ব্যথাটি ভালো মনে হয়। ঠিক হেলেবোরাস রোগীর মতো। কিন্তু ক্যাল্কে-ফস, হেলোনিয়াস, অকজালিক অ্যাসিড ও মেডোরিনামের রোগীর ব্যথার চিন্তায় রোগ বাড়ে।

সিকেলি—এর রোগিণী অতি পাতলা, শীর্ণ ও অবসন্নতাযুক্ত—মুখ চোখ বসে যায়। সাধারণত কলেরার কোলান্স অবস্থায় বেশি ব্যবহার্য। এর **উত্তাপে ও আবরণে বৃদ্ধি** নির্দিষ্ট এবং শীতল হাওয়ায়, শীতলতায় এবং ঘর্ষণে উপশম।

৬। কোলান্স অবস্থায় শীতলতাসহ ঘর্মাপ্লুত দেহ—এর এই লক্ষণটি ভেরেট্রাম অ্যালবামে অধিক নির্দিষ্ট, তবু বিশেষত্ব দেখাই।

ভেরেট্রাম অ্যাল্ব—এর চরম অবসন্নতা ও কোলান্স অবস্থায় **কপালে ঠান্ডা ঘাম** নির্দিষ্ট। কিন্তু সর্বাঙ্গে ঘাম ট্যাবেকামে নির্দিষ্ট। একা থাকতে চায় না তবু কারও সঙ্গে কথা কয় না। মেডোরিনামের মতো এরও অতি পিপাসা আছে এবং তাতে প্রচুর শীতল জল পান করতে চায়। ভেরেট্রাম রোগী স্বল্প সঞ্চালনেও খারাপ হয় এবং জলপানের পরও খারাপ হয়। মেডোরিনাম যে কোলান্স অবস্থায় একটি বিশেষ ওষুধ তাহা অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তিন ও চার অনুচ্ছেদে লিখিত পার্থক্যের দ্বারা দেখা গেছে যে, কোলান্স অবস্থায় একা মেডোরিনাম ওষুধে কার্বো ভেজ, ক্যাম্ফর, সিকেলি ও ভেরেট্রামের লক্ষণ বর্তমান আছে। অর্থাৎ মেডোরিনামে আছে কার্বো ভেজের ন্যায় সদা পাখার হাওয়া চাওয়া, ক্যাম্ফর ও সিকেলির ন্যায় গাত্রাবরণ দূরে অপসারণ আর ভেরেট্রামের ন্যায় শীতল ঘর্মাপ্লুত দেহ। পরস্পর পার্থক্য আমি পূর্বে দেখিয়েছি।

৭। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, সঠিকভাবে বানান করতে না পারা—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি লাইকো, ফস, অ্যানাকার্ডিয়াম ও ব্যারাইটা কার্বে আছে। তাদের পার্থক্য দেখাই।

লাইকোপোডিয়াম—এর রোগী বিষন্নচিত্ত, একা থাকতে ভীত। সামান্য বিষয়ে বিরক্ত হয়। অতি স্নায়বিক। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এলোমেলো চিন্তা। যা লেখে তা পড়তে পারে না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অতি বিষন্নচিত্ত হয়। এর রোগীর কপালে গভীর বলিরেখা (deep furrows), অকালবার্ধক্য, নাকের পাখনা দুটির ওঠানামা, ডান দিকে আগে রোগাক্রমণ অথবা বৃদ্ধি, বেল চারটে থেকে আটটা

পর্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া **লাইকোর সঞ্চালনে উপশম হয়** কিন্তু **মেডোরিনামের** অতি **অল্প সঞ্চালনেও বৃদ্ধি** আছে তা মনে রেখো।

ফসফরাস—এর রোগীর লম্বা চেহারা, অপ্রশস্ত বক্ষ, শীর্ণতা, কামুকতা ও অতি স্নায়বিক দুর্বলতা বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ সবই অতি অসহ্য। একা থাকবার সময় মৃত্যুর চিন্তা ও ভয়, 'বরফজল পানের জন্য তীব্র তৃষ্ণা। পানীয় উদরে গিয়ে গরম হলেই বমি হয়ে যায়। অত্যধিক লবণ খাবার কুফল। বাঁ দিকে শুতে পারে না। শীতল খাদ্য ও পানীয়ে এবং মুক্ত বাতাসে উপশম।

অ্যানাকার্ডিয়াম ওরি—এর রোগীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা বিশেষভাবে আছে। তৎসহ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারেই (শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ) অতি দুর্বলতা। শপথ করবার ও অভিশাপ দিবার দারুণ স্পৃহা। কোনও কাজ করতে চায় না। ছাত্রদের পরীক্ষার ভীতি। আহারে ক্ষণিক উদরব্যথার উপশম। মনে করে যে, দুজন মিলে তাকে সব কাজ করাচ্ছে, একজন সুমতি ও একজনের কুমতি। অমনোযোগী।

ব্যারাইটা কার্ব—স্মৃতি দুর্বলতা এর রোগীরও আছে আর আত্মবিশ্বাসের অভাবও আছে কিন্তু এর রোগীরা (সাধারণত শিশুগণ) **অতি লাজুক**, তারা আগন্তুক দেখলেই সঙ্কুচিত হয়। অতি তুচ্ছ বস্তুর জন্যও ভীষণ দুঃখ করে। এই ওষুধটি প্রধানত শিশু বা বৃদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া যে শিশুরা স্ক্রোফুলা ধাতুদুষ্ট, শারীরিক ও মানসিক জড়ত্বপ্রাপ্ত, ক্ষুদ্র অপরিপুষ্ট দেহ, উদরটি ফোলা, সহজেই ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা এবং প্রায়ই যাদের স্ফীত টনসিল আছে, কুইনসি (quinsy) রোগযুক্ত, দাঁতের মাঢ়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয় ও কর্ণের চতুর্দিকস্থ গ্রন্থিস্ফীতি থাকে তাদের পক্ষে বেশি ব্যবহার্য।

৮। **সময় অতি ধীরে যাচ্ছে মনে হওয়া**—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি অ্যালুমিনা, আর্জেন্টাম ও ক্যানাবিস ইণ্ডিকায় আছে সুতরাং পার্থক্য জানা আবশ্যক।

অ্যালুমিনা—এর রোগীর সমুদয় **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা** নির্দেশক লক্ষণ। তাছাড়া তার দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। স্ফুর্তিহীনতা, সদা ব্যস্ত, রক্ত বা ছুরি দেখলেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি, বাঁ পেটের যাবতীয় রোগ, প্রস্রাবে বসতে হলে বাহ্যের বেগ দিতে হয়, নখ ভঙ্গুর, শয্যা উত্তপ্ত হলে চর্মের দারুণ চুলকানি, বৈকালে বৃদ্ধি এবং সকালে ঘুম ভাঙ্গবার পর বৃদ্ধি ও মুক্ত বাতাসে, শীতল জলে ধৌত হওয়ায় ও ভিজা আবহাওয়ায় উপশম হওয়া ইহার নির্দেশক।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম—মানসিক ও শারীরিক সংযমহীনতা (want of balance) **রোগগ্রস্ত অংশের কম্পন, মিষ্ট খাবার দারুণ ইচ্ছা**, বিবিধ ভ্রান্তি

(errors of perception), শুষ্ক শীর্ণ দেহ তৎসহ বহুদিন ব্যাপী মানসিক শ্রান্তিহেতু রোগগুলিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বিষন্ন, চিত্ত, দুর্বল স্মৃতি, সব কাজ খুব দ্রুত করতে চায় (লিলিয়ামের মতো), শীতলতা ও কম্পনযুক্ত মাথাব্যথা, উষ্ণ উদগার, উত্তাপে, রাত্রে এবং শীতল খাদ্যে, বাঁ দিকে, মিষ্ট দ্রব্য আহারে এবং উদগারে, নির্মল বায়ুতে ও শীতলতায় উপশম।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা—সময় ও স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে অতি বেশি করে বলা এর অতি প্রিয় লক্ষণ। খুব স্ফূর্তিজনক চিত্ত, কিছুতেই কষ্ট পায় না, খুব বাচালতা, পাগল হবার সদা ভয়, সর্বদা অস্থির থাকে (নড়ে চড়ে)। অতি বিস্মৃতিপরায়ণ—একটি কথা বলে শেষ করতে পারে না। সদা আনন্দময় চিন্তায় বিভোর, অদম্য হাস্য ইত্যাদি প্রিয় লক্ষণ ভাব রোগীর আছে। এর রোগীও নির্মল বায়ুতে, শীতল জলে, বিশ্রামে, ভালো থাকে কিন্তু সকাল বেলায়, তামাক বা মদ্যপানে ও ডান পাশে শুলে খারাপ হয়। এছাড়া অ্যাম্ব্রা, নাক্স মসকেটা ও নাক্স ভমিকা ওষুধেও ঐ লক্ষণটি বর্তমান আছে। তাদের মধ্যে নাক্স মসকেটার অতি শুষ্কতা ও তন্দ্রালুতা; নাক্স ভমিকার নিষ্ফল মলমূত্র প্রবৃত্তি ও শীতার্ততা এবং অ্যাম্ব্রার একাঙ্গিক রোগপ্রধান।

৯। **রোগের বিষয় চিন্তা করলেই রোগ বাড়া**—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি অকজালিক অ্যাসিডে বিশেষভাবেই পাওয়া যায় কিন্তু অকজ্যালিক অ্যাসিডের পার্থক্য আছে।

অ্যাসিডাম অক্স্যালিকাম—এর রোগী রোগের বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করলেই রোগের ব্যথা আবার দেখা দেয়। এর ব্যথা খুব তীব্র। বিন্দুবৎ স্থানে আবদ্ধ থাকে। (কেলি বাইয়ের মতো)। সঞ্চালনে বাড়ে। বাঁদিকেই এর রোগীর রোগ বাড়ে ও অতি অল্প চাপেও বাড়ে। পৃষ্ঠব্যথা এর বিশেষ প্রিয় রোগ।

এ ছাড়া রোগের কথা ভাবলেই রোগের বৃদ্ধি (worse in thinking of symptoms) নিচের ওষুধগুলিতেও বিশেভাবে আছে, যথা ঃ ব্যারা-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, কষ্টি, জেলস, হেলোনি-ডায়ো, নাক্স, স্যাবা ও স্ট্যাফি। সংক্ষেপে তাদের পার্থক্য বিচার করি।

ব্যারাইটা কার্বনিকা—রুগ্ন, শীর্ণ, বর্ধনহীন, স্ফীতি টনসিলযুক্ত ও লজ্জিত শিশু। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে উপশম।

ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা—নীরক্ত অপরিপুষ্ট শিশু; হাত নলি নলি, পা সরু; ক্যাল্কেরিয়া কার্বের শিশুর বিপরীত দেহ; হাত পা শীতল, ব্রহ্মরন্ধ্র অপুষ্ট।

কষ্টিকাম—কৃষ্ণবর্ণ, দৃঢ় তন্তুবিশিষ্ট ব্যক্তি, দ্রুত বর্ধনশীল, দুর্বলতার পক্ষাঘাতে পরিণতি; **জ্বালা ও ক্ষত ভাব** (burning rawness and soreness) । এখানে একটা কথা জানিয়ে দিই—**কষ্টিকামের পূর্বে বা পরে কদাচ যেন ফসফরাস ব্যবহার করা না হয়।**

জেলসিমিয়াম—এর তিনটি অতি বিশেষ লক্ষণ আছে— শিরোঘূর্ণন, তন্দ্রালুতা এবং জড়তা (dizziness, drowsiness, dullness)। কিন্তু এদের সঙ্গে কম্পন (trembling) যোগ করলেই এর সম্পূর্ণ চিত্রটি আঁকা হবে। তাছাড়া, এর আছে মুক্ত বায়ুতে এবং অবিরাম সঞ্চালনে উপশম কিন্তু মেডোরিনামে কষ্টিকামের মতো ভিজা আবহাওয়ায় উপশম আছে।

হেলোনিয়াস—সাধারণত ত্রিকাস্থি ও শ্রেণীপ্রদেশ আক্রান্ত নারী রোগিণী। ঐ সব প্রদেশে দারুণ দুর্বলতাবোধ। অতি অসোয়াস্তি ও অবসন্নতা। সদা শ্রান্তি, পৃষ্ঠব্যথাযুক্ত নারী, ঋতু সাধারণত রুদ্ধ। তৎসহ **গভীর বিষন্নতা, রোগী যদি অন্য কাজে নিযুক্ত থাকে তা হলেই ভালো থাকে**। এর স্পর্শে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি আছে।

নাক্স ভমিকা—এর রোগীর অপরিমিত আহারবিহার, ক্রুদ্ধ মেজাজ, নিষ্ফল মলমূত্র প্রবৃত্তি, সদা শীতার্ততা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে।

স্যাবাড়িলা—স্নায়বিক ভীতি, সহজেই চমকে ওঠে। নিজের বিষয়ে নানা কাল্পনিক চিন্তা করে। গন্ধে অতি অসহ্যতা। চিন্তার দ্বারা শিরোব্যথা ও অনিদ্রা জন্মে। অবিরাম হাঁচি, চক্ষু লাল, জ্বালাজনক অশ্রুস্রাব। উত্তপ্ত জিনিস খেতে চায় কিন্তু পিপাসা নেই, শীতার্ততা। সর্দি ও হেফিভার ইত্যাদি রোগে বেশি ব্যবহার্য।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া—স্নায়বিক তৎসহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মেজাজ। অতি রতিক্রিয়াহেতু কুফল। অতি রাগের জন্য রোগ। রাগ, ঘৃণা, দুঃখ, শোক, স্রাব, রতিক্রিয়া তামাকে রোগ বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতর্ভোজনের পর, উত্তাপে এবং রাত্রে বিশ্রামে ভালো থাকে।

এখানে, একটা কথা জানিয়ে দিই যে, স্ট্র্যাফিসেগ্রিয়ার সঙ্গে র‍্যানানকুলাস ঔষুধটির শত্রুভাব, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে।

১০। ক্ষুধাবৃদ্ধি—আহারের পরমুহূর্তেই পুনরায় ক্ষুধা। ক্ষুধাবৃদ্ধি হওয়া অনেক ঔষুধেই আছে—এবং এই ক্ষুধাবৃদ্ধি সম্বন্ধে রেপার্টরি আলোচনা করা একদিকে যেমন কৌতুহলোদ্দীপক অন্যদিকে তেমনি শিক্ষাপ্রদ। সহজ কথায়, ও সংক্ষেপে নিচে কিছু আলোচনা করি।

(ক) ক্ষুধাবৃদ্ধি (bulimia) ঃ কাকের মতো—*অ্যাব্রো, অ্যাল-ফালফা, *অ্যানা-ওরি, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টাস, ক্যাল্কে-কার্ব চেলি, *সিনা, চায়না,

ফেরাম-মেট, গ্র্যাফা হিপার, ইগ্নে, *আয়োডি, *লাইকো, *নেট-মিউর, *নাক্স, *পেট্রো, *ফস, সোরি, সালফ।

(খ) ক্ষুধাবৃদ্ধি ঃ রাত্রে ক্ষুধার্ত—এবিজ-নাই, *সিনা, চায়না, ইগ্নে, লাইকো, ফস, *সোরি, *সালফ।

(গ) ক্ষুধাবৃদ্ধি ঃ দুপুরের আগে ক্ষুধার্ত—হিপার, *সালফ ও জিঙ্ক-মেট।

যাই হোক, ক্ষুধাবৃদ্ধি এমন কি আহারের পরই পুনরায় ক্ষুধা—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি আরও কয়েকটি ওষুধে আছে, যথা ঃ ক্যাল্কে-কার্ব, *সিনা, আয়োডি, ল্যাক-ক্যান, *লাইকো, *ফস, ফাইটো, *সোরি, স্ট্যাফি, সালফ ও জিঙ্ক-মেট। নিচে মেডোরিনামের সঙ্গে তাদের পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করছি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—শীতলতায় অপ্রবৃত্তি ও বৃদ্ধি, ডিম খাবার ইচ্ছা, উদরাময়ের ধাত, মোটা, সুন্দর ও থলথলে, টক গন্ধযুক্ত, ঘর্মাপ্লুত, দুগ্ধে বৃদ্ধি, অতিশান্ত হওয়ায় ক্ষুধাহীনতা, শীতল পানীয়ে ইচ্ছা, আহারকালে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ ক্যাল্কেরিয়া নির্দেশক।

সিনা—এটি সাধারণত শিশুদের ওষুধ। কৃমির ধাত। শিশু দেখতে বড়, মোটা, ভাল আভাযুক্ত (big, fat, rosy) ও স্ক্রোফুলা ধাতুগ্রস্ত, মেজাজ, ক্রুদ্ধ, দাঁত কড়মড় করা, মিষ্ট দ্রব্যে অতি ইচ্ছা, সদা নাক খোঁটা, জিহ্বার পরিষ্কার ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ।

আয়োডিয়াম—অতি ক্ষুধা সত্ত্বেও শীর্ণ হয়ে যায়। অতি ক্ষুধার্ত, তৎসহ অতি তৃষ্ণা আহারের পরই উপশম। **অতি দুর্বলতা—তুচ্ছ পরিশ্রমে ঘাম হয়।** মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে ভালো থাকে এবং গরম ঘরে বাড়ে। শীতল বাতাস চায়।

ল্যাক ক্যান—সাধারণত গলক্ষত ও রাত্রে ব্যবহার্য। বিশেষ লক্ষণ পার্শ্ব পরিবর্তনশীল অস্থিরগতি ব্যথা। সোজা কথায়, ব্যথা পার্শ্ব পরিবর্তন করে। **অতি দুর্বলতা ও অবসন্নতা। সাপের সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখে।** শীতলতায় ও শীতল পানীয়ে উপশম।

লাইকোপোডিয়ামের পার্থক্য পূর্বেই জানিয়েছি।

ফসফরাসের পার্থক্যও পূর্বে জানিয়েছি।

ফাইটোলাক্কা—এটি সাধারণত গ্ল্যান্ডসম্বন্ধীয় ওষুধ। **ব্যথা, ক্ষতভাব, অস্থিরতা ও অবসন্নতা** (aching, soreness, restlessness, prostration **বিশেষ লক্ষণ**। উত্তাপে উপশম।

সোরিনাম—শীতার্ত; মাথাটি সদা আবরিত রাখতে চায়; গরমের দিনেও গরম পোষাক খোঁজে; দুর্বলতা, অতি দুর্গন্ধ ও সোরাদুষ্ট ধাতুতে অধিক ফলপ্রদ। সদাই

অতি ক্ষুধার্ত, তাছাড়া রাত দুপুরে উঠে তাকে কিছু কিছু খেতে হবেই। খাবার পর পেটে ব্যথা হয়।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া—এর পার্থক্য আগে জানিয়েছি।

সালফার—অ্যান্টিসোরিক ওষুধের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্বালা, জলে অপ্রবৃত্তি, চুল ও চর্ম সদাশুষ্ক ও শক্ত, ইন্দ্রিয়দ্বারগুলি লালবর্ণ। বেলা এগারটায় উদরে শূন্যতার অনুভূতি, দাঁড়ানো অতি কষ্টকর, এলোমেলো স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, স্নান করতে চায় না, স্রাবে দুর্গন্ধ, তরুণরোগে নির্দিষ্ট ওষুধে কাজ করে না ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সালফার সূচিত হয়।

জিঙ্কাম মেট—গুরুমস্তিষ্কসংক্রান্ত বিষন্নতা (cerebral depression) মস্তিষ্ক অতি দুর্বল। স্রাব বা উদ্ভেদ অবরুদ্ধহেতু রোগ। স্নায়বিক লক্ষণগুলি অতিনির্দেশক। বিরস বদনযুক্ত ও উত্তাপহীন আক্ষেপ। স্রাব হতে থাকলে ও উদ্ভেদ পুনঃপ্রকাশিত হলেই ভালো।

১১। (ক) পূর্বে মদ্যপানে ঘৃণা ছিল কিন্তু এখন তা পান করায় অদম্য স্পৃহা (স্ত্রী)—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি অ্যাসারাম নামক ওষুধেও আছে। পার্থক্য হলো ঃ

অ্যাসারাম ইউ—অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা (erethism), উদ্যমহীনতা ও **সদাশীতার্ততা** এর প্রধান লক্ষণ।

এছাড়া উত্তেজক পানীয়ে (alcoholic beverage) তীব্র আকাঙ্খা অনেক ওষুধে আছে। যথা ঃ মেডো, আর্স, অ্যাসা-ইউ, ক্যাপ্সি-অ্যানু, অ্যাসিড কার্ব, কোকা-মিউর, কেলি বাই, নাক্স, ফস, সোরি, পালস, মেলি, স্ট্যাফি, সালফ, অ্যাসিড সালফ ও সিফি। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও নির্দেশক লক্ষণগুলো হলো ঃ

আর্সেনিক—অবসন্নতা, অস্থিরতা রাত্রি ও দুপুরে বৃদ্ধি, উত্তাপ-প্রিয়তা, মুহর্মুহ অল্প জলপানের পিপাসা ও মৃত্যুভয়।

ক্যাপ্সিকাম অ্যানু—দুর্বল ও থলথলে দেহ, জীবনীশক্তিহীনতা, আলস্য, গৃহকাতরতা, অপরিচ্ছন্নতা, জ্বালা ও শীতার্ততা; দারুণ পিপাসা কিন্তু জল পানে কম্প।

কার্বোলিক অ্যাসিড—নাসিকার গন্ধ পাবার ক্ষমতার অতি বৃদ্ধি এর একটি বিশেষ লক্ষণ। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক আলস্য, দারুণ যাতনা—হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়, স্রাবে পচা গন্ধ, ক্ষুধাহীনতা, কালো বমন, কালো মূত্র ইত্যাদি।

কোকা—এটি পর্বতারোহণ নিমিত্ত (বুকে ধড়ফড়ানি, হাঁপানি) রোগসমূহে বিশেষ উপকারী ওষুধ। নিদ্রাহীনতা, উদ্বেগ, **কানে শব্দ**, ক্ষুধাহীনতা কিন্তু সন্দেশ খাওয়ার জন্য ক্ষুধা ইত্যাদি। তাছাড়া মদ্যপানে এর রোগী ভালো থাকে।

কেলি বাইক্রোম—এই ওষুধটি মেদযুক্ত, মোটা সর্দি হবার প্রবণতাযুক্ত, স্ক্রোফুলা ও সিফিলিসদুষ্ট রোগীতে বিশেষ ব্যবহার্য। এর সকালে লক্ষণগুলি বাড়ে, যাতনা দ্রুত স্থানপরিবর্তন করে, আহারের পরই উদরে ভারবোধ, উত্তাপে উপশম, দড়ির মতো আঠাল শ্লেষ্মা।

নাক্স ভমিকা, ফসফরাস ও সোরিনাম এই তিনটি ওষুধের নির্দেশক লক্ষণ আগে জানিয়েছি।

পালসেটিলা—উন্মুক্ত বায়ু ও শীতলতায় আকাঙ্খা, অশ্রুপরায়ণতা, মৃদু কোমল স্বভাব, মুখ শুষ্ক তবু পিপাসাহীনতা ইত্যাদি।

সেলিনিয়াম—অত্যন্ত অবসন্নতা, উত্তাপে বৃদ্ধি, বৃদ্ধ বয়সে দারুণ শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, **দারুণ দুঃখিতভাব**, ধ্বজভঙ্গ। তাছাড়া ধূমপানে হিক্কা হয়।

সালফার ও স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ওষুধ দুটির পার্থক্যও আগে জানিয়েছি।

অ্যাসিড সালফ—পরিপাকযন্ত্রের দুর্বলতা, **কম্পন ও দুর্বলতা**, সব কাজ দ্রুত করতে চাওয়া, উত্তাপের উচ্ছ্বাস ও পরে কম্পনসহ ঘর্ম, টক উদগারে দাঁত টকে যাওয়া; টক বমি এবং উত্তাপে ভালো।

সিফিলিনাম—প্রাতে অবসন্নতা ও দুর্বলতা বৃদ্ধি, পাগল হবার ভয় ও সিফিলিসদুষ্ট ধাতু।

(খ) লবণ খাবার অদম্য ইচ্ছা—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি ক্যালেডিয়াম ও নেট্রামমিউরে আছে। তাদের পার্থক্য দেখাই ঃ

ক্যালেডিয়াম সিগু—এটি জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত রোগেই বেশি ব্যবহার্য। একাঙ্গিক শীতলতা , শোবার প্রবৃত্তি, বাঁ পাশে শুলে বৃদ্ধি, অল্প শব্দেও ঘুম থেকে চমকে ওঠা, **সঞ্চালনে ভীতি**, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ।

নেট্রার মিউর—ম্যালেরিয়া জ্বর, দশটায় জ্বর আসে, নীরক্ততা, অতি দুর্বলতা, **শীতলতা**, ঘাড়ের দিকে অধিক শীর্ণতা, সদা সর্দি হবার প্রবণতা, **শৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা**, দারুণ দুর্বলতা ও ক্লান্তি, সান্ত্বনা দিলে বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্দেশক লক্ষণ।

(গ) মিষ্ট খাওয়ায় অদম্য ইচ্ছা—মেডোরিনামের এই লক্ষণটি সালফ, সিনা ও আর্জেন্টামেও আছে। তাদের পার্থক্য হলো ঃ

সালফার—এটির কথা আগেই বলেছি। এর ক্ষুধা কখনও একেবারে কমে যায় আবার কখনও খুব বাড়ে। পচা উদগার, অতি অম্লত্ব ইত্যাদি দেখতে হবে।

সিনা—এর কথা বলেছি।

আর্জেন্টাম নাই—রোগযুক্ত স্থানের কম্পন, অত্যন্ত বেশি মিষ্ট খেতে চায় এবং সেজন্য নানা রোগ হয়, শুষ্ক ও শীর্ণ দেহ, যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বাড়ে ও ধীরে ধীরে কমে, গরম অসহ্য, বিষন্নতা, শীতলতায় ও মুক্ত বাতাসে আরাম পায়।

১২। অত্যন্ত অস্থির, সদা হাত ও পা নাড়া—মেডোরিনামের এটি একটি বিশেষ লক্ষণের মধ্যে গণ্য। কিন্তু এটি জিঙ্কামেরও বিশেষ লক্ষণ। জিঙ্কামের নির্দেশক লক্ষণগুলি আগে জানিয়েছি। তবে এটা জেনে রাখা দরকার যে, **জিঙ্কামের রোগী নিম্নাঙ্গ বিশেষত পা দুটিকেই সর্বদা নাড়ে।**

সম্বন্ধাবলী ও তুলনীয় ঔষধাবলী

১। শুষ্ক কাশিতে—ইপিকাকসহ তুলনীয়।
২। কোলাপ্স অবস্থায়—ক্যাম্ফর, সিকেলি, ট্যাবেকাম, ও ভেরেট্রামসহ তুলনীয়।
৩। ভ্রমণে অক্ষমতায়—অ্যাসিড পিক ও জেলসসহ তুলনীয়।
৪। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে—অ্যালো ও সালফারসহ তুলনীয়।
৫। জলপানের স্বপ্নে—আর্স ও ফসসহ তুলনীয়।
৬। গোড়ালির ক্ষতভাব ও ব্যথায়—থুজা ও অ্যান্টিম-ক্রুডসহ তুলনীয়।
৭। বৃক্কের ব্যথায় বার্বেরিস, ওসিমাম-ক্যা, পারেরা ও লাইকোসহ তুলনীয়।
৮। নিঃশ্বাস ফেলতে না পারায়—স্যাম্বুকাসসহ তুলনীয়।

রোগক্ষেত্র

১। গনোরিয়া—এই রোগ যেখানে কুচিকিৎসিত হয়েছে বা যেখানে ঐ স্রাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে সেখানেই বিশেষ ফলপ্রদ। যেখানে নির্দিষ্ট ওষুধে কাজ হচ্ছে না, লক্ষণটি সেখানে বেশি লক্ষ্য করতে হবে।

২। **বাত**—গনোরিয়াহেতু বাতরোগে এটি একটি মহৌষধ।
৩। পুঁয়েপাওয়ারোগ (শিশুদের)।
৪। কর্কটরোগ।
৫। লসিকাসংক্রান্ত লালাগ্রন্থি (lymphatic gland) বিবৃদ্ধি।
৬। স্মৃতিবিভ্রংশ।
৭। অস্থিব্যথা ও গলস্ফীতি।
৮। শুষ্ক কাশি।

৯। ঋতুশূল।

১০। স্নায়বিক দৌর্বল্য।

১১। হাঁপানি ও স্বরযন্ত্রের (larynx) ক্ষতভাব।

১২। ডিম্বাশয়প্রদাহ।

১৩। ধ্বজভঙ্গ।

১৪। কোমরব্যথা।

১৫। চক্ষুতারকার প্রদাহ।

১৬। আংশিক বধিরতা।

১৭। পুরাতন সর্দি।

১৮। গর্ভাবস্থায় দারুণ বমন।

১৯। ঋতুকালে মুখের বয়োব্রণ।

২০। স্নায়ুশূল।

২১। মুখ, জিহবা ও ঠোঁটে ক্ষত।

২২। ক্রিয়াশক্তিলোপ (collapse)।

২৩। প্লীহা ও লিভারের দারুণ ব্যথা।

২৪। শিরঃপীড়া।

২৫। গুহ্যদ্বারে দারুণ চুলকানি।

২৬। বন্ধ্যাত্ব।

২৭। বৃক্কের ব্যথা।

২৮। পক্ষাঘাত।

২৯। যক্ষা।

৩০। প্রদর।

৩১। মেট্রোরেজিয়া (metrorrhagia)।

৩২। জ্বর—সর্বদা পাখার বাতাস চায়; পিঠের উপর নিচে শীত নামা উঠা করে; হাত, পা, কনুইয়ের শীতলতা; ঘাড় ও মুখমন্ডলের উত্তাপোচ্ছাস। জ্বরের এই লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার বিষয়।

অ্যানথ্রাসিনাম

অ্যানথ্রাসিনাম ওষুধটি অ্যানথ্রাক্স (anthrax) রোগের বিষ হতে উদ্ভূত হয়েছে। এই ওষুধটি গৃহপালিত জন্তুর বহুব্যাপক প্লীহারোগসমূহে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধরূপে পরিগণিত হয়েছে। তাছাড়া কার্বাংকল বা দুষ্টব্রণ, বিষাক্ত ক্ষত এবং বিষাক্ত প্রদাহে এটি অমৃতসদৃশ মহৌষধ।

বিশেষ লক্ষণ

১ গ্ল্যাণ্ডের স্ফীতি (cellular tissues oedematous and indurated)।

২। অসহ্যজ্বালা।

৩। কালো, পুরু, আলকাতারার মতো রক্তস্রাব।

৪। কালো বা নীলবর্ণ ফুস্কুড়ি।

৫। গ্যাংগ্রীন বিষাক্ত ক্ষত, ইরিসিপেলাস, কার্বাংকল।

মন্তব্য

বিষাক্ত ফোড়া, কার্বাংকল বা ইরিসিপেলাসে যখন জ্বালাপোড়া লক্ষণটি অতি তীব্রভাবে দেখা দেয়, রোগী অসহ্য জ্বালার জন্য ক্ষ্যাপার মতো দৌড়োদৌড়ি করে তখন এই ওষুধটি প্রয়োগে রোগী মুহূর্তের মধ্যেই শান্তিলাভ করে। কিন্তু ঐ সব প্রদাহ, ফোড়া বা গ্যাংগ্রীনে পুঁজযুক্ত ক্ষত ও মৃত টিসু এবং অসহ্য জ্বালা (ulceration, sloughing and intolerable burning) থাকা দরকার। কার্বাংকল বা বিষাক্ত ক্ষতের দারুণ যন্ত্রণা যখন আর্সেনিক প্রয়োগে যায় না বা ঐ প্রকার ওষুধ যথা ট্যারেন্টুলা, ল্যাকেসিস ইত্যাদি প্রয়োগে আরাম হয় না তখন অ্যানথ্রাসিনাম ওষুধটি ব্যবহারের সময় আসে। ডাঃ অ্যালেনের মত এটাই। এই ওষুধটিতে রক্তস্রাব আছে। মুখ, নাক, গুহ্যদ্বার বা জননেন্দ্রিয় হতে রক্তস্রাব হতে থাকে। ঐ রক্ত কালো, পুরু, আলকাতরার মতো এবং ঠিক ক্রটেলাসের মতো তা অতি দ্রুত পচনে (decompose) পরিণত হয়ে পড়ে। বিষাক্ত জ্বরে যখন দ্রুত বলক্ষয় হতে থাকে, নাড়ি লোপ পায় অজ্ঞানতা আসে এবং প্রলাপ বকতে থাকে, তখন পাইরোজেনের মতো এই ওষুধটির ক্ষেত্র আসে।

ক্ষত যখন গ্যাংগ্রীন অবস্থায় পরিণত হয় বা কার্বাংকল ও ইরিসিপেলাস যখন বিষদুষ্ট হয়ে সেপ্টিক হয়ে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে, কালো ও নীল রংয়ের ফোস্কা দেখা দেয় তখন এর ফল ম্যাজিকের মতো হয়। ঐ সকল ক্ষত বা ফোড়া

এমন ভীষণতাপূর্ণ যে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। আমরা অনেক সময় দেখি বা শুনি যে, নাকের ওপর বা মুখের ও ঠোঁটের ওপর ক্ষুদ্র একটি ব্রণের মতো হলে তা টিপে দেওয়ায় বা তেল লাগায় মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখমন্ডল ফুলে যায়, অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্ করতে থাকে এবং নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগীর প্রায় অত্যল্পকালের মধ্যেই প্রাণবিয়োগ ঘটে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্রে অ্যানথ্রাসিনামের অলৌকিক ক্রিয়া না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এতে রোগীর দ্রুত বলক্ষয় হতে থাকে ও বিষাক্ত জ্বর দেখা দেয়। পচা জ্বরের গন্ধ বা ফোড়া অপারেশনের পূঁজের গন্ধ বা কোনও পচা দুর্গন্ধ নেওয়ায় যে কুফল হয় এই ওষুধ তা দূর করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এটি পাইরোজেন এবং আর্সেনিক ওষুধসহ তুলনীয়।

সুবিখ্যাত ডাঃ ফ্যারিংটন তাঁর বিখ্যাত মেটিরিয়া মেডিকায় আর্সেনিক সম্বন্ধে লেখবার সময় এই ওষুধটির বিষয়ও উল্লেখ করেছেন যথা ঃ—অনেক সময় কার্বাংকল রোগে আর্সেনিক বিফল হয়। তখন আমাদের অ্যানথ্রাসিনামের সাহায্যে নিতে হবে এবং তা ৩০ শক্তিতে ব্যবহার করতে হবে। এরও আর্সেনিকের মতো সব লক্ষণই আছে বরং সমস্ত কিছু তীব্রতররূপে বর্তমান থাকে (Arsenicum sometimes fails in curbuncles. Then we have to resort to Anthracinum, chiefly in the thirtieth potency. It has precisely the same symptoms as Arsenicum, but to a more intense degree.)।

সাধারণত অ্যানথ্রাসিনাম ওষুধটি কার্বাংকল রোগেই বা ওষ্ঠব্রণ রোগেই প্রভৃত ব্যবহৃত হয়। ঐ সব ব্রণ বা ফোড়া অপরাশেন করার মতো এমন মারাত্মক ভুল আর কিছুই নেই। ঐ অবস্থায় ছুরি না বসিয়ে লক্ষণ মতো হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহারে অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য লাভ করে। এখানে ডাঃ হেরিংয়ের সেই বিখ্যাত সাবধান বাণী আমি প্রত্যেককেই স্মরণ করিয়ে দিই ঃ কার্বাংকলকে অপারেশনযোগ্য রোগ বলা ভীষণতম ভুল। ছুরি বসানো সর্বদাই ক্ষতিকারক এবং প্রায়ই মারাত্মক। ঠিকমতো চিকিৎসা করলে একটি রোগীও মারা যায় না এবং সর্বদাই ঐ সকল রোগীকে ওষুধ খাওয়ানোর দ্বারা চিকিৎসা করতে হয় (To call a carbuncle a surgical disease is the greatest absurdity. An incision is always infurious and often fatal. A case has never been lost under the right kind of treatment, and it should always be treated by internal medicine only.)

রোগিতত্ত্ব

অ্যানথ্রাসিনামের রোগিতত্ত্ব অনেক দিতে পারা যায় এবং অনেক ডাক্তারই তাঁদের স্বীয় অভিজ্ঞতায় এর অলৌকিক ক্রিয়া দেখেছেন। তবুও যে ঘটনাটি আমার অন্তরে দিনরাত জাগছে তা এখানে না জানিয়ে থাকতে পারলুম না।

আজ সাত আট বৎসর হল চুনার ভ্রমণে গিয়ে সেখানে যে দুজন রোগী চিকিৎসা করেছিলুম তা অতি কৌতুহলোদ্দীপক অথচ ভীষণতাপূর্ণ। তন্মধ্যে একজন ছিলেন আইরিস রমণী। তাঁর চিকিৎসার কথা আমি হ্যানিম্যানের পাঠকবর্গকে বহুদিন আগে শুনিয়েছি। অপরজন ওখানকার একজন মুসলমানের বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে। সেদিনের কথা মনে আছে। সকালে উঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ফিরছিলুম প্রায় বেলা বারোটায়। বাজারের কাছে ফেরবার পথে দেখলুম অনেক লোক এক জায়গায় জড় হয়ে হায় হায় করছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম, একটি ছেলে অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে আর তার বাপ মা মাথায় হাত চাপড়াচ্ছেন। ছেলেটির ঠোঁটের উপর একটি ব্রণ হয়েছিল। আজ সকালে সে সেটিকে নখ দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে একটু ফাটিয়ে ফেলেছে এবং তারপর হতেই মুহূর্তে মুহূর্তে ফুলতে আরম্ভ করে এখন সমগ্র চোখ, মুখ, নাক ফুলে একাকার হয়ে গেছে। সে চোখ মেলে চাইতে পারছে না, মুখও হাঁ করতে পারছে না। তার ওপর **সমগ্র মুখমন্ডলে দারুণ জ্বালা**। সে জ্বালার কথা বলে বুঝানো যায় না। সে বলতে লাগল যেন সেখানটায় কুলকাঠের আগুন জ্বলছে। ক্রমে ক্রমে তার কথাও বন্ধ হয়ে আসছিল। গোটা মুখটার রং তখন কালো এবং নীলবর্ণ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ছিল ছোট একটা উচ্চশক্তির পকেট কেস। আমি অ্যানথ্রাসিনাম ১০ এম শক্তির ছোট একটি গ্লোবিউল তার মুখে দিলুম এবং অন্যান্য পুল্টিসাদি বাহ্যিক যা চলছিল তা বন্ধ করতে বললুম। অবশ্য আমি একজন ডাক্তার বলায় তাঁরা তা বন্ধ করেছিলেন। ওষুধের ক্রিয়ায় শুধু আমি নই, সেখানকার সকলেই তাজ্জব হয়েছিলেন। কারণ, আধ ঘন্টার মধ্যে সেই দারুণ জ্বালা তার একেবারে কমে গেল এবং বালকটিও ঘুমিয়ে পড়ল। বিকালে গিয়ে দেখি যে প্রায় আট আনা ফুলো তার কমে গেছে এবং পরদিন প্রাতে আর ফুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। এখানে আমি জানিয়ে দিই যে, অ্যানথ্রাসিনাম ৩০ শক্তি আমি সর্বদা ব্যবহার করি এবং তাতেই বেশ ফল পাই কিন্তু তখন উচ্চশক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি কাছে না থাকায় আমি বাধ্য হয়েই উচ্চশক্তি দিয়েছিলুম কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাতেও বিফল হইনি। প্রকৃত ওষুধ নির্বাচিত হলে শক্তি নির্বাচনের জন্য ফলাফলের খুব বেশি তফাৎ হয় না।

ডিপথিরিনাম

এটি একটি রোগবীজজাত ওষুধ। ডিপথিরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগবীজ (diptheritic virus) হতে শক্তিকৃত করে এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়।

বিশেষ লক্ষণ

১। ডিপথিরিয়ার পর পক্ষাঘাত (post diptheritic paralysis)।
২। গ্রন্থিস্ফীতি।
৩। জিহ্বার লোহিতাভা ও স্ফীতি।
৪। যাবতীয় স্রাবে ও নিঃশ্বাসে দারুণ দুর্গন্ধ।

মন্তব্য

এই ওষুধটি স্ক্রোফুলাদুষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এবং যারা সহজেই সর্দিতে আক্রান্ত হয় বা শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগে ভোগে তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

ডিপথিরিয়ারোগে এই ওষুধটির অন্তত এক মাত্রাও ব্যবহার করা উচিত। যেখানে ডিপথিরিয়া রোগীর প্রথম হইতেই রোগটি বিষাক্ত আকার ধারণ করে; গ্ল্যাণ্ডগুলি ফুলে যায়; জিহ্বাটিও লাল হয় ও ফুলে ওঠে; নিঃশ্বাসে, থুথুতে, লালাস্রাবে, অত্যন্ত দুর্গন্ধ বের হয় সেখানে ডিপথিরিনাম একটি আশু ফলপ্রদ ওষুধ। এই ওষুধটিতে ঝিল্লী মোটা ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দারুণ অবসন্নতা থাকে। এর আর একটি মজার লক্ষণ এই যে, রোগী কোন কিছু পান করবার সময় কোনও কষ্টবোধ করে না কিন্তু পান করার পরই নাক দিয়ে সব বের হয়ে যায়।

শক্তি

ডাঃ বোরিকের মতে এই ওষুধটি ৩০, ২০০ বা সি এম শক্তিতে ব্যবহার্য। আমি যেখানে এটি ব্যবহার করেছি সেখানে সি এম শক্তিই দিয়েছি।

পাইরোজেনিয়াম

এই ওষুধটি প্রথমে ইংরেজ হোমিওপ্যাথরা প্রচলন করেন। তাঁরা একখন্ড পচা মাংসকে (decomposed lean beef) চৌদ্দ দিন রোদে রেখে তারপর সেটিকে শক্তিকৃত করে নিয়ে ব্যবহার করতেন।

এই ওষুধটির প্রায় সমস্ত প্রুভিং লক্ষণগুলি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাদি এই ধরনের তৈরি ওষুধটি থেকেই পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে ডাঃ সোয়ান কতকটা বিষাক্ত

পুঁজকে শক্তিকৃত করে নিয়ে এই ওষুধ তৈরি করতেন। এই শেষোক্ত রকমে তৈরি করে এই ওষুধটি প্রুভিং করা হয়ছে এবং নিত্য ব্যবহার করা হচ্ছে। উভয় রকমের তৈরি ওষুধ একই লক্ষণাদি প্রকাশ করেছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য দেখা যায়নি।

বিশেষ লক্ষণ

১। অত্যন্ত অস্থিরতা।

২। জিহ্বা লালবর্ণ ও শুষ্ক বার্নিশ করার মতো মসৃণ।

৩। বুকের ধড়ফড়ানি।

৪। দৈহিক উত্তাপের তুলনায় নাড়ি অসম্ভব দ্রুত।

৫। অত্যন্ত ঘর্মযুক্ত, অতি উত্তাপ—ঘর্মে উত্তাপ কমে না।

৬। বিছানা অতি শক্তবোধ।

৭। বিষাক্ত জ্বর, প্রসবের পর দূষিত পিউরপেরাল জ্বর (septic puerperal infection)।

৮। সমুদয় স্রাবে অতি দুর্গন্ধ।

মন্তব্য

পাইরোজেন ওষুধটি আমাদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের রত্নস্বরূপ। কি অদ্ভুত যে এর শক্তি এবং কি তীব্রভাবে যে এই ওষুধটি স্বীয় প্রবল বিক্রমে মৃতকল্প রোগিদিগকে যমের দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছে তা যাঁরা চোখে দেখেছেন তাঁরাই জানেন। এই ওষুধটি বিষাক্ত বা দূষিত জ্বরাদিতে অতি উত্তম। আবার ঐ অবস্থায় যদি রোগীর দারুণ অস্থিরতা থাকে তা হলে তা অতি অবশ্য অবশ্যই দিতে হবে। ডাঃ অ্যালেন বলেন যে, দূষিত অবস্থায় এটি অতি মূল্যবান আরোগ্যকারী ওষুধ (In septic fevers especially puerperal, Pyrogen has demonstrated its great value as a homoeopathic antiseptic.)। টাইফয়েড, টাইফাস, ডিপথিরিয়া, জটিল ম্যালেরিয়া, গর্ভস্রাবের কুফল ইত্যাদিতে এই ওষুধটি আমাদের প্রধান অবলম্বন হয়ে পড়ে। এর আর একটি মূল্যবান বিশেষ লক্ষণ আমাদের সর্বদা মনে রাখতেই হবে। সেটি হচ্ছে যাবতীয় স্রাবে দারুণ দুর্গন্ধ। রোগীর মলমূত্র, ঘাম, ঋতু, বমন এমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে। এত দুর্গন্ধ যে রোগীর নিকটে যাঁরা থাকেন তাঁরা নাকে ঢাকা না দিয়ে থাকতে পারেন না। আমাদের দেশে প্রসবের পর নানা কারণহেতু পোয়াতীর ভীষণ জ্বর দেখা দেয়। ঐ জ্বরের নাম দুষিত পিউরপেরাল জ্বর। এর চাইতে মারাত্মক

জ্বর আর নাই। শতকরা নব্বই জন বোধ হয় ঐ অবস্থায় বাঁচেন না। কিন্তু ঐ রোগে পাইরোজেন মন্ত্রের মতো কাজ করে। কেবলমাত্র দেখতে হয় **জ্বরের উত্তাপ ১০৫/১০৬°, স্রাবে, দারুণ দুর্গন্ধ, দারুণ অস্থিরতা আর জিহ্বাটি লাল ও** মসৃণ। এই চারটি লক্ষণ যদি পাওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাঁকে পাইরোজেন ২০০ এক দাগ দিবে। যদি একান্তই তাঁর আয়ু না থাকে তা হলে তিনি বাঁচবেন না ঠিকই কিন্তু আরোগ্যযোগ্য হলে তাঁকে আর দ্বিতীয় দাগ ওষুধ দিতে হবে না একথা আমি জোর দিয়ে বলছি। এর রোগীর মনটি উদ্বেগপূর্ণ থাকে, সে নিজেকে খুব ধনীলোক ভাবে আর খুব বাচাল হয়। লাইকো ও ফসফরাসের মতো রোগীর নাকের পাখা দুটি ওঠানামা করে। অস্থিরতাসহ ভীষণ বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া। **জিহ্বা শুষ্ক** থাকে তা আগেই বলেছি। গলাটিও খুব শুষ্ক থাকে এবং তাই গিলতে কষ্ট বোধ করে। নিঃশ্বাসও যেমন দুর্গন্ধযুক্ত, মুখের আস্বাদও তেমনি পচা। পেটে গিয়ে গরম হলে জলবমি হয়। এর রোগীর দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়ও থাকে আবার ওপিয়ামের মতো মলের বেগশূন্যতাযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকে, কালো কালো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার মল হয়। জ্বরে প্রথম শীত পৃষ্ঠদেশে দেখা দেয় এবং অতি শীঘ্রই মুহূর্তের মধ্যে উত্তাপ বাড়তে থাকে। তারপরে **উত্তাপ যত বাড়তে থাকে ঘামও তত হয় কিন্তু ঘামের জন্য উত্তাপ কমে না।** ঘামও উত্তপ্ত থাকে। আর্নিকার মতো রোগী বিছানা খুব শক্ত বলে। সকালবেলায় রোগী খুবই দুর্বল থাকে সর্বাঙ্গে ক্ষতভাব দেখা দেয়, আর রাস টক্সের মতো সঞ্চালনে সেই ভাব উপশম হয়। সমস্ত রাত সে কেবল স্বপ্ন দেখে।

ব্রায়োনিয়া এই ওষুধটির সহকারী ওষুধ। এর ২০০ শক্তি সমধিক উপকারী। এর অবশ্য পুনঃপুন প্রয়োগ নিষেধ।

ব্যাসিলিনাম

ডাঃ বার্নেট যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির দূষিত ফুসফুস (lungs) হতে এই ওষুধটি শক্তিকৃত করে নিয়ে ব্যবহারের নির্দেশ করেন। টিউবারকিউলিনাম বোভিনাম ও টিউবারকিউলিনাম ব্যাসিলিনাম এই দুটি ওষুধই টিউবারকিউলোসিস বীজ হতে উৎপন্ন। ডাক্তার কেন্ট যক্ষ্মারোগাক্রান্ত গরুর লালাগ্রন্থি (gland) থেকে এই বীজ নিয়ে শক্তিকৃত করেই তিনি এর প্রুভিং লক্ষণ প্রকাশ করে গেছেন এবং এর নাম হয়েছে টিউবারকুলিনাম বোভিনাম, আর টিউবারকিউলিনাম ব্যাসিলিনাম মানুষের যক্ষ্মার পূঁজ হতে নিয়ে শক্তিকৃত করে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিশেষ লক্ষণ

১। নির্দিষ্ট ওষুধেও কাজ দেয় না বা স্থায়ী হয় না।
২। লক্ষণগুলি সদাই পরিবর্তনশীল।
৩। অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা।
৪। বেশ খায়দায় তবুও শুকিয়ে যেতে থাকে।
৫। একস্থানে থাকতে চায় না, দেশদেশান্তরে ঘুরতে চায়।
৬। যক্ষ্মারোগের ইতিহাস।

মন্তব্য

উপর্যুক্ত ঐ ছটি বিশেষ লক্ষণ মনে রাখলে ব্যাসিলিনাম ব্যবহার করবার আর কোন বাধা থাকবে না। এই ওষুধটি প্রধানত বৃদ্ধ ব্যক্তি যাঁরা বহুদিন থেকেই সর্দিকাশি ইত্যাদিতে ভুগছেন, রাত্রে দমবন্ধ হবার মতো হয়, আর তৎসহ কষ্টকর কাশি থাকে, তাঁদের পক্ষে অতি উপকারী। যে সর্দিতে দমটি বন্ধ হবার মতো হয় তাতেই এটি বড় কাজ দেয়। যাদের হু করতেই ঠাণ্ডা লাগে, নিত্যই যাদের সর্দি লেগে আছে, অতি সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম হলেই যাদের সর্দিকাশি হবেই, তাদের ঐ সর্দি হবার প্রবণতাটা ভালো করতে হলে ব্যাসিলিনাম অপেক্ষা ভালো ওষুধ আর নেই। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও মানুষ বা শিশু বেশ ভালো খায়দায় অথচ শরীরে বল পায় না, নিত্য তার জন্য দুধ, ঘি, মাখন, মাংস, মাছ, ডিম, স্যানাটোজেন, উইনকারনিস, ভাইব্রোনার ছড়াছড়ি হচ্ছে তবুও দিন দিন সে শুকিয়ে যাচ্ছে—সে অবস্থায় এই ব্যাসিলিনাম উচ্চশক্তি এক দাগ দিয়ে দেখবে যে তার স্বাস্থ্য বদলাতে শুরু করেছে। আবার আর এক রকমের রোগী আছে তাদের মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক পাবে না; তাদের আজ এক অসুখ কাল অন্য অসুখ; আজ এক যন্ত্র আক্রান্ত, কাল অন্য যন্ত্র আক্রান্ত; আবার কোথাও কিছুই নেই হঠাৎ একটা রোগ খুব কঠিন আকার ধারণ করল—নির্দিষ্ট ওষুধ দিয়েও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি সোরিনাম ও সালফার নিশ্চিত হয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বিফল হয়েছে; সেখানে এই ব্যাসিলিনাম ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই। যারা দেখতে লম্বা পাতলা, বুকটি সরু, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু দৈহিক দুর্বলতাযুক্ত, তাদের ওপর এই ওষুধটির ক্রিয়া অত্যধিক। রোগীর বা তার বংশাবলীর ইতিহাসেও যদি যক্ষ্মারোগের সংবাদ পাওয়া যায় তা হলেও ওষুধ খুব বেশি আবশ্যক। রোগীর এত ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা থাকে যে, ঠিক ঠিপারের রোগীর মতো উন্মুক্ত বায়ুতে বেরোলেই তার সর্দি হবে। এক এক সময় তার মনে হয় যে, ঘরের বস্তুগুলি সব তার অজানা—যেন সে এক অজানা স্থানে এসেছে।

ব্যাসিলিনাম একজিমা ও দাদের একটি অতি ভালো ওষুধ। ব্যাসিলিনাম ১০০০ দিয়ে আমি অনেক দাদের রোগী ভালো করেছি। তাই থেকে দাদরোগে এখন আমি কতকটা রুটিনে অভ্যস্ত (routinist) হয়ে পড়েছি। দাদ, বিশেষ করে এক চোখের পাতার দাদ প্রায়ই এতে নিষ্ফল হয় না—ভালো হবেই। অবশ্য এ কথাটা আমার ঠিক পেটেন্ট ওষুধের ব্যবস্থার মতো বলা হলো কিন্তু রোগিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ঐ রোগে এর ক্রিয়া দেখে আমি এতই অবাক হয়েছি যে, ঐসব ক্ষেত্রে ব্যাসিলিনাম আমার একটি অতি প্রিয় ওষুধ হয়ে পড়েছে।

এর রোগীর দারুণ শিরঃপীড়া হয়, যেন লোহা দিয়ে শক্ত করে বাঁধা আছে মনে হয়। প্রাতর্ভোজনের পূর্বে হঠাৎ কখনও কখনও উদরাময় দেখা দেয় কিন্তু আবার দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকে এবং ঐ অবস্থায় দুগর্ন্ধ বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে। যদি ছোট ফোড়া নাকের ওপর পরের পর উঠতে থাকে ও অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়, আর তাতে সবজে দুর্গন্ধ পূঁজ হয় তা হলে ব্যাসিলিনাম দিলে শীঘ্রই তা ভালো হয়ে যায়। মাথার উপর একজিমা, প্লিকা পোলোনিকার (plica polonica) এটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ। অনেক ক্ষেত্রে বোরাক্স ও সোরিনাম বিফল হওয়ার পর এটি দেওয়ায় অনেক খারাপ অবস্থার রোগী নির্মূলভাবে আরোগ্য হয়েছে। সালফারের মতো অতি প্রত্যুষে বাহ্যের তোড়ে মরিবাঁচি পায়খানা ছোটা লক্ষণটিও এই ওষুধের উদরাময়ে আছে। মল কালো, বাদামীবর্ণের, দুর্গন্ধ, জলের মতো খুব তোড়ে বের হয়, অত্যন্ত দুর্বলতা থাকে আর খুব নৈশ ঘর্ম দেখা দেয়। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র হয়, অতি বেশি পরিমাণে হয় আর অতি বেশিদিন থাকে। দাদ ও একজিমায় এটি দেবার আগে মনে রেখ যে অত্যন্ত চুলকানি থাকে, রাত্রে পোষাক খুললেই খুব বাড়ে, স্নানেও তার বৃদ্ধি হয়, রাশি রাশি সাদা খোলস উঠতে থাকে। এর রোগীর রোগ বৃদ্ধি হয় রাত্রে ও অতি প্রত্যুষে এবং শীতল বাতাসে।

ডাঃ অ্যালেনের মতে, সোরিনাম ও সালফার এর সহকারী। ডাঃ বোরিকের মতে, ক্যাল্কেরিয়া ফস ও কেলি কার্ব এর সহকারী।

টিউবারকিউলিনাম দ্বারা রোগী আরোগ্য হবার পর তাকে হাইড্রাষ্টিস দিলে সে বেশ মোটাসোটা হয়। ওষুধটি ৩০ শক্তির নিচে কদাচ ব্যবহার করতে নেই। অতি শীঘ্রই এর কাজ প্রকাশ পায়। সুতরাং দু এক দাগ দিয়ে ফল না হলে পুনঃপুন প্রয়োগের আবশ্যকতা নেই। এর ২০০ শক্তি সপ্তাহে এক দাগ দেওয়া উচিত।

টিউবারকিউলিনাম

আগে যে ওষুধটির কথা বলেছি তার নাম ব্যাসিলিনাম, এইটির নাম টিউবারকিউলিনাম। দুটিই প্রায় একই ওষুধ এবং একই প্রকার যক্ষ্মারোগের বিষ হতে উৎপন্ন। কিন্তু উৎপত্তির একটু পার্থক্যও যেমন আছে তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রও তেমনি অত্যল্প পৃথক। ফিয়াঙ্কিও সোয়ানা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তির ফোড়া ও থুথু ইত্যাদি থেকে যে জিনিসটি নিয়ে শক্তিকৃত করেছেন সেইটির নাম টিউবারকিউলিনাম। কিন্তু ডাঃ হিথ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তির দূষিত ও ব্যাসিলিযুক্ত ফুসফুস হতে যে জিনিসটি নিয়ে শক্তিকৃত করেছেন তার নাম ব্যাসিলিনাম। দুটি ওষুধই বিশ্বাস্য ও সমান ফলপ্রদ। আবার ডাঃ কেন্ট যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গরুর গ্ল্যাণ্ড থেকে নিয়ে যে জিনিসটি শক্তিকৃত করে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তার নাম টিউবারকিউলিনাম বোভিনাম। কেউ কেউ বলেন যে, বোভিনাম ম্যালেরিয়া জ্বরে খুব বেশি কার্যকরী, ব্যাসিলিনাম ঐ ক্ষেত্রে তত কার্যকরী নয়; আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্যাসিলিনাম চর্মরোগেই অতি উপকারী। অবশ্য ঐ প্রকার মতাবলম্বিগণ নিজের নিজের রোগিতত্ত্ব দ্বারা তাঁদের মতামত সুদৃঢ় করেছেন। আমি নিজে কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বর ও চর্মরোগে অপরাপর লক্ষণসহযোগে ব্যাসিলিনামকেই সমান কার্যকরী দেখেছি। ডাঃ অ্যালেন, তাঁর কীনোট পুস্তকে টিউবাকিউলিনাম ব্যাসিলিনামেরই উল্লেখ করেছেন এবং তারই লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পৃথক টিউবারকিউলিনাম নামক কোন ওষুধের উল্লেখ তিনি করেননি। তাঁরই উক্ত টিউবারকিউলিনাম ব্যাসিলিনাম ওষুধটিকে শুধু ব্যাসিলিনাম নাম দিয়ে আমি আগে বর্ণনা করেছি। ডাঃ বোরিক কিন্তু ব্যাসিলিনাম এবং টিউবারকিউলিনামের পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। আমিও তাঁরই পথাবলম্বী হয়ে টিউবারকিউলিনামকে ব্যাসিলিনাম হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করছি।

বিশেষ লক্ষণ

১। মনটি অবসন্ন, সদা শ্রান্তভাব।

২। কুকুর ও প্রাণিদিগকে খুব ভয় করে।

৩। কোন কাজকর্ম করতে চায় না, সদা পরিবর্তন চায়।

৪। লক্ষণগুলি সদাপরিবর্তনশীল।

৫। অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

৬। নির্দিষ্ট ওষুধেও ফল হয় না।

মন্তব্য

তাহলে দেখা গেল যে, এর বিশেষ লক্ষণগুলিও প্রায় সবই ব্যাসিলিনামের বিশেষ লক্ষণাদির সঙ্গে এক। যাহোক ডাঃ নিবেলমন্টেক্স বলেন যে, পুরাতন সিস্টাইটিসরোগে টিউবারকিউলিনাম অতি চমৎকার ও চিরস্থায়ী ফল দেয়। বৃক্কগত বেদনায় (renal colic) টিউবারকিউলিনাম খুবই উপযোগী কিন্তু যেখানে রোগীর যন্ত্র, উদরাদি এবং চর্ম ঠিক নিয়মিত কাজকর্ম করতে সক্ষম হচ্ছে না সেখানে এই ঔষধুটির ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমন কি সেখানে এই ওষুধটির উচ্চশক্তির ব্যবহারে বিপদ হতে পারে।

যক্ষ্মারোগের প্রারম্ভে (incipient tuberculosis) এর মতো ওষুধ আর নেই। পাতলা চেহারার রোগী যাঁর বুকটি সরু, দেহটি ক্ষীণ, মনটি অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত; যিনি সদাই শ্রান্ত ও ক্লান্ত; যাঁর অতি সহজেই ঠান্ডা লাগে এবং যিনি খানদান তবু দিন দিন শুকিয়ে যান তাঁর পক্ষে এই ওষুধ সমধিক উপযোগী। স্নায়বিক শিশুদের মৃগী, সন্ন্যাস ইত্যাদি রোগে এটি অতি অমূল্য ঔষধ। শিশুদের বহুসপ্তাহব্যাপী উদরাময়, অতিশীর্ণতা ও অবসন্নতা এটি প্রয়োগে অতি সত্বর আরোগ্য হয়। দুর্দম্য ও বহুদিনব্যাপী কানের পুঁজ ভালো করতে এর অসীম ক্ষমতা। কিন্তু ঐ রোগে এই লক্ষণটি মনে রেখ। এর প্রয়োগ লক্ষণ হলো কর্ণপটে ছিদ্র (membrana tympani) ও ছিদ্রর চারপাশ অমসৃণ (ragged)।

যে শিশুদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ স্ফুরণ হয় না এবং টনসিল বড় থাকে তাদের পক্ষে এটি খুব উপযোগী। রোগী মাংস খেতে চায় না। কিন্তু শীতল দুগ্ধ পান করতে ইচ্ছুক। সালফারের মতো পেটে শূন্যতার অনুভূতিও এর রোগীর আছে। এর রোগিণীর ডিসমেনোরিয়া রোগে **স্রাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণারও বৃদ্ধি হয়।** সাধারণত ঐ সব রোগে স্রাব বৃদ্ধি হতে থাকলেই যন্ত্রণার লাঘব হতে শুরু করে কিন্তু টিউবারকিউলিনাম ওষুধে ঠিক তার বিপরীত।

টনসিলবৃদ্ধি—রোগে আমি নিজে এই ওষুধ ব্যবহার করে খুব-ফল পাই। জরাজীর্ণ শিশু দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, উন্মুক্ত বাতাসে বেড়াবার সময়ও দমবন্ধভাব হয় আর সর্দিটা নাকে লেগেই আছে—এই রকম অবস্থায় টিউবারকিউলিনাম ২০০ আমাকে কখনও নিরাশ করেনি।

ছেলেদের **ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায়** কঠিন কাশি যখন থাকে, খুব ঘাম হয়, দেহটি পুঁয়েপাওয়ার মতো হয় আর তার সারা বুকে রেলস্ (rales) পাওয়া যায় তখন এই ওষুধটি মন্ত্রের মতো কাজ দেয়। তবে এখানে এক দাগ দিয়ে বসে থেকো না। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ বলে আমি সকল ক্ষেত্রে প্রায় এক

দাগ দিয়ে বসে থাকতুম কিন্তু তাতে ঠকতুম খুব। পরে যখন থেকে ডাঃ বোরিকের ও ডাঃ ফারগাই উডসের (H. Fergi Woods) উপদেশমতো এরকম ক্ষেত্রে এর পুনঃপুন প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছি তখন থেকে আর আমাকে ঠকতে হয় না। এটি নিউমোনিয়ার যে একটি অমিত প্রতাপশালী ওষুধ তা অনেকেই বোধ হয় জানতেন না। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ঘোষ তার বিশদ বিবরণ সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু শুধু বলি যে, নিউমোনিয়ায় আমাদের চিরপ্রিয়তম অ্যান্টিম-টার্ট, ফস, লাইকো, ব্রায়ো, সালফ ইতাদি ভিন্ন যাঁরা একে কখনও চিন্তা করেননি বা ডাকেননি, আমার অনুরোধ, এর পরে তাঁরা নিউমোনিয়ায় টিউবারকিউলিনামের ক্রিয়া যেন পরীক্ষা করেন। ফল দেখে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দেবেন, সন্দেহ নেই। ফুসফুসের শীর্ষদেশে জমা আরম্ভ হইয়াই ওষুধটির অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ (deposits begin in apex of lung)।

নানা প্রকার চর্মরোগে এমন কি মিলমিলা, হাম ও খোঁসপাচড়ায় পর্যন্ত এর ব্যবহার আছে। এর রোগীর **দিবাভাগে অদম্য নিদ্রালুতা** থাকে অথচ রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, খুব সকালে জেগে ওঠে। স্পষ্ট ও কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখে।

জ্বরে বিশেষত সবিরাম জ্বরের (remittent fever) সঙ্কট পরবর্তী (post-critical) উত্তাপ অবস্থায় ওষুধটির বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র আসে কিন্তু ঐ অবস্থাতেও ডাঃ ম্যাকফার্লনের মতানুসারে প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর এই ওষুধটিকে ব্যবহার কর, অদ্ভূত ফল পাবে। ঐ অবস্থায় অতি ঘর্ম ও শীতার্ততা বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ জানবে।

এর রোগী **উন্মুক্ত বাতাসে** ভালো থাকে কিন্তু সঞ্চালনে, সঙ্গীতে, ঝড়ের আগে, দাঁড়িয়ে থাকলে, নিদ্রান্তে ও অতি প্রত্যুষে রোগ বৃদ্ধি হয়।

শক্তি ও মাত্রা

এর শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে দুটি কথা বলা উচিত। পুরাতন রোগীকে এর বারবার প্রয়োগ নিষেধ কিন্তু ছেলেদের রোগে এটি বারবার দিতে হয়। এর ৩০ শক্তি ও ২০০ শক্তি সাধারণত ব্যবহার্য। **টিউবারকিউলিনাম বিফল হলে সিফিলিনাম দিলে ভালো কাজ হয়।**

টিউবারকিউলিনাম বা এই জাতীয় ওষুধ প্রয়োগের আগে রোগীর বুকের অবস্থা খুব ভালো করে দেখতে হবে। কারণ বুকের বা লিভারের অবস্থা খুব ভালো না থাকলে এটি ব্যবহারে বিপদ হতে পারে। সাধারণত এর **১০০০ শক্তির কমে রাজযক্ষ্মার রোগীকে কদাচি দিওনা।** এক দাগ দিয়ে আট দিন হতে আট সপ্তাহ সেই রোগীর ফলাফল অপেক্ষা দেখে যেও। তারপর হয়ত তোমার সিলিসিয়া, লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি ওষুধ আবশ্যক হতে পারে।

টিউবারকিউলিনাম এভিয়ের

এই ওষুধটি পরীক্ষা যক্ষ্মারোগ হতে উৎপত্তি হয়েছে (tuberculin from birds)।

বিশেষ লক্ষণ

১। ইনফ্লুয়েঞ্জাযুক্ত ব্রঙ্কাইটিস।

২। দুর্বলতা, কাশি, ক্ষুধামান্দ্য।

৩। হাতের তালু ও কান চুলকায়।

মন্তব্য

এই ওষুধটি ইনফ্লুয়েঞ্জাযুক্ত ব্রঙ্কাইটিসরোগে মহামূল্যবান। অনেকে এর ব্যবহার জানেন না কিন্তু ব্যবহার করলে তাঁরা যে এই অবস্থায় ওষুধটির গোঁড়া হয়ে পড়বেন তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। টিউবারকিউলোসিসের মতো এরও সব লক্ষণ প্রায় এক। ফুসফুসের শীর্ষের (apex) ওপর এর ক্রিয়া খুব বেশি। এটি ব্যবহারের পরই দেখবে রোগীর দুর্বলতা কমে আসছে, কাশি কমে আসছে, ক্ষুধা বাড়ছে এবং সমস্ত দেহ যেন নবজীবন লাভ করছে। আমার হাতে টিউবারকিউলিনাম এভিয়ের ২০০ প্রয়োগে অনেক শিশু রোগীর বুকের দোষ ও ব্রঙ্কাইটিস ভালো হয়েছে।

রোগিতত্ত্ব

যেসব ছেলের হাতের তালু ও কান চুলকায় তাদের ব্রঙ্কাইটিস হলে আমি সর্বাগ্রে এই ওষুধটির কথা স্মরণ করি। তাতে আমার কাজ অনেক সময় খুবই সহজ হয়ে পড়ে। গত বৎসর চৈত্র মাসে নিজে বিষ্ণুপুর শহরে আমি কয়েকটি শিশু রোগী পাই যারা ইনফ্লুয়েঞ্জাযুক্ত ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছিল। তাদের মধ্যে তিন চারটি শিশুর অন্যান্য লক্ষণাবলীর মধ্যে হাতের তালু ও কান চুলকানো লক্ষণটি ছিল। আমি সেই কজনকে ঐ ওষুধটি ২০০ শক্তিতে দিয়ে খুব শীঘ্র তাদের আরাম দিতে পেরেছিলুম। আমার বেশ মনে আছে এটি প্রয়োগের পরই সর্বাগ্রে রোগীর খুক্‌খুকে কাশির উপশম দেখা গিয়েছিল। এই ওষুধটি খুব ব্যবহৃত না হলেও উক্ত লক্ষণগুলিতে আমি এর বহুল ব্যবহার অনুমোদন করি।

অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া

এই ওষুধটিও রোগজ ওষুধের মধ্যে ধর্তব্য। এটি তিমিমাছের মলের সঙ্গে নিক্ষিপ্ত (excreta of the whales) এক প্রকার বস্তু। অন্যান্য তীব্র গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যাদির ন্যায় এটিও স্নায়ুর উপর গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে। রোগীর মধ্যে স্নায়বিক

লক্ষণ না থাকলে এর প্রয়োগ প্রায় বিফল হয়ে যায়। এটি একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল ওষুধ।

বিশেষ লক্ষণ

১। শীর্ণ, পাতলা ও শুষ্ক চেহারা—যাদের অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে।

২। অত্যন্ত বিষন্নতা, দিনের পর দিন বসে বসে কাঁদে।

৩। ব্যবসাদিতে লোকসানহেতু ঘুমোতে পারে না—উঠে বসে থাকে (অ্যাক্টি, সিপি)।

৪। উদরে শীতলতা অনুভব।

৫। **বাহ্যে বসবার সময় কারও উপস্থিতি অসহ্য, পুনঃপুনঃ নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি এবং তৎহেতু উদ্বেগের বৃদ্ধি।**

৬। মেয়েদের দুই ঋতুর মধ্যকালে পুনরায় ঋতুস্রাব।

৭। পুরু, নীলাভ, শুভ্র, শ্লেষ্মাযুক্ত, শ্বেতপ্রদর—কেবলমাত্র রাত্রে স্রাব।

৮। **দারুণ আক্ষেপিক কাশি তৎসহ স্বরভঙ্গ, উদগার।**

৯। **অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা (nervous hypersensitiveness)।**

১০। **সঙ্গীতে রোগলক্ষণাবলীর বৃদ্ধি।**

মন্তব্য

এই ওষুধটি উত্তেজিত ও স্নায়বিক শিশুদের এবং শীর্ণ এবং স্নায়বিক রোগীদের পক্ষে বড়ই দরকারী। এর রোগী স্নায়বিক ও পিত্ত প্রকোপযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট। যে ব্যক্তিরা বার্ধক্যহেতু দুর্বল হয়ে পড়েছেন (weakened by age) বা যাঁরা অতি পরিশ্রমহেতু অবসন্ন হয়ে গেছেন এবং যাঁরা নীরক্ত ও নিদ্রাহীন, তাঁদের জন্য প্রায়ই এই ওষুধটি দরকার হয়ে পড়ে। **বৃদ্ধদের দুর্বলতা, শীতলতা, আড়ষ্টতা (numbness), একাঙ্গিকরোগ ইত্যাদির পক্ষে এটি মন্ত্রৌষধিবিশেষ।**

এর রোগীর মনে লোকসংসর্গের ভয় হয় এবং সে একা থাকতে চায়। সে **কারও সাক্ষাতে কোনও কাজ করতে পারে না।** বড়ই লাজুক স্বভাব তার। অতি সহজেই তার গাল লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। গান সে আদৌ সহ্য করতে পারে না। গান শুনলেই তার কান্না পায়। এদিকে মনে নৈরাশ্য খুব বেশি জন্মে, জীবনে বিতৃষ্ণা আসে। আবার মনের রাজ্যে কত কল্পনার রঙিন জাল বুনতে থাকে; কত আকাশকুসুম, প্রচণ্ড চিত্তবিভ্রম (fantastic illusions) তার মনের মধ্যে দিনরাত খেলা করে। সে প্রায়ই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে ভাবে, বড়ই বাচাল হয় আর সর্বদা নানান কথা বকতে থাকে। উত্তেজনা ও অস্থিরতা যেন তার সর্বক্ষণের সাথী হয়ে পড়ে। তার কথা কইবার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায় কিন্তু উত্তর প্রত্যাশা করে না।

তার মাথাঘোরা জন্মে এবং তার সঙ্গে প্রায়ই মাথা ও উদরের দুর্বলতা থাকে। মানসিক অবসন্নতার সঙ্গে তার মাথার সামনে ভারবোধ হয়। **মস্তিষ্কের উপর অর্ধাংশে ছিন্নকর ব্যথা জন্মে।** বৃদ্ধ বয়সের মাথাঘোরায় এটি প্রয়োগের একটি অতি বিশেষ লক্ষণ সঙ্গীত শুনিবার সময়ে তার মাথার দিকে রক্তোচ্ছ্বাস হতে থাকে। আবার সকালের দিকে নাক দিয়ে রক্তপড়ারোগটিও আছে। দাঁত থেকেও প্রচুর রক্তস্রাব অনেক সময় এটি প্রয়োগে ভালো হয়। এর রোগীর চুল উঠতে থাকে।

দারুণ আক্ষেপিক কাশিসহ উদগার বা ঢেকুর দেখা গেলে অ্যাম্ব্রো প্রয়োগ করতে ভুলো না। টক ঢেকুর ও তাতে বুকজ্বালা করে; রাত দুপুরের পর যাদের উদর ও পাকস্থলী ফেঁপে যায় এবং উদরে শীতলতার অনুভূতি আসে, তাদের এই ওষুধটি দিলে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

এই ওষুধটির কয়েকটি মূল লক্ষণ বড়ই চমৎকার। মূত্রস্থলী (bladder), মলাশয় বা সরলান্ত্রে (rectum) একই সময়ে ব্যথা বা মূত্রনালীতে (orifice of urethra) ও পায়ু বা গুহ্যদেশে (anus) জ্বালা অ্যাম্ব্রো নির্দেশ করে। হঠাৎ মনে হয় যেন দুচার ফোঁটা প্রস্রাব বের হয়ে গেল (feeling in urethra as if a few drops passed out)—এই লক্ষণটি এর একটি প্রদর্শক লক্ষণের মধ্যে গণ্য। তাছাড়া এর রোগীর প্রস্রাবকালে জ্বালা ও চুলকানি থাকে। **প্রস্রাব বের হবার সময়েও ঘোলা দেখায়** এবং তাতে পাট্‌কিলে রংয়ের (brown) তলানি পড়ে।

মেয়েদের পক্ষে অ্যাম্ব্রা যে কত উপকারী তা বলে শেষ করা যায় না। মেয়েদের একটা লজ্জাজনক ব্যাধি আছে। একে কামোন্মাদনা (nymphomania) বলা হয়। এই লজ্জাজনক ব্যাধিটি দূর করতে অ্যাম্ব্রার ক্ষমতা অসীম। ঐ রোগে রোগিণীর যখন বাহ্যে জননেন্দ্রিয়ে (pudendum) **একটা সুড়সুড়ানির ভাব হয় আর সেখানে ক্ষতের ভাব ও স্ফীতি জন্মে,** তখন অ্যাম্ব্রা অতি সত্বর তাঁকে শান্তি দেয়। এর রোগিণীর ঋতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র হয় আর তাছাড়া থাকে প্রচুর নীলাভ শ্বেতপ্রদর। ঐ প্রদরস্রাব রাত্রে বাড়ে।

স্ত্রীযোনিদেশের চুলকানির ন্যায় এর পুরুষ রোগীদের অণ্ডকোষ বা মুষ্ক প্রদেশেও দারুণ একপ্রকার সুড়সুড়ানি বা চুলকানি হয় এবং আভ্যন্তরিক জ্বালা থাকে; সময়ে সময়ে জননেন্দ্রিয় ভীষণ শক্ত ও দৃঢ় হয়ে পড়ে কিন্তু তৎকালে তেমন কামোদ্রেক থাকে না।

এর রোগীর দারুণ আক্ষেপিক কাশির কথা আগেই বিশেষ লক্ষণ রূপে জানিয়েছি। ঐ কাশি বুকের গভীর প্রদেশ হতে আসে। এটি **স্নায়বিক আক্ষেপিক**

কাশির একটি মহৌষধ। ঐ কাশি লোক সঙ্গ পেলে বৃদ্ধি হয়। গলা সুড়সুড় করে, বুকে ভারবোধ হয়, কাশতে কাশতে দমবন্ধ হবার মতো হয়। ডাঃ বোরিক এর কাশির একটি বিশেষ লক্ষণ জানিয়েছেন ঃ আক্ষেপযুক্ত এবং খকখকে কাশি, যেন বুকের খুব ভেতরে হতে বেরুচ্ছে (hollow, spasmodic and barking cough, coming from deep in chest)।

এর রোগীর অনিদ্রা জন্মে। দারুণ দুশ্চিন্তার জন্য তার ঘুম হয় না–উঠে বসে থাকে। যদি বা সে নিদ্রাগত হয়, উদ্বেগযুক্ত স্বপ্ন দেখে। ঘুমোবার কালে তার দেহটি শীতল হয়ে যায় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নেচে ওঠে।

এটি হাতে পায়ে খিলধরারও একটি ভালো ওষুধ বটে। কোন কিছু মুঠা করে ধরলে গেলে ঐ খিলধরা ভাবটা বেড়ে যায়।

বৃদ্ধি

উত্তপ্ত পানীয়ে ও উত্তপ্ত ঘরে, সঙ্গীতে, শয়নে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠে বা কথা বলায়, কাছে লোক থাকলে এবং অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে—বোরিক। জাগরণের পর।

হ্রাস

আহারের পর, শীতল বাতাসে, শীতল খাদ্যে ও পানীয়ে এবং শয্যা হতে উঠলে। উন্মুক্ত বায়ুতে ধীরে ভ্রমণে—বোরিক। ব্যথাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে—বোরিক।

অ্যাম্ব্রা ওষুধটির সঙ্গে অ্যাম্ব্রার (amber) নামক ওষুধটির যেন ভুল না হয়। মস্কাস এর পর বেশ কাজ দেয়। হিক্কা লক্ষণে ওলিয়াম সাক্সিনাম (oleum succinum) নামক ওষুধটিকে এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা উচিত।

শক্তি

ডাঃ বোরিক বলেন যে, এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শক্তি ব্যবহার করা ভালো এবং এর পুনঃপুন প্রয়োগে ভালো ফলই পাওয়া যায়।

রোগক্ষেত্র

১। অনিদ্রা—মানসিক দুশ্চিন্তাহেতু বা ব্যবসা বাণিজ্য চিন্তাহেতু অনিদ্রারোগ। রোগী হয়ত খুবই ক্লান্ত হয়ে ঘুমোবার জন্য বিছানায় গেল কিন্তু বালিশে মাথাটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে।

২। স্নায়ুদৌর্বল্য।

৩। বার্ধক্যহেতু স্মৃতিবিভ্রংশ।

৪। শিরোঘূর্ণন।

৫। মস্তিষ্ক ও সুষুম্নার কোমলতা।

৭। **কাশি বা হুপিং কাশি**—কাশির সঙ্গে উদর হতে উদগার বা ঢেকুর উঠতে থাকে। ঐ ক্ষেত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড, আর্নিকা, স্যাঙ্গুনেরিয়া ও ভেরেট্রাম অ্যালবামও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অ্যাম্ব্রাই এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অ্যাম্ব্রার কাশির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ঘরে অপরিচিত বা আগন্তুক কেউ এলে কাশি বাড়ে। ঐ কাশি মানসিক কারণহেতু বৃদ্ধি পায় এবং এসব ক্ষেত্রে এটি ফসফরাসের মতো সমান ফলপ্রদ।

৮। **হাঁপানি**—এখানে ডাঃ ফ্যারিংটনের ভাষাটিই উদ্ধৃত করে দিই ঃ হাঁপানির সঙ্গে যদি হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্যহেতু শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুকের মধ্যে বাম দিকে একটা ভারবোধ এবং বুক ধড়ফড়ানি থাকে, তবে অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া প্রয়োগ করা চলে। এসব কষ্টের কারণ হচ্ছে যে, রোগী একটা সঙ্কোচনভাব অনুভব করে; হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরার মতো নয়, যেন বুকের বাম দিকের ভিতরে কি একটা মুচড়ে তাল পাকিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে প্রায়ই হৃৎস্পন্দন থাকে (We may use *Ambra* in asthma, when it is accompanied by cardiac symptoms, oppression of breathing and a feeling as of a load or lump in the left chest, and fluttering in the region of the heart. This comes probably from a constrictive feeling there, not as if a hand were grasping the heart, but as if something in the left side of the chest were squeezed up in a lump.)।

৯। রক্তস্রাব।

১০। **শ্বেতপ্রদর**—এই প্রদরস্রাব শ্লেষ্মাপূর্ণ ও নীলাভ।

১১। **কোষ্ঠবদ্ধতা**—নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি এবং নিকটে কেউ থাকলে কোনও মতেই বাহ্য হয় না। অথচ পুনঃপুন নিষ্ফল মলপ্রবৃত্তি হচ্ছে। দারুণ অস্থিরতা ও উদ্বেগ আছে। এখানে একটা কথা জানিয়ে দিই—মনে রেখো, অ্যাম্ব্রার রোগী যেমন কাছে কেউ থাকলে বাহ্যে বসতে পারে না, নেট্রামের রোগী তেমনি কাছে কেউ থাকলে প্রস্রাব করতে পারে না।

ভ্যাক্সিনিনাম

টিকাবীজ হতে ওষুধটি পাওয়া গেছে। এটির এবং এ জাতীয় অন্যান্য ওষুধগুলির আজ পর্যন্ত তেমন ভালো প্রুভিং হয়নি কিন্তু তবু যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার নির্দেশিত হয়েছে সেখানে এদের উপকারিতা অসীম ও অমোঘ।

বিশেষ লক্ষণ

১। উত্তেজিত, অধৈর্য, ক্রোধী ও স্নায়বিক রোগী।

২। সম্মুখ মস্তিষ্কে ব্যথা।

৩। চোখের পাতা প্রদাহযুক্ত ও লোহিতাভ।

৪। উত্তপ্ত ও শুষ্ক চর্ম।

মন্তব্য

টিকার বীজ হতে মানুষের পুরাতন রোগ হবার অত্যন্ত প্রবণতা থাকে। ডাঃ বার্নেট একে ভ্যাক্সিনোসিস ধাতু নামে বর্ণনা করেছেন। হ্যানিম্যানের সাইকোসিস ধাতুর ন্যায় এই ধাতুও লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। ডাঃ ক্লার্ক নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানে এই ওষুধটির প্রয়োগ বড়ই ফলপ্রদ বলেছেন যেমন, **নিউরালজিয়ায় অদম্য চর্মোদ্ভেদ, শীতার্ততা, অত্যন্ত পেটফাঁপাসহ গরহজম**। তাছাড়া হুপিং কাশিতেও এই ওষুধটি বেশ কাজ দেখিয়েছে। বসন্তরোগের প্রতিষেধক চিকিৎসার জন্য (for prophylactic treatment) অনেক দেশে অনেক প্রকার ওষুধই ব্যবহার হচ্ছে। গোবসন্তের বীজ নিয়ে চর্মের ভিতর টিকা দেওয়াই এর আধুনিক সর্বোত্তম প্রতিষেধক বলে স্থিরীকৃত হয়েছে কিন্তু ঐ প্রকার টিকার অনেক কুফল আছে। তাই আজকাল পরীক্ষা করে স্থির হয়েছে ভ্যাক্সিনিনাম, ভেরিওলিনাম ও মেলাণ্ড্রিনাম ওষুধগুলি বসন্তরোগকে প্রতিরোধ করতে পারে, অথচ পূর্বোক্ত টিকার কুফলও দেখা যায় না।

সর্বসম্মতিক্রমে এখন এটাই স্থিরীকৃত হয়েছে যে, ভ্যাক্সিনিনাম ৬x শক্তির এক গ্রেন একবার মাত্র খাওয়ালেই বসন্তের প্রতিষেধকরূপে কাজ করে। অথচ টিকার কুফলও তাতে দেখা যায় না। বেশ কিছুকাল আগে যখন বসন্ত মহামারীরূপে প্রকাশ পেয়েছিল তখন আমি অনেক লোককেই ভ্যাক্সিনিনাম ৬x এক গ্রেন পরিমাণে একবার মাত্র খাইয়েছিলাম। পরে অত্যন্ত ভীত হয়ে তাঁরা পুনরায় গোবীজের টিকা নেন কিন্তু তাঁদের কারও টিকা ওঠেনি। তাছাড়া একই বংশে যখন কয়েকজন বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন যাঁকে যাঁকে আমি ভ্যাক্সিনিনাম ৬x খাইয়েছিলাম তাঁদের কারও বসন্ত হয়নি।

রোগিতত্ত্ব

চক্ষুরোগ—কাঁথিতে বাসকালীন আমার নিকট একটি শিশু রোগীকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। ছেলেটির বসয় পাঁচ কি ছয় বছর। মাস পাঁচেক আগে তার বসন্ত হয়েছিল। দেশীয় চিকিৎসায় সে সেরে যায় বটে, তবে এর পর থেকেই তার চোখ দুটি বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। চোখ দিনরাত লালবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত থাকে। চোখে জ্বালাযন্ত্রণাও খুব বেশি। আলোতে তাকাতে পারে না। চোখের পাতা দুটি

লোহিতাভাযুক্ত ও প্রদাহান্বিত। এই শেষের লক্ষণটি দেখে এবং বসন্ত হবার পর হতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে জেনে আমি তাকে ভ্যাক্সিনিনাম ৬x প্রত্যহ এক মাত্রা হিসাবে তিন দিন ব্যবহার করতে দিই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল হতেই তার রোগের কিছু উপশম বোঝা যায় এবং সেজন্য সেদিন থেকেই আমি ওষুধ বন্ধ রাখি। পনের দিনের মধ্যে তার চোখের রোগ প্রায় বারো আনা কমে গিয়েছিল কিন্তু আর তেমন ফল দেখা না যাওয়ায় আবার তিনদিন ভ্যাক্সিনিনাম ৬x প্রত্যহ এক মাত্রা হিসাবে দিই। এতেই তার চোখের প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়।

ভ্যারিওলিনাম

এই ওষুধটি বসন্তরোগের বীজ হতে পাওয়া গেছে। বসন্ত গুটিকার পুঁজ হতে (lymph from smallpox pustule) গ্রহণ করে প্রুভিং করার পর এটির ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু এর প্রুভিং ঠিকমতো এখনও হয়নি, কেবলমাত্র আংশিক (fragmentary) প্রুভিং হয়েছে। ডিপথিরিয়া রোগে অ্যান্টিটক্সিন যেমন, এই ওষুধটিও বসন্তরোগে তেমনি।

বিশেষ লক্ষণ

১। বসন্তরোগের ভয়ে ভীত।

২। শ্রবণশক্তির হ্রাস।

৩। মাথার তালুতে যাতনা।

৪। চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত।

৫। দারুণ পৃষ্ঠে ও গায়ে ব্যথা।

মন্তব্য

এই ওষুধটিকে আভ্যন্তরিক টিকারূপে (internal vaccination) ব্যবহার করা হয় এবং এটি বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে কাজ করে। বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে বা তীব্রতা হ্রাস বা আরোগ্য করার জন্য এটি অসংখ্য রোগীর উপর স্বীয় অত্যদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়ে আসছে। ভ্যাক্সিনিনাম ওষুধটি ৬x শক্তিতে খুব নাম অর্জন করেছে। এই ওষুধটি কিন্তু ৬x হতে সি এম পর্যন্ত সকল শক্তিতে সমানভাবে উপকারী হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ ভ্যারিওলিনাম ৩০ হতে ২০০ শক্তি প্রতি সপ্তাহে একবার মাত্র খেতে দিয়ে অসংখ্য লোককে বসন্তরোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করেছেন।

এই ওষুধটি **শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের** উপর গভীর কাজ করে। রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারযুক্ত থাকে, গলা বন্ধ হয় মনে হয়, পুরু ও রক্তাক্ত কফযুক্ত কাশি দেখা দেয় এবং গলার ডান দিকে একটা ডেলা থাকার অনুভূতি জন্মে। রোগীর জ্বরে **অত্যধিক উত্তাপ** বিশেষ করে লক্ষ্য করার। তাছাড়া তার প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম থাকে। চর্ম শুষ্ক এবং চর্মে ব্রণ বা উদ্ভেদ দেখা দেয়। চর্মে এক প্রকার দাদ (shingles) থাকলে ওষুধটিতে মন্ত্রের ন্যায় ফল পাওয়া যায়।

বসন্তরোগে এই ওষুধের ক্রিয়া অতি অদ্ভুত তো বটেই, **দুর্দম্য পৃষ্ঠব্যথায়ও** যে এটি কত উপকারী আর কত তাড়াতাড়ি যে ওষুধটি প্রয়োগ দূর হয় তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু ঐসব ক্ষেত্রে **দুর্দম্য পৃষ্ঠব্যথা বা পায়ে ব্যথা** (excruciating backache, aching in legs) থাকলে ভ্যারিওলিনাম ২০০ এক দাগ দিয়ে তার অদ্ভুত ফল লক্ষ্য করো। আমি একটি রোগীর ঐরূপ দারুণ পৃষ্ঠব্যথা আরোগ্য করবার জন্য আহূত হয়ে তাকে রাস টক্স, নাক্স ইত্যাদি ওষুধ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিয়েও কোন ফল পাইনি। কিন্তু কথায় কথায় সেই রোগী **সর্বদাই বসন্তরোগের ভয়ে ভীত** দেখে তাকে তৎক্ষণাৎ ভ্যারিওলিনাম ১ এম এক দাগ দিই ও আশ্চর্যরূপে এবং অতি সত্বর তাকে ভালো করি।

রোগিতত্ত্ব

শ্রবণশক্তির হ্রাস—বসন্তরোগহেতু চক্ষুপ্রদাহ বা চক্ষের লোহিতাভা ইত্যাদিতে আমি যেমন ভ্যাক্সিনিনাম প্রয়োগে বিশেষ ফল পাই, বসন্তহেতু শ্রবণশক্তির হ্রাস রোগেও তেমনি ভ্যারিওলিনাম আমার ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। একবার জনৈক মুসলমান কৃষাণপত্নীর কর্ণের বধিরতাহেতু আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। রোগিণীর এক বছর আগে ভীষণ বসন্ত হয়েছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় অনেক কষ্টে প্রাণ ফিরে পান। ভালো হবার পরই তার কানে পুঁজ দেখা দেয়। মাস পাঁচেক হলো গাধার মূত্র কানে দেওয়ায় পুঁজ পড়া বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু তার পর হতেই **শ্রবণশক্তি কমে গেছে।** নানা প্রশ্নাদির পর দেখলুম যে, বসন্তরোগের উপর তাঁর ভীষণ ভয় থেকে গেছে। বসন্ত রোগের নাম শুনলে এখনও তিনি কেঁপে ওঠেন। যাহোক আমি তাঁকে সর্বপ্রথমেই ভ্যারিওলিনাম ২০০ এক দাগ ও সাতদিনের প্লাসিবো দিই। তাতে কোনও ফল না হওয়ায় পরে তাঁকে ভ্যারিওলিনাম ১০ এম এক দাগ ও প্লাসিবো দিই। ঐ ওষুধেই প্রায় দুই মাসের মধ্যে তাঁর বধিরতা কমে আসে।

ম্যালানড্রিনাম

এটি ঘোটকের রোগে (grease in horse) হতে পাওয়া গেছে এবং একে ঘোড়ার বসন্তরোগজ ওষুধ বলা যেতে পারে। এই ওষুধটির এখনও বিশেষরূপে প্রুভিং হয়নি, তবে, বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে এটি যে অমিত প্রতাপশালী ওষুধ তা বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে স্থির করেছেন।

বিশেষ লক্ষণ

১। টিকাজনিত যাবতীয় কুফল (থুজা, সিলি)।

২। চর্ম শুষ্ক আঁশযুক্ত।

৩। শীতকালে বা ধৌত করলে হাত বা পা ফাটা।

৪। গোড়ালি আঘাত প্রাপ্তের মতো ও দারুণ চুলকানিযুক্ত।

মন্তব্য

বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে যে তিনটি ওষুধের বিশেষ ব্যবহার আছে তন্মধ্যে ভ্যাক্সিনিনাম ও ভ্যারিওলিনাম ওষুধদুটির কথা আমি পূর্বে বলেছি। এদের ব্যবহার বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ম্যালানড্রিনাম ব্যবহার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। ম্যালানড্রিনাম ২০০ শক্তির অণুবটিকা সপ্তাহে একদিন করে খেতে দেওয়া যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা নেই। বসন্তরোগের চিকিৎসাতে এর অন্তত এক দাগও যেন অতি অবশ্য দেওয়া হয়। আমি অনেক সময় দেখেছি যে, বসন্ত রোগীর কঠিন অবস্থায় এই ওষুধ প্রয়োগে রোগের তীব্রতা খুব কমে আসে, রোগী বিশেষ সুস্থতা লাভ করে। রোগীর উপরের ঠোঁটে মামড়ি থাকলে এবং তা ছিঁড়ে গিয়ে খুব জ্বালা করলে এই ওষুধটির প্রয়োগ নির্দেশ করে। রোগীর কপালে ব্যথা থাকে। ডাঃ কুপার বলেন, এই ওষুধে ক্যান্সাররোগ সমূলে দূর হয়।

সিকেলি কনিউটাম

সিকেলির অপর নাম আর্গট। এই ওষুধটিও রাগবীজ হতে পাওয়া গেছে তবে মানুষের বা জন্তুর রোগীর বীজ থেকে এটি নেওয়া হয়। ইহা এক প্রকার গাছের রোগবীজ হতে পাওয়া গেছে। আমাদের বাঙলার সুসন্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর সাধনা ও অলৌকিক গবেষণার দ্বারা জগতের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ ও পশ্বাদির ন্যায় লতাগুল্ম ও বৃক্ষজগতেরও প্রাণ আছে—তাদেরও প্রাণী বলা চলে। প্রাণিজগতের ন্যায় এই উদ্ভিদজগতের মধ্যেও প্রাণ, অনুভব শক্তি এবং ক্ষুধাতৃষ্ণা

আছে। তারাও প্রাণিজগতের মতো পরস্পরের সৌহার্দ্য প্রেম ভালোবাসা চায়, তারাও সময় সময় লজ্জাবতী হয়ে পড়ে, আবার কখনও বা ভয়ে ভীত ও মূহ্যমান হয়। তাছাড়া তারা রোগজ্বালার অধীন।

সিকেলিকে সাধারণভাবে বলে স্পারড্ রাই (spurred rye)। আর্গট শব্দটি ফরাসী ভাষার অন্তুর্ভুক্ত। ওষুধটি রাই (rye) গাছ হতে পাওয়া যায় না, তবে, রাইশস্য একেবারে প্রথমাবস্থায় কোন রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন এতে একপ্রকার ছত্রাক (fungous growth) জন্মায় তখন সেই হতেই আর্গট ওষুধটি পাওয়া যায়।

বিশেষ লক্ষণ

১। দুর্বল, জীর্ণ, শীর্ণ, অবসন্ন, রুগ্ন, নীরক্ত রোগিণী।

২। ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই থল্থলে।

৩। শীতলতায় উপশম, উত্তাপে দারুণ অনিচ্ছা।

৪। চক্ষু কোটরগ্রস্ত এবং কালিমা রেখাযুক্ত।

৫। জিহবার শেষভাগে শক্ত এবং সড়সড়ানিযুক্ত।

৬। অস্বাভাবিক রাক্ষুসে ক্ষুধা ও অদম্য পিপাসা।

৭। ভীষণ খালধরা (cramps) এবং তাতে আঙ্গুলগুলি ছেতরে যায় ও পেছন দিকে বাঁকে।

৮। চর্ম শীতল, তবুও আবরণ বা উত্তাপ একেবারেই অসহ্য।

মন্তব্য

সিকেলি একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং মহোপকারী ওষুধ। এই সিকেলি আবিষ্কার না হলে কলেরায় যে কত রোগী মারা যেত প্রসবকালে যে কত নারী ইহজগৎ হতে বিদায় নিত তা বোধ হয় নির্ণয় করা যায় না। এর লক্ষণগুলিও অতি পরিষ্ফুট। এটি লোলচর্ম বৃদ্ধাদের এবং শীর্ণ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধদের পরম বন্ধু। এর রোগীর শীতলতার আকাঙ্খা অতি ভীষণ। হয়ত তাঁর দেহটি তখন বরফের মতো শীতল, হয়ত নিদারুণ কোলাপ্স অবস্থায় পড়ে আছেন কিন্তু তবুও তিনি উত্তাপ চাইবেন না ও সহ্য করবেন না। ঐ অবস্থায় যদি তাঁর গায়ে সামান্য কাপড়ও ঢাকা দাও তবে তিনি তা সহ্য করবেন না। ক্রমাগত রক্তস্রাব হতে থাকে, পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত জলের মতো কালো রক্ত। তাছাড়া দুর্বলতা, উদ্বেগ, শীর্ণতা, রাক্ষুসে ক্ষুধা ও দারুণ তৃষ্ণা ইত্যাদি একত্র মিললে সিকেলির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। এর তড়কা, খেঁচুনি বা খালধরা একটি বিশেষ রোগ জানবে। কিন্তু ঐ রোগীর আঙ্গুলগুলি যদি ছেতরে থাকে বা পেছন দিকে বেঁকে যাতে থাকে তা হলেই এটি নির্দিষ্ট কিন্তু যদি তা না হয়ে আঙ্গুলগুলি খালধরা

অবস্থায় মুঠোর মতো হয়ে যায় তা হলে কিউপ্রাম দিতে হবে। সাধারণত কলেরাতে ঐ অবস্থা বেশ দেখা যায় এবং তখন এই পার্থক্য জানা না থাকলে ঐ সিকেলি ও কিউপ্রাম অমৃতোপম ওষুধদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে পারবে না। কলেরার অনেক অবস্থায় সিকেলি ও আর্স এই দুটি ওষুধের পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই আবশ্যকীয়। কারণ এই দুটি ওষুধের সব লক্ষণ প্রায় এক—হুবহু মিলে যায়। কিন্তু বিশেষ করে মনে রেখে দাও যে, যদি সিকেলির রোগী হয় তা হলে সে চাইবে শুধু শৈত্য আর যদি সে আর্সেনিকের রোগী হয় তা হলে চাইবে শুধু উত্তাপ। মুখের মাংসলস্থানগুলি অনেক সময় নাচতে (twitching) শুরু করে ক্রমে তা সর্বাঙ্গেই বিস্তার লাভ করে। প্রস্রাব রুদ্ধ হয়ে যায়, ক্যাথিটার (catheter) দিলে দুই বা পাঁচ ফোঁটা মাত্র বের হয়। প্রকৃত বমি না হলেও ভীষণ গা বমি বমি করে।

এর রোগীর আঙ্গুলগুলি নীলিমা ও কালিমাযুক্ত রংয়ের মতো দেখায়, যেন রক্ত সবটাই সেখানে জমে আছে। চর্ম কুঞ্চিত ও শুষ্ক। শুষ্ক গ্যাংগ্রিন ক্ষততে বিশেষত বৃদ্ধদের বুড়ো আঙ্গুলের বা গাড়ালির ঐ ক্ষততে এই ওষুধটি সবিশেষ উপযোগী।

কি জন্য আর্গট অ্যালোপ্যাথরা ব্যবহার করতেন জানলে আমরা স্ত্রীলোকদের জরায়ুর কোন্ লক্ষণে ওষুধটি উপযোগী বুঝতে পারব। তোমরা জান যে, জরায়ুর সঙ্কোচনের জন্য, গর্ভস্রাব করাবর জন্য ভ্রূণের বহির্গমন দ্রুততর করবার জন্য, প্রসবব্যথা বাড়াবার জন্য, শীঘ্র ফুল (placenta) পড়াবার জন ওষুধটির সমধিক প্রচলন আছে। এর একটি বিশেষ লক্ষণ **বিলম্বিত অথচ নিষ্ফল প্রসবব্যথা**। ফুল পড়তে বিলম্ব হলেও রোগিণীর জরায়ুতে বালিঘড়ির মতো সংকোচন (hourglass contraction) থাকলে ওষুধটি ত্বরায় কাজ হাঁসিল করে দিতে পারে। **প্রসবকালে** পালসের ন্যায় সিকেলি আমাদের পরম সহায়। যে নারীরা সহজে প্রসব করতে পারে না, যাঁরা জীর্ণশীর্ণ, যাঁরা পাণ্ডুর মুখযুক্ত, যাঁদের চর্ম শুষ্ক, কর্কশ ও কুঞ্চিত তাঁদের দুর্বল প্রসবব্যথায় এর তুল্য ওষুধ আর নেই। অনেক সময় **প্রসবব্যথা আদৌ থাকে না।**

রোগিণীর সাধারণত সাবাইনার মতো তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাব হবার প্রবণতা থাকে। ঐ সময় বহুক্ষণ স্থায়ী কোঁথপাড়া বেদনা এবং ক্রমে তা তীব্র হতে থাকে। **প্রসবকালে** রোগিণীর অনিয়মিত, দুর্বল, ক্ষীণ ও বিরামশীল ব্যথা হয়। **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ** ও **ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত যন্ত্রই শিথিল**, আলগা ও খোলা মনে হয় কিন্তু তবু ভ্রূণ বের হয় না। অনেক সময় মূর্ছা পর্যন্ত হয়। প্রসবের পরেও ভ্যাদালব্যথা, ফুল পড়তে বিলম্ব এবং জরায়ুর বালিঘড়ি (hour-glass) সঙ্কোচন হতে থাকে। এই অবস্থায়

অনেকে হাত দিয়ে ফুলটি বের করেন। কিন্তু আমি তাঁদের খুবই ধৈর্য্যের সঙ্গে ঐ লক্ষণে সিকেলি ২০০ এক দাগ দিয়ে ফলাফল দেখতে অনুরোধ করব। আমার অনেক অ্যালোপ্যাথ বন্ধুও আমার কথামতো ঐ অবস্থায় এবং ঐ বালিঘড়ি সঙ্কোচন লক্ষণে সিকেলি ২০০ দিয়ে যে অদ্ভূত ফল পাচ্ছেন তা তাঁরা আমাকে প্রায়ই জানান। শীর্ণ ও অবসন্নতাযুক্ত প্রসূতির যদি স্তনদুগ্ধ লোপ পায় এবং স্তন্য দুটি ঠিকমতো যদি দুগ্ধপূর্ণ না হয় তা হলে এই ওষুধে বড়ই কাজ দেয়। এই ওষুধের নাড়ি ক্ষুদ্র, দ্রুত, সঙ্কুচিত এবং সবিরাম।

দেহের যে কোনও যন্ত্র হতে রক্তস্রাব হওয়া এই ওষুধের একটি লক্ষণ। ঐ রক্ত কালো, পাতলা এবং ক্রমাগত পড়তে থাকে। জরায়ু সংক্রান্ত (uterine) রক্তস্রাবে ঐ লক্ষণযুক্ত রক্তস্রাবসহ রোগিণী যেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে সারা দেহ শীতল যেন বরফ এবং অজ্ঞান ও অচৈতন্য; যেখানে রোগিণীকে দেখে নিরাশ হয়ে ওষুধের বদলে তাঁর মুখে গঙ্গাজল দিতে থাকে তেমন অবস্থাতেও সিকেল যে মন্ত্রের মতো কাজ করে তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ঐ সব ক্ষেত্রে অনেক রোগিণী তাঁর দেহের সর্বত্র সড়সড়ানি (tingling) অনুভব করে ও সেজন্য, তাঁর ধারেকাছে যাঁরা থাকেন তাঁদের রোগীর নানা প্রত্যঙ্গে ঘষতে অনুরোধ করেন। তাছাড়া আঙ্গুলগুলি ছেতরে বেঁকে যায় আর তাতে তাঁর ভয়ানক কষ্ট হতে থাকে। এমন কি রক্তস্রাবের চাইতেও এই ভাবের খালধরা তাঁকে বড় জ্বালাতন করে। রক্তস্রাবরোগে আরও কয়েকটি ভালো ওষুধ আমাদের আছে। যথা ঃ আস্টিলেগো, বোভি, ইপি, বেল, অ্যাম্ব্রা, ট্রিলি, চায়না, অ্যাকো, এরিজেরন, হ্যামা, ফেরাম ফস ইত্যাদি। প্রত্যেকটির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ চিনে রাখা উচিত। ক্যাম্ফর ও ওপিয়াম এর অ্যান্টিডোট। এর ১ হতে ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

ককেলুচিন

ককেলুচিনের অপর নাম পার্টুসিন (pertussin)। এটি হুপিং কাশিজাত শ্লেষ্মা হতে পাওয়া গেছে (taken from the glairy and stringy mucus containing the virus of whooping cough)। ডাঃ ক্লার্কই প্রথমে এই ওষুধটিকে হুপিং ও অন্যান্য আক্ষেপিক কাশিতে ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

বিশেষ লক্ষণ

১। কাশি।
২। আক্ষেপিক কাশি।
৩। হুপিং কাশি।

মন্তব্য

ওষুধটির অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ আর পাওয়া না গেলেও এটি যে কাশিরোগের কিরূপ ফলপ্রদ ওষুধ তা যাঁরা এটি ব্যবহার করেছেন তাঁরাই জানেন। আক্ষেপিক কাশি ও হুপিং কাশিতে এটি মন্ত্রের ন্যায় ফলদায়ক। হুপিং কাশির চিকিৎসায় এই ওষুধটি প্রয়োগে রোগের ভোগকাল অনেক কমে যায়। হুপিং কাশি যে একটি সংক্রামক ব্যাধি তা সবাই জানেন। যে পরিবারে একজনেরও হুপিং কাশি হয় সে পরিবারের প্রায় সকলেরই যে এই রোগের কবলে পড়বে তা প্রায় নিশ্চিত। অনেক সময় পাড়ার প্রায় সকলেই এককালে এই রোগে ভুগতে থাকে। এসব স্থলে যাদের এখনও হুপিং কাশি দেখা দেয়নি অথচ ঘরের অন্যান্যের বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের ঐ কাশি হয়েছে সেখানে তাদের ককেলুচিন ২০০ শক্তি ব্যবহার করালে প্রায়ই এই রোগের কবলে তারা পড়ে না দেখেছি। এই ওষুধটিকে আমি অনেক জায়গায় প্রতিরোধকরূপে (preventive) ব্যবহার করে খুব সুফল পেয়েছি এবং আমি প্রত্যেক হোমিওপ্যাথকেই হুপিং কাশির ব্যাপক পরিব্যাপ্তির (epidemic) সময় ওষুধটির প্রচলন করতে বলি।

শক্তি

ডাঃ বোরিক এর ৩০ শক্তি ব্যবহার করতে বলেছেন। কিন্তু আমি এর ২০০ ও ১০০০ শক্তি অতি কার্যকরী হতে দেখেছি।

হাইড্রোফোবিনাম

ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা হতে এই ওষুধটি পাওয়া গেছে। এটি প্রধানত স্নায়ুমন্ডলীকে আক্রমণ করে। রোগীর হাড়ের ব্যথা থাকে। অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় স্পৃহানিবন্ধন যাবতীয় রোগগুলিতে ওষুধটির বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। আর যেখানে তীব্র আলোকরশ্মি দেখে বা প্রবহমান জলের স্রোত দেখে খিঁচুনি হয় সেখানে এর কার্য অতুলনীয়।

বিশেষ লক্ষণ

১। যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অত্যানুভূতি (hypersensitiveness of all senses)।

২। জল গিলবার সময় দমবন্ধের মতো হওয়া।

৩। অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা।

৪। জলস্রোতের শব্দে, দর্শনে বা চিন্তায় অস্বাভাবিক রোগবৃদ্ধি।

বিস্তৃত বর্ণনা

মস্তিস্ক—পাগল হবার ভয়। জলস্রোতের চিন্তাতেও রোগ বেড়ে যায়। মন্দ সংবাদে, মনের ভাবের উদয় হলে (emotion) যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। পুরাতন শিরঃপীড়া—কপালের দিকে ভীষণ যন্ত্রণা।

মুখগহ্বর—সর্বদা থুথু ফেলতে চায়—মুখের থুথুটা শক্ত (toough and viscid) । রোগীর গলার ক্ষত হয়। সর্বদা ঢোঁক গিলবার ইচ্ছে থাকে কিন্তু গিলতে পারে না। মুখে খুব ফেনা হয়। জল গিলবার সময় দমবন্ধ হবার মতো হয়।

পুংলিঙ্গ—দারুণ কামোত্তেজনা। ইন্দ্রিয়দ্বার সুড়সুড় করে ও লিঙ্গটি মুহুর্মুহু শক্ত এবং শুক্রস্রাব হয় কিন্তু সহবাস সময়ে শুক্রস্রাব হয় না। অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা হতে যে সব রোগ হয় তাতে এটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ।

স্ত্রীলিঙ্গ—রোগী পেটের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাবে বা নিজেকে গর্ভবতী বলে মনে হয় (consciousness of womb). ঠিক হেলোনিয়াস ওষুধটির মতো। বার্বেরিসের মতো রোগিণীর যোনিদ্বার অত্যন্ত স্পর্শ অসহ্যতাযুক্ত এবং তারই মতো সহবাসে যন্ত্রণা পায়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

শ্বাসপ্রশ্বাস—গলার স্বরটি বদলে যায়। কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকে।

মলমূত্র—জলস্রোত দেখলে বা জলস্রোতের শব্দ শুনলেই বাহ্যে পায়। রোগীর পেটে যন্ত্রণা হয় এবং তাঁর প্রচুর জলের মতো বাহ্যে হতে থাকে এবং সন্ধ্যার দিকে তা বৃদ্ধি পায়। ঐরূপ জলস্রোতের শব্দে ও দর্শনে মূত্রত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়।

হ্রাসবৃদ্ধি

জলস্রোতের শব্দে, দর্শনে ও চিন্তায় এবং এমন কি জল ঢালবার শব্দ শুনেও রোগের গতি বৃদ্ধি হওয়া এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ। তীব্র আলোকে, সূর্যোত্তাপে এবং ঘাড় নোয়ালে বৃদ্ধি।

তুলনীয় ওষুধ

ক্যান্থারিস, বেলাডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়াম, ল্যাকেসিস ও নেট্রাম মিউর।

শক্তি

এই ওষধুটি ডাঃ বোরিক ৩০ শক্তিতে ব্যবহারের উপদেশ দিলেও এর ১ এম হতে সি এম শক্তিতে খুব বেশি ফল পাওয়া যায়।

রোগিতত্ত্ব

স্থানীয় জনৈক সূত্রধরের পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের মুহুর্মুহু ফিট হতে থাকে। আনুষঙ্গিক অন্য কোনও বিশেষ লক্ষণ তাঁর ছিল না। প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হবার পর হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হচ্ছিল। যিনি চিকিৎসা করছিলেন তিনি বিশেষ ফললাভ করতে না পারায় এবং রোগীটিও খুবই মজার এবং এর মধ্যে হয়ত শিক্ষার অনেক কিছু আছে এই ভেবে তিনি আমাকে ডাকেন।

বর্ষাকাল। আমি যখন গেলুম তখন আকাশে মেঘ বা জল ছিল না। গিয়ে রোগীর অবস্থাও ভালোই দেখলুম। শুনলুম যে প্রায় পাঁচ ঘন্টা ফিট হননি। ঐ মুহুর্মুহু ফিট হওয়া তাঁর অসুখ, অন্য আর কিছু অসুখ নেই। স্বাস্থ্য ভালোই ছিল, কেবল মধ্যে মধ্যে মাথায় ভয়ানক যাতনা হয়। মুখে থুথু হচ্ছে খুব এবং ফেনাও হচ্ছে।

যাক, সে সব খুবই তুচ্ছ লক্ষণ। এই লক্ষণের ওপর নির্ভর করে কি ওষুধ দেব ঠিক করতে পারিনি। শুনলুম তাঁকে বেলাডোনা ও হায়োসায়ামাস নাইজার দেওয়া হয়েছে। রোগী দেখতে দেখতেই ঝম্‌ঝম্‌ করে আষাঢ়ের কালো মেঘ হতে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। হঠাৎ দেখি রোগীরও ফিট শুরু হয়েছে। হঠাৎ মনে ধাক্কা পাওয়ায় জিজ্ঞাসায় জানলুম যে, রোগী অন্যান্য সময় ভালোই থাকে কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলেই তাঁর ফিট আরম্ভ হয়। ফিট কমলে রোগীও বলেন যে, জল পড়তে দেখলে এবং জলস্রোত বইতে দেখলে তাঁর বুকটা কেমন করে ওঠে এবং তাঁর ফিট হয়। আমি তাঁকে হাইড্রাফোবিন ১০এম দাগ দিই, তাতেই সে ভালো হয়।

আস্টিলেগো মেডিস

এই ওষুধটিও ভুট্টার রোগবীজ হতে (corn-smut) সিকেলির মতো পাওয়া গেছে। একে আমি ক্বচিৎ ব্যবহার্য নোসোড ওষুধের মধ্যে ধরলেও এর ব্যবহারক্ষেত্র খুব প্রশস্ত। বিশেষত এটি স্ত্রীলোকদের জরায়ুর থলথলে অবস্থায় এবং তাদের ঋতুলোপকালের অনেক রোগে অমৃততুল্য মহৌষধ।

বিশেষ লক্ষণ

১। মনে হয় পিঠের দিকে ফুটন্ত জল রয়েছে।

২। হস্তমৈথুনের দুদর্ম্য ইচ্ছা।

৩২। দুর্দম্য রক্তস্রাব।

মন্তব্য

এর রোগীর মনটি অত্যন্ত নিরুৎসাহযুক্ত। ঋতুর গোলমালহেতু স্নায়বিক মাথাব্যথা হয়। চোখে খুব জল পড়তে থাকে, আর তার সঙ্গে চক্ষুতারকায় ব্যথা

জন্যে। রোগীর **হস্তমৈথুনের অদম্য স্পৃহা** এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণের মধ্যে ধর্তব্য। রোগী কামোন্মাদ—কল্পনায় ও স্বপ্নে কামভাবযুক্ত নানাপ্রকার স্বপ্ন বা কল্পনা সৃষ্টি করতে থাকে। সঙ্গে থাকে শুক্রতারল্য এবং মানসিক অতি ক্রোধ এবং অতি নিরুৎসাহিতা।

স্ত্রী রোগীদের ওষুধটি পরম বন্ধু। ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাসিকা ইত্যাদি স্থান হতে যখন রক্তস্রাব হতে থাকে তখন ব্রায়োনিয়ার মতো এটিও অদ্ভুত ক্রিয়া করে। এই প্রকার স্রাবকে অনুকল্প ঋতুস্রাব (vicarious menstruation) বলে। **ডিম্বাশয়ে জ্বালা, যন্ত্রণা ও স্ফীতি থাকে**। গর্ভস্রাবের পর প্রচুর ঋতুস্রাব। সামান্য কারণেই রক্তস্রাব হতে থাকে—**রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং আংশিকভাবে** চাপযুক্ত। ঋতুলোপকালে ক্যাল্কে-কার্ব এবং ল্যাকেসিসের মতো হঠাৎ অতি রজঃস্রাব। কৃষ্ণবর্ণের চাপ চাপ রক্তস্রাব হয় এবং তা লম্বা কালো দড়ির মতো দেখায়। **জরায়ু গলদেশ** (cervix region) **হতে অতি সহজেই রক্তস্রাব হতে থাকলে** এই ওষুধ অতি শীঘ্র তা আরোগ্য করে। প্রসবের পর অতি রক্তস্রাব বা অতি লোকিয়াস্রাবে এটি একটি পরম আরোগ্যকর ওষুধের মধ্যে গণ্য।

এর চর্মলক্ষণও অনেক আছে। চর্মে ছোট ছোট ফোড়া বা একজিমা হয়। চর্ম শুষ্ক। চর্মে তাম্রবর্ণের উদ্ভেদ, খোস। চর্মে জ্বালা বা রৌদ্রদগ্ধ হবার চিহ্ন।

তুলনীয় ওষুধ

সিকেলি, সাবাইনা, জিয়া ইটালিকা (Zea italica)।

শক্তি

ওষুধটির ৩ শক্তি সমধিক ফলপ্রদ।

এক্স-রে

অ্যালকোহলপূর্ণ শিশি রঞ্জনরশ্মিতে রাখলে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ওষুধ পাওয়া যায়। এর রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে এবং জননেন্দ্রিয়সংক্রান্ত গ্রন্থিগুলি বিশেষ করে আক্রান্ত হয়। ডিম্বাশয়ের ও অন্ডকোষের রোগ (atrophy)। তাছাড়া বন্ধ্যাত্বরোগে এটি একটি ফলপ্রদ ওষুধ। যখন ঘা বা অগ্নির দ্বারা দগ্ধ স্থান সহজে সারতে চায়না তখন এর দ্বারা শীঘ্র তা আরোগ্য করা যায়।

লক্ষণাবলী

মস্তিষ্ক—মুখমন্ডল ও মাথার বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রণা হয়। ডানদিকের উঁচু চোয়ালে মৃদু ব্যথা হতে থাকে। ঘাড়টি আড়ষ্ট। ঘাড়ে হঠাৎ ব্যথা—কানের পেছন দিকেই বেশি ব্যথা, বালিশ থেকে মাথা তুলতে গেলে ঘাড়ের মাংসপেশির যন্ত্রণা।

মুখ ও জিহ্বা—জিহ্বাটি শুষ্ক, কর্কশ ও ক্ষতযুক্ত। গলায় ব্যথা হয় এবং গিলবার সময় যন্ত্রণা বোধ করে। তাছাড়া বিবমিষা দেখা দেয়।

পুংলিঙ্গ—কামপূর্ণ স্বপ্ন ও চিন্তা কিন্তু কামেচ্ছা থাকে না। ওষুধটি ব্যবহারে লুপ্ত গনোরিয়া বিষের পুনরাবির্ভাব হয় ও লুপ্ত স্রাব বের হতে থাকে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দারুণ বাতের যন্ত্রণা। তাছাড়া রোগী বড়ই ক্লান্ত ও রুগ্ন বোধ করে। তাঁর হাতের চেটো কর্কশ ও আঁশযুক্ত।

চর্ম—চর্ম শুষ্ক ও তথায় চুলকানিযুক্ত একজিমা। নখের গোড়ার চারদিকে চামড়া লাল হওয়ারূপ (erythema) চর্মরোগ। চর্ম ভাঁজযুক্ত ও শুষ্ক। তাছাড়া চামড়টা ফেটে যায় ও সেখানে ব্যথা থাকে। যাঁদের নখ মোটা হয় এব ং খোঁসপাচড়া হয় ওষুধটি তাঁদের বড়ই উপযোগী।

বৃদ্ধি

এর রোগীর রোগশয্যায়, বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে এবং উন্মুক্ত বাতাসে উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

মন্তব্য

এক্স-রে ১২ শক্তি ব্যবহারে বড়ই সুন্দর ফল লাভ হয়। এটি চর্মরোগের একটি সুন্দর ফলপ্রদ ওষুধ।

হিপোজেনিয়াম

এই মহা শক্তিশালী নোসোড ওষুধটিকে ডাঃ গার্থ উইলকিনসন (Dr. J. J. Garth Wilkinson) প্রথম উপস্থিত করেন। এটি পুতিনস্য (ozaena), গণ্ডমালা, বিষাক্ত ইরিসিপেলাস, বুড়োদের ব্রঙ্কাইটিস, গলনালীসংক্রান্ত (bronchial) হাঁপানি, গলবিলের (pharynx) ঠিক সামনের দিকে ক্ষত এবং নানাবিধ নাসিকারোগে খুবই ফলপ্রদ ওষুধ। নিচে আমি এর প্রদর্শক লক্ষণগুলি জানাচ্ছি ঃ

নাসিকা—লাল ও স্ফীত। সর্দি ও পূতিনস্য। নাকের ক্ষত। নাসিকা হতে যে স্রাব নির্গত হয় তা হাজাজনক,ক্ষতজনক, রক্তমিশ্রিত ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত। গলবিলের ঠিক সামনের দিকটাতে ক্ষত ও ঢিপলি (papule)।

মুখমন্ডল—সমস্ত গ্রন্থিগুলিই স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। তা থেকে প্রায়ই ফোড়া জন্মে।

শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র—স্বরযন্ত্রের কর্কশ ভাব, গলনালীসংক্রান্ত (bronchinal) হাঁপানি। শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দযুক্ত, স্বল্পস্থায়ী ও অনিয়মিত। কাশির সঙ্গে দমবন্ধ হবার মতো অবস্থা; হাঁসফাঁসানি, খুব স্রাব চলে। মনে হয় এখনি বুঝি দমটা বন্ধ হয়ে যাবে। **বুড়োদের ব্রঙ্কাইটিস**। এত শ্লেষ্মা বের হতে থাকে যে মনে হয় বুড়োকর্তা বুঝি এই মুহূর্তেই দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন, যক্ষ্মারোগ।

চর্ম—লসিকাতন্তুবৃদ্ধি (lymphatic swelling), **বাহুতে আব বা মাংস** পিণ্ড (nodule) কখন দেখা যায়। বিষাক্ত ইরিসিপেলাস। উদ্ভেদ, ব্রণ ও ফোড়া, ক্ষত, রুপিয়া (rupia) এবং কাউর ও একজিমায় এর ক্রিয়া এতই চমৎকার যে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

শক্তি

৩০ শক্তি ব্যবহার্য। তবে আমি নিজে কয়েকটি ক্ষেত্রে ২০০ শক্তি ব্যবহার করে খুবই ফল পেয়েছি।

রোগিতত্ত্ব

ষোড়শ বর্ষীয়া এক কুমারী। কলেজে প্রথম বর্ষ শ্রেণীর ছাত্রী। খুবই ঘনঘন সর্দি হয় এবং নাকের দুর্গন্ধ এত যে পাশে বসা যায় না। বহু চিকিৎসাতেও ফল হয়নি। সব ডাক্তাররাই ওজিনা (ozaena) বলেছেন এবং নিজ নিজ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অনুসারে চিকিৎসা করেছেন। কখনও সাময়িক দুই দশদিন ভালো থাকা ছাড়া আর কিছু উপকার পাওয়া যায়নি। আমি নিজে তাকে অরাম মেট প্রভৃতি কয়েকটি খুব শক্তিশালী ওষুধ দিয়েও সুবিধা করতে পারিনি।

সর্বশেষ আমি তাকে হিপোজেনিয়াম দিতে মনস্থ করি এবং দুই ওষুধের ৩০ শক্তি প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা হিসাবে সাতদিন দিয়ে বন্ধ রাখি। দশ পনের দিনের মধ্যে তার উপকার দেখা যায় ও দুর্গন্ধ বন্ধ হয়। কিন্তু পুনরায় একমাস পরে আবার দুর্গন্ধ জন্মে। তখন আমি তাকে হিপোজেনিয়াম ২০০ সপ্তাহে এক মাত্রা হিসাবে তিন মাত্রা দিই। তাতে ঐ তরুণী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়ে যায়, আর তা হয়নি।

বৃদ্ধদের ব্রঙ্কাইটিস রোগে আমি এই ওষুধটিকে খুবই ব্যবহার করি ও বেশ ফল পাই। এক তীর্থযাত্রায় কয়েকজন সাথীসহ আমি বৃন্দাবনে কয়েকদিন থাকি। সেখানে এক বৃদ্ধ মাড়োয়ারী হঠাৎ ব্রঙ্কাইটিসে শয্যা নেন। ক্রমশ তা খুবই ভীষণাকার ধারণ করে। সঙ্গে তাঁর কন্যা, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র। সে এক দারুণ বিপদের অবস্থা। আমি যখন সেই ধর্মশালায় গিয়ে উঠি তখন তাঁর অবস্থা এতই গুরুতর যে, সকলে তাঁর সৎকারের জন্যই চেষ্টা করছেন। আমার সঙ্গে ৫০০ শিশির ওষুধের ব্যাগ

সর্বদাই থাকে। বৃদ্ধের গলা থেকে যেন গামলা গামলা কফ বের হচ্ছে। এত বেশি যে, মনে হচ্ছে ঐ শ্লেষ্মার জন্যই তিনি এখনি দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন। ভাগ্যক্রমে এই দুষ্প্রাপ্য ওষুধটি আমার ব্যাগে ছিল। তাঁকে হিপোজেনিয়াম ৩০ তিন ঘন্টান্তর এক মাত্রা করে দিতে থাকি। প্রথম দিনে চার মাত্রা খাবার পর দ্বিতীয় দিনে দেখা যায় যে, তাঁর শ্লেষ্মা প্রায় কমেই গেছে এবং দমবন্ধ হবার মতো যে আশু মৃত্যুকারক লক্ষণটি সকলকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল তা আর নেই। খুবই আশাপ্রদ ভেবে সেদিনেও দুই মাত্রা দিলুম এবং ঐভাবে আরও চারদিন দেবার পর তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে আসে এবং ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

রেডিয়াম

ডাঃ ডিফেনব্যাক (Dr. Diffenbach) এর সর্বপ্রথম ব্যবহার নির্দেশ করেন। তাঁর প্রুভিংয়ের পর হতে এই ওষুধটি চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধুনা রেডিয়াম আমাদের হোমিওশাস্ত্রের একটি মহামূল্য রত্নবিশেষ।

বাত, নানাপ্রকার চর্মরোগ, বয়োব্রণ, ক্ষত, ক্যান্সার এবং রক্তচাপের ক্ষেত্রে এটি যে কত চমৎকার ওষুধ তা ব্যবহার করলেই বোঝা যাবে। **সর্বাঙ্গে ভীষণ ব্যথা** তৎসহ অস্থিরতা এবং নড়েচড়ে বেড়ালে উপশম এই ওষুধটির একটি চমৎকার প্রদর্শক লক্ষণ। **পুরাতন গ্রন্থিবাতরোগে** (chronic rheumatic arthritis) এর মূল্য খুব বেশি। ওষুধটির লক্ষণগুলি বিলম্বে প্রকাশিত হয়। রেডিয়ামজনিত ঘা সারতে খুবই সময় নেয়। অত্যন্ত দুর্বলতা থাকা এর একটি নির্দেশক লক্ষণ।

আমি নিচে এর বিস্তারিত লক্ষণগুলি জানাচ্ছি ঃ

মন—এর রোগীর মন খুব ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পায়। লোকসঙ্গ চায়, লোকের কাছেই থাকতে চায়। রোগী সর্বদা ক্লান্ত ও উত্তেজিত থাকে।

মাথা—এতে মাথাঘোরা আছে। বিছানায় থাকলে মাথার পেছন দিকে ব্যথা হয়। মাথার তালুতে যন্ত্রণা। **ডান চোখের উপর ভীষণ ব্যথা;** ঐ ব্যথা চাঁদির দিকে যায় এবং **উন্মুক্ত বাতাসে ভালো থাকে**। মাথাটা ভার থাকে। সামনের কপালে ব্যথা। দুটি চোখই খুব ব্যথা করে।

নাক—নাকের গর্তের (nasal cavities) মধ্যে চুলকানি ও শুষ্কতার অনুভূতি। **রোগী উন্মুক্ত থাকাকালে ভালো থাকে।**

দাঁতের মাঢ়ী—ডানদিকের নিম্ন মাঢ়ীতে ব্যথা।

মুখগহ্বর—মুখগহ্বরের শুষ্কতা। মুখের মধ্যে ধাতুর আস্বাদ। জিহ্বার শেষে ব্যথা অনুভব (prickling sensation)।

পাকস্থলী ও উদর—পাকস্থলীর মধ্যে শূন্যতার অনুভূতি, ওখানে গরম মনে হয়। বরফ, আইসক্রীম বা মিষ্টদ্রব্যে অনিচ্ছা। বিবমিষা ও উদগার ওঠা। পেটে ভীষণ খালধরা বেদনা (ম্যাগ-ফস)। পেটের মধ্যে ভীষণ বায়ু হড়হড় করে। পেটটা ভীষণ ফেঁপে যায়। উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে হয়। অর্শ থাকে ও গুহ্যদ্বারের চারদিকে ভীষণ চুলকানি হয়।

প্রস্রাবযন্ত্র—অ্যালবুমেনযুক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাবদ্বারে উত্তেজনা। **বাতের লক্ষণযুক্ত বৃক্কপ্রদাহরোগে (nephritis) বিশেষ উপকারী।** শয্যামূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনিদেশের **ভীষণ চুলকানি**। বিলম্বিত ও অনিয়মিত ঋতুসহ কোমরব্যথার ইহা একটি অতি চমৎকার ওষুধ। ঋতুস্রাব হলেই পেটে ও যৌনাস্থির (pubes) উপর খুব বেদনা হতে থাকে। ডান স্তনটিতে একটা ক্ষতের অনুভূতি থাকে এবং ডান স্তনটি যদি খুব জোরে জোরে ঘর্ষণ করা যায় তবে আরাম পায়।

শ্বাসপ্রশ্বাস সম্বন্ধীয়—অবিরাম কাশি, গলা সুড়সুড় করে। শুষ্ক ও আক্ষেপিক কাশি। গলাটা শুষ্ক ও ক্ষতভাবযুক্ত থাকে এবং বুকটা যেন আবদ্ধ মনে হয়।

পৃষ্ঠদেশ—পিঠের ব্যথা, মাথাটা সামনে ঝুঁকলে, দাঁড়ালে বা সোজা হয়ে বসলে আরাম পায়। কোমরের ব্যথা (lumbar and sacral backache), মনে হয় যেন হাড়ে ব্যথা হয়েছে। কিছুক্ষণ ধরে সঞ্চালনে উপশম পায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা। **গাঁটে গাঁটে ভীষণ বেদনা**। কাঁধ, বাহু, হাত ও আঙ্গুলগুলিতে তীব্র ব্যথা। পা, বাহু, ঘাড় খুব শক্ত ও ভগ্নপ্রবণ—মনে হয় নড়াচড়া করলেই ভেঙে যাবে। বাহু দুটো খুব ভারী থাকে। কাঁধের হাড়ে শব্দ হয়। পদাঙ্গুলিতে ব্যথা। মাংসপেশিগুলিতে অসহ্য ব্যথা। **গ্রন্থিবাতরোগে রাত্রে বৃদ্ধি এর নির্দেশক লক্ষণ।** আঙ্গুলের নখগুলির পরিবর্তন হয় (trophic changes)।

চর্ম—ছোট ছোট ব্রণ ও উদ্ভেদ। **চর্মরোগে জ্বালা, স্ফীতি ও আরক্ততা এবং চুলকানি এর বিশেষ লক্ষণ।** সারাদেহে ভীষণ চুলকানি (itching), সেই সঙ্গে ভীষণ জ্বালা—মনে হয় যেন আগুনে পুড়ছে। অপিতলমা (epithelioma)।

নিদ্রা ও স্বপ্ন—অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা। আলস্যতাসহ রোগীর একটা ঘুম ঘুম ভাব আসে। **আগুনের স্বপ্ন**। ব্যস্ততাপূর্ণ ও পরিষ্কার স্বপ্ন দেখা।

জ্বর—ভিতরে শীতলতার অনুভূতি এবং দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্ করা। ঐ ভাবটা দুপুর পর্যন্ত থাকে। আভ্যন্তরীণ ঐ শীতভাবের পরই চর্মে উত্তাপের অনুভূতি আসে, সেই সঙ্গে পেটফাঁপা ও তরল বাহ্যে হতে থাকে।

হ্রাস

১। উন্মুক্ত বাতাসে।

২। ক্রমাগত সঞ্চালনে।

৩। উত্তাপযুক্ত জলে অবগাহনে।

৪। শুয়ে পড়লে।

৫। চাপ দিলে।

৬। ডান স্তন জোরে ঘসলে।

বৃদ্ধি

উঠে বসলে।

তুলনীয় ওষুধ

অ্যানা-ওরি, এক্স-রে, রাস, সিপিয়া, ইউরে-নাই, আর্স পালস, কষ্টি।

অ্যান্টিডোট

রাস ভেনে, টেলিউ।

শক্তি

১২x বিচূর্ণ ও ৩০।

নিজ অভিজ্ঞতা

বহুদিন হতেই আমি রেডিয়াম ওষুধটিকে রোগিক্ষেত্রে ব্যবহার করে আসছি। দুর্দমনীয় চর্মরোগে রাস, অ্যানা-ওরি ইত্যাদি যেখানে বিফল হয়েছে, সেখানেও রেডিয়াম ৩০, এক মাত্রা দিতেই অত্যাদ্ভুত ফল হামেশা দেখেছি।

এক অতি কঠিন সোরিয়েসিস রোগিণী কলকাতার নিকটবর্তী স্থান হতে আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসেন। বয়স বাইশ চব্বিশ, রং ও গঠন অতি চমৎকার। তাঁর সর্বাঙ্গে দারুণ একজিমার মতো হয়ে দেহের রং ও নখ একেবারে বিকৃত করে দিয়েছে। তাঁকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্তা ভেবে তাঁর আত্মীয়স্বজন হতে তিনি প্রায় পরিত্যক্তা ও ঘৃণিতা হয়ে মনের দুঃখে কতদিনে ঐ অভিশপ্ত জীবন শেষ হয় সেই চিন্তাতে মগ্ন থাকতেন।

চিকিৎসাও বহু হয়েছে। অ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি ইনজেকশন ইত্যাদি। কিন্তু সব বিফল হয়ে যায়। পরে তাঁর স্বামী তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসেন।

আমি তাঁকে প্রথম হতেই লক্ষণানুসারে ধাতুদোষঘ্ন (constitutional) চিকিৎসা আরম্ভ করি কিন্তু এক বৎসর চিকিৎসাতেও বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা—সর্বোচ্চ শক্তির দীর্ঘক্রিয়াশীল ধাতুদোষঘ্ন ওষুধগুলি একে একে বৃথা হয়ে পড়ল। নিরাশার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। ইতিপূর্বে দুই চারটি কঠিন সোরিয়েসিসের রোগী চিকিৎসা করে ভালো করেছি। সময় নিয়েছে অতি দীর্ঘ কিন্তু নিরাশ আমায় করেনি লক্ষণানুসারে প্রদত্ত ওষুধগুলি। আমরা জানি যে, সোরিয়েসিসরোগকে অ্যালোপ্যাথগণ (এবং অনেক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকও) অসাধ্য রোগ বলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অতীতে সোরিয়েসিস রোগীকে শুধুমাত্র হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করেছি।

এ ক্ষেত্রেই আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছিলুম। সর্বশেষে আমি তাঁকে রেডিয়াম ৩০ সপ্তাহে এক মাত্রা দিতে থাকলুম। সাত মাত্রা দেবার পর যেমনি দেখা গেল যে, অনেকটা ভালোর দিকে যাচ্ছে তেমনি ওষুধ বন্ধ রাখলুম। তিন মাস ভালোর দিকে যেতে যেতে আবার বাড়তে শুরু করল এবং এমন বাড়ল যে পূর্বে যেমন ছিল তার চাইতেও যেন বেশি হয়ে পড়ল।

আবার দিলুম রেডিয়াম। কিন্তু এবারে রেডিয়াম ২০০ সপ্তাহে এক মাত্রা করে দিতে থাকলুম। তিন মাসের মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলেন।

কিন্তু কি সর্বনাশা রোগ! প্রায় পাঁচ মাস ভালো থেকে আবার দেখা দিল। তবে এবার আর তেমন ভীষণ মূর্তিতে নয়। এখানে সেখানে দেখা দিতে থাকল।

আমিও আবার দিলুম রেডিয়াম ২০০, ১ এম, ১০ এম এবং সি এম। শেষ মাত্রা দেওয়া হয়ে গেছে আট মাস আগে। একদম ভালো আছেন। দেহ, স্বাস্থ্য, রূপ রং যেন তাঁর ফেটে পড়ছে। রোগের কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছেন তাঁরা কিন্ত আমি এখনও ভুলিনি। তাঁরাও আমার সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ রেখে চলেছেন।

এমন কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ রোগী প্রায় দেখিইনি। নামধাম স· জানাতে নিষেধ বলেই জানাতে পারছি না, নইলে এখনি আপনারা তাঁদের কাছে গিয়ে সব দেখে আসতে পারতেন।

এই রোগীতে আমি রেডিয়ামের অলৌকিক ক্রিয়া দেখে তাজ্জব বনে গেছি।

ম্যাগনেটিস পোলি আম্বো

ম্যাগনেটিস পোলি আম্বো (magnetis polio ambo)। চুম্বককে (magnet) দুগ্ধশর্করা বা পরিস্রুত জলে রাখলে ওষুধটির উৎপত্তি হয় (sugar of milk or distilled water exposed to influence of entire mass)। ওষুধটি সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ জানতে হলে ডাঃ অ্যালেনের সুবিখ্যাত নোসোড্‌স্ পুস্তকটি পাঠ করা উচিত।

বিশেষ লক্ষণ

১। সারা দেহে জ্বালাযুক্ত বর্শাবেঁধা যাতনা।

২। হাড়ের সংযোগস্থলে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা।

৩। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হঠাৎ নেচে ওঠা।

৪। মাথাব্যথায় মনে হয় যেন নখ দিয়ে ভিতরে বিঁধছে।

৫। পুরাতন ক্ষত হতে পুনরায় রক্ত পড়া।

রোগিতত্ত্ব

এই ওষুধটির বিশেষ ব্যবহার কোথাও পূর্বে করিনি অথচ এটি আমার সঙ্গে থাকত। একদা একটি বাড়িতে কলেরা চিকিৎসায় গিয়ে চিকিৎসাদির পর তাঁদের ঘরের কোনও এক বর্ষীয়সী মহিলা বলেন যে, তাঁর স্তনবৃন্তের উপর পাঁচ সাত বছর আগে একটি ভীষণ ক্ষত হয়, উপরে মলমাদি প্রয়োগে তা ভালো হয়েছে বটে কিন্তু এখনও হঠাৎ মাঝে মাঝে তা থেকে রক্ত পড়ে। আমি পরীক্ষা করবার জন্য এই ওষুধটি ব্যবহার করতে দিই এবং তাতেই তিনি সেরে ওঠেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কত শক্তি ব্যবহার করেছিলাম তা আমার স্মরণ নেই।

ইলেকট্রিসিটাস

দুগ্ধশর্করাকে বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে রাখলে ইলেকট্রিসিটাস নামক ওষুধটির উৎপত্তি হয়। যদিও এর বিশেষ প্রুভিং হয়নি তথাপি নিচের কয়েকটি লক্ষণ যেখানে একত্র পাওয়া যায় সেখানে এর প্রয়োগ বিফল হয় না।

বিশেষ লক্ষণ

১। উদ্বেগ।

২। স্নায়বিক কম্পন।

৩। অস্থিরতা।

৪। বুক ধড়ফড়ানি।

৫। মাথাব্যথা।

মন্তব্য

এর রোগীর একটা মজার লক্ষণ আছে। ঝড় বা বজ্রাঘাতের (thunderstorm) আগমনের আগে রোগী খুবই কাতর হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতির ঐ অবস্থাটিতে বড়োই ভয়। তাছাড়া হাত পা খুব ভারি বলে মনে হয়।

ম্যাগনেটিস পোলাস আর্কটিকাস

ওষুধটিকে ইংরেজীতে বলে নর্থ পোল অব দি ম্যাগনেট (north pole of the magnet)। এর বিশেষ প্রুভিং না হলেও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়।

বিশেষ লক্ষণ

১। মুহুর্মুহু ঘুম ভেঙ্গে যায়।

২। ঘুমোতে ঘুমোতেই উঠে বেড়ায়।

৩। মাথার তালুতে শীতলতানুভব।

৪। দন্তশূল।

ম্যাগনেটিস পোলাস অস্ট্রেলিস

একে ইংরেজীতে সাউথ পোল অব দি ম্যাগনেট (south pole of the magnet) বলে।

বিশেষ লক্ষণ

১। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের অন্তর্মুখী হবার প্রবণতা (ingrowing toe-nail)।

২। পায়ের সন্ধিস্থলে সহজেই অস্থিচ্যুতি।

৩। পাগুলি ঝুলিয়ে রাখলেই খুব যাতনা হয়।

মন্তব্য

পদতল ও নখসম্বন্ধীয় লক্ষণাবলীতে এই ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ। পায়ের নখ ভেতরে ঢুকে যেতে চায় (ingrowing toe-nail) লক্ষণটি দেখে আমি যেখানেই এটি ব্যবহার করেছি সেখানেই সফলকাম হয়েছি। ঐ লক্ষণটিতে যে কেউ এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন তিনিই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন।

সিরিনাম

একে কর্কটরোগের (cancer) নোসোড বলে ধরা হয়। এখনও ওষুধটির প্রুভিং না হলেও কয়েকটি লক্ষণে এর প্রচলন আছে।

বিশেষ লক্ষণ

১। কর্কট ধাতুদুষ্ট ব্যক্তি।

২। গ্রন্থিগুলি বৃদ্ধিযুদ্ধ।

৩। বুকের কর্কট।

মন্তব্য

কর্কটধাতুদুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এটি একটি মহৌষধ। বক্ষঃস্থলের কর্কটরোগে (cancer of the breast) ওষুধটির দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া এটি কৃমিরও ওষুধ। আমি অনেক জায়গায় লক্ষ্য করেছি যে, অন্যান্য লক্ষণাদি নিয়ে সিরিনাম ব্যবহার করার পর সেই রোগীর মলের সঙ্গে কেঁচোর মতো কৃমি বের হয় অথচ তার যে কৃমির ধাত ছিল তা নয়। ডাঃ ক্লার্কও ঐ বিষয়টি খুব লক্ষ্য করেছেন। আমার মনে হয়, হোমিওপ্যাথরা এই ব্যাপারটি যদি একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখেন তা হলে এর একটা সুমীমাংসা হয়। আমি কিন্তু এটি কেঁচো ও কৃমির জন্য ব্যবহার করে দেখেছি যে, ব্যবহারের পর মলসহ ঐ কৃমি বের হচ্ছে। সাধারণত ৩০ শক্তিতে আমি এটি ব্যবহার করেছি এবং তাতেই ঐ ফল দেখা গেছে। এই বিষয়ে আমি আমার হোপিওপ্যাথ ভ্রাতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

কোলেস্টারিনাম

কোলেস্টারিন—পিত্তাশয় এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বড় গ্রন্থির অপিতলম আবরণের (epithelium lining) সক্রিয় উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত (cholesterine—The proximate principle furnished by the epithelium lining of gall bladder and the larger ducts.)।

এটি হচ্ছে লিভারের কর্কটরোগের ভালো ওষুধ। এর রোগীর লিভারে খুব রক্তাধিক্য হয় (obstinate hepatic engorgement) । লিভারের পাশে জ্বালা ও বেদনা থাকে। চলবার সময় তাঁর কষ্ট হয় বলে বেদনার জন্য হাত দিয়ে পেট চেপে ধরেন।

এই ওষুধে কামলা রোগও (jaundice) আরোগ্য হয়েছে। কামলারোগের সঙ্গে রোগীর যদি লিভারের দুই পাশে জ্বালাযুক্ত বেদনা থাকে তা হলে এই ওষুধ তাঁকে প্রায় অচিরেই আরোগ্য করবে।

এটি পিত্তপাথুরিরও (gallstone) খুবই চমৎকার ওষুধ। আমি কয়েকটি পিত্তপাথুরি রোগীকে কোলেস্টারিনাম ৩x ব্যবহার করিয়ে অতি সহজে সুস্থ করেছি।

এছাড়া চক্ষের ভিট্রাসের (vitreous) অস্বচ্ছতা রোগেও এটির ব্যবহার আছে।

শক্তি

৩x এবং ৬x শক্তিই আমি নিজে ব্যবহার করে চমৎকার ফল পাই।

ক্যালকুলোবিলি

পিত্তপাথুরি বিচূর্ণ করে ওষুধটি পাওয়া যায়। পিত্তপাথুরি (biliary lithiasis) অবস্থায় এই ওষুধটি ১২x শক্তিতে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া আছে।

মিউকোটক্সিন

একটি সর্দির জীবাণু হতে ক্যাহির তৈরি (Cahi's preparation with the micrococcus catarrhalis), আর অপরটি ফ্রায়েডল্যাণ্ডারের নিউমোনিয়া ও মাইক্রোকক্কাস টেট্রাজেনাস জীবাণু হতে তৈরি (Friedlander's bacillus of pneumonia and the micrococcus tetragenus)।

রোগিক্ষেত্র

শিশুদের ও বৃদ্ধদের তরুণ বা পুরাতন শ্লেষ্মাযুক্ত সর্দিতে ওষুধটি ব্যবহৃত হয়।

নিউমোকক্সিন ২০০

ফ্রিঙ্কেলের (Fraenkel) ডিপ্লোকক্কাস ল্যান্সিওলেটাস (diplococcus lanceolatus) নামক জীবাণু হতে তৈরি। নিউমোনিয়া, পক্ষাঘাতবৎ এবং প্লুরিসির ব্যথায় এই ওষুধটির ব্যবহার সূচিত হয়।

নিউমোটক্সিন

ঐ শ্রেণীর অপর ওষুধটির নাম নিউমোটক্সিন। এটি ক্যাহির তৈরি। উপরিল্লিখিত নিউমোনিয়া এবং প্লুরিসিরোগে এর ব্যবহারও আছে।

নিজ অভিজ্ঞতা

নিউমোটক্সিন ওষুধটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে আমি ওষুধটিকে রোগিক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেষ্টা করি। ক্রমশ আমি নিউমোনিয়ায় এই ওষুধের কাজ দেখে অবাক হই। শেষে আমি এর ওপর এতই নির্ভরশীল হই যে, নিউমোনিয়া রোগী পেলেই আমি এর ২০০ শক্তি দেবই দের। বহু স্থানে এর অত্যদ্ভুত ক্রিয়াতে আমি আজও মুগ্ধ হয়ে আছি। আমার, শিষ্য, শিষ্যা ও ছাত্রছাত্রীদিগকে এই ওষুধটির দিকে মনোনিবেশ করতে বলছি।

আলোচনা

রোগবীজজাত ওষুধগুলিকে আমরা নোসোড্‌স্ বলি। খোসপাঁচড়া, ডিপথিরিয়া বা গলক্ষত, যক্ষ্মার বীজ, বসন্তের পূঁজ এবং আরও বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির ভেতর থেকেই আমরা এসব পরম মঙ্গলকর অমৃতোপম ওষুধ লাভ করেছি। জগতের মহা অশুভ হতে যেমন শুভের উৎপত্তি হয় এবং মৃত্যু হতেই যে নবজীবনের সূত্রপাত ঘটে, তেমনি নোসোড্‌স্ ওষুধগুলির আর্বিভাবও তারই প্রমাণস্বরূপ বলা যায়।

কিন্তু এই ওষুধগুলির যত অপব্যবহার হয়েছে তত বোধ হয় আমাদের আর কোনও ওষুধে হয়নি। আবার অন্যত্র এর ব্যবহারও খুব সীমাবদ্ধ দেখা যায়। অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা স্থানে অস্থানে, চোখ কান বুজে, গতানুগতিকভাবে (as routinist) ওষুধের বহুল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ করে চলেছেন। এঁদের মতে, এসব পরম কল্যাণকর ওষুধের অপপ্রয়োগের কুফলে যে কত সর্বনাশ হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। পুরাতন রোগীর সংখ্যা আমার হাতে যতই বেড়ে চলেছে ততই এই গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধগুলির অপপ্রয়োগের কুফল বেশি করে আমার চোখে পড়ছে। কোথাও কিছু নেই কিন্তু যৌবনে গনোরিয়ার (গনোরিয়া কিনা তারও ঠিক নেই) মতো দুই একটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, অতএব ডাক্তারবাবু রোগীকে দিয়েছেন মেডোরিনাম। তাও এক আধ মাত্রা নয়। সি এম, ডি এম, সি এম এম এমনি কত কি! ফলে রোগীর অবস্থা দেখে কান্না পায়। রোগ নয় ঔষধজ কুফলেই রোগীকে আমরা খুন করতে বসেছি।

এই সেদিনের একটা রোগীর কথাই বলছি। যুবকের সর্দিকাশির ধাত এবং পিতার হাঁপানিতে মৃত্যু হয়েছিল বলে জনৈক চিকিৎসক তাকে টিউবারকিউলিনাম ১০০০ শক্তি প্রতি সপ্তাহেই একমাত্রা করে দিয়ে চলেছেন। এটা যে কত সর্বনাশের কথা তা আপনারা সবাই বুঝবেন। ফলও ঠিক ফলেছিল। যুবক ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে, ঘুসঘুসে জ্বর দেখা দেয়, তার সঙ্গে আসে কাঁশি। এভাবে কিছুদিন

চলবার পর তার কফের সঙ্গে রক্ত ওঠে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় যক্ষ্মা বলে সিদ্ধান্ত হয় ও তাদের মহা আড়ম্বরপূর্ণ চিকিৎসার চূড়ান্ত হয়। মৃত্যু তার হলো। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করি, তার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? কতিপয় অদৃষ্টবাদী কপালে হাত দিয়ে ইঙ্গিতে উত্তর দেবেন জানি কিন্তু বুকে হাত দিয়ে সত্য উত্তর বলতে বলতে আমাদের মাথা নত হয়ে বুক ফেটে যাবে না কি?

এরকম হৃদয়বিদারক ঘটনা বহু আছে। বলার দরকার নেই। আপনারাও তা নিত্যই দেখবেন ও শুনবেন। অমৃতও অপাত্রে পড়লে যে বিষ হয়ে যায়, এই সত্য শিক্ষাটা আমাদের হওয়া উচিত।

কিন্তু আবার বিপরীত দিকও আছে। একদল চিকিৎসক আছেন যাঁরা মরে গেলেও রোগবীজজাত (নোসোড্‌স্) ওষুধ কদাচ রোগীকে দেবেন না। সাক্ষাৎ যমের মতো করাল রোগের বীজ থেকে যা তৈরি হয়েছে সেই কালকুট কি কেউ সজ্ঞানে কোনও মানুষকে খাওয়াতে পারে? মনে পড়ে আমার এক রোগিণীর কথা। নিউমোনিয়া চলছে এবং আমি লক্ষণানুসারে তাকে টিউবারকিউলিনাম দিবার জন্য বারবার তাঁর চিকিৎসককে উপদেশ পাঠাচ্ছি। কিন্তু তিনি সভয়ে নিরস্ত থাকছেন। তিনি কেবল আমাকে বিস্ময়ব্যাকুল স্বরে নিষেধ করছিলেন। বলছিলেন, স্যার, যক্ষ্মার বীজটা আর নাইবা দিলুম এই নির্দোষ ভদ্রমহিলাটিকে! মহিলার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। লক্ষণগুলির প্রবলতাও দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অগত্যা একদিন আমি নিজে তাকে টিউবারকিউলিনাম ২০০ এক মাত্রা খাইয়ে দিই। ওষুধের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়ায় এক মাত্রাতেই সেই প্রবল নিউমোনিয়া ভালো হয়। এই ঘটনাতে সেই চিকিৎসকেরও জ্ঞানচক্ষু খোলে।

এই দুটো বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। কেউ কেউ হুঁ করতেই নোসোড্‌স্ ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ বিশেষ দরকারের সময়ও এই ওষুধ দিতে ভয় পান। আমার লেখা নোসোড্‌স্ বইটি প্রকাশ হবার পর থেকে এই ধরনের সমস্যা ও প্রশ্ন প্রায়ই আমি শুনছি। উত্তরও আমি প্রায় সবাইকেই দিয়েছি। শক্তিকৃত ওষুধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাবই এই সকল সমস্যা এনেছে। আপনারা খুব ভালো করে জানতে আরম্ভ করুন শক্তি কাকে বলে। শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শনশাস্ত্রের মতো অনুসন্ধান করুন। অর্গানন বারবার পড়ুন ও সাধনা করুন। উত্তর সহজেই পাবেন। শক্তিকৃত ওষুধ ত জড় (crude) পদার্থ নয়। ৩০, ২০০ বা তদুর্ধ্ব শক্তিতে যখন একে পরিবর্তিত করা যায় তখন এর মধ্যে জড় পদার্থের কোনও সন্ধানই মেলে না। তখন এটি সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ ধারণ করে। সুতরাং টিউবারকিউলিনাম উচ্চশক্তির মধ্যে যক্ষ্মার বীজ, সোরিনাম উচ্চশক্তির মধ্যে খোসপাঁচড়ার পূঁজ—এসব কথা আসবে কেন?

আর হুঁ করতেই যাঁরা নোসোড্‌স্ ওষুধ ব্যবহার করেন তাঁদের আমি বলি যে, আমাদের ওষুধ প্রয়োগের নীতি কি? রোগীর লক্ষণসমষ্টির জ্ঞানই হবে আমাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। নোসোড্‌স্ ওষুধগুলিরও নিজস্ব লক্ষণাবলী আছে। আপনারা নোসোড্‌স্ বই ভালো করে পড়ুন।

ঐ লক্ষণগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করলে ঐ ওষুধ ব্যবহার করার নির্দিষ্ট পথ আপনারা পাবেন। যক্ষ্মা, সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির ইতিহাস পাওয়া গেলে আমরা একটা পথের ইঙ্গিত পাব মাত্র কিন্তু ওষুধ ব্যবহার করার সময় লক্ষণসমষ্টির জ্ঞানই হবে আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

ডাঃ ডিউই (Dr. Dewey) এই ওষুধগুলি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ রোগের অন্তর্নিহিত বীজ যখন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (the morbid product of disease, when employed as remedies)। গ্রীক শব্দ নোজোসের (nosos) অর্থ রোগ। এই নোজোস থেকেই নোসোড্‌স্ শব্দ এসেছে। সুবিখ্যাত ডাঃ অ্যালেন ডিপথিরিনাম সম্বন্ধে তাঁর কীনোটস্ (Keynotes) গ্রন্থে বলেছেন যে, তিনি পঁচিশ বছর ধরে ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক (prophylactic) হিসেবে এই ওষুধটিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রয়োগ করার পর সেই ঘরে আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ঐ রোগ আক্রমণ করেনি। তিনি সকলকে এই বিষয়টি পরীক্ষা করতে বলেছেন এবং বিফল হলে তাও জানাতে অনুরোধ করেছেন। অ্যালোপ্যাথ বন্ধুদের টিকা দেবার মতোই যেন কথাটা মনে হয়। তবুও ঐ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা আমরা করেছি ও করছি। বিফল যে হইনি তা নয় কিন্তু সফলতার উদাহরণ অনেক বেশি।

নোসোড্‌স্‌গুলির আবিষ্কারের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী। বহু অতীতে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৩০ সালে মহামতি ডাঃ হেরিং জলাতঙ্করোগে ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা ওষুধরূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। বসন্তের পূঁজও তিনি ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন। এই পদ্ধতিটিই পরে সর্বসাধারণের নিকট টীকা লওয়ার সামিল হয়। ইংরেজী ১৮৮২ সালে ডাঃ পাস্তুর (Dr. Pasteur) র‍্যাবিজ (rabies) সম্বন্ধে তাঁর প্রথম বক্তৃতা প্রকাশ করেন। টিউবারকিউলিন সম্বন্ধে ডাঃ ককের (Dr. Koch) বই বের হবার চার বছর আগে থেকে ডাঃ হেরিং, ডাঃ সোয়ান এবং ডাঃ বিগলার ব্যাসিলিনাম ও টিউবারকিউলিন ব্যবহার করতেন। আপনারা জানেন যে, যক্ষ্মাগ্রস্ত ফুসফুসের বিচূর্ণ থেকেই ব্যাসিলিনাম এবং যক্ষ্মারোগীর গয়েরকে বিচূর্ণ করে টিউবারকিউলিনাম পাওয়া গেছে।

টিউবারকিউলিন নিয়ে ডাঃ কক বহু পরীক্ষা আরম্ভ করেন জানি। কিন্তু তার পূর্বে ইতিহাসও আছে। ডাঃ ককের এক প্রকার পরীক্ষার বহু বৎসর পূর্বের ডাঃ বার্নেট

(Dr. J. Compton Burnett) এ কিয়োর ফর কনজাম্পশন (A Cure for Consumption) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং ঐ পুস্তিকায় তিনি ব্যাসিলিনাম নামে এক প্রকার ওষুধের ব্যবহার ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। ডাঃ কক মৃত যক্ষ্মাজীবাণুর লিম্ফ (lymph) ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে ডাঃ পার্ক এবং ডাঃ উইলিয়ামস (Dr. Park and Dr. Williams) মন্তব্য করেন ঃ টিউবারকিউলিন ডাঃ ককের আশা পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও টিউবারকিউলিনের প্রয়োগক্ষেত্রের নির্দেশ অতি মূল্যবান। কিন্তু একথা যেন ভুলবেন না যে, ঐ টিউবারকিউলিনাম আর ১৮৭৯ সালে ডাঃ সোয়ান যে টিউবারকিউলিনাম আমাদের হাতে দিয়েছেন, তা এক নয়। সোয়ানের তৈরি আমাদের বর্তমান টিউবারকিউলিনাম সম্বন্ধে বলতে পারা যায় যে, এটি ককের আশা আশাতিরিক্তভাবেই পূর্ণ করেছে। প্রস্তুত করবার কৌশল ও প্রক্রিয়ার বিভিন্নতাহেতুই এরূপ ক্রিয়াপার্থক্য হয়। যক্ষ্মাবীজ হতে যে নোসোড্‌স্ ওষুধ আমরা পেয়েছি তার তিনটি পৃথক নামকরণ হয়েছে। ডাঃ হিথ ও বার্নেট বলেছেন ব্যাসিলিনাম,কক বলেছেন, লিম্ফ বা টিউবারকিউলিন এবং সোয়ান বলেছেন টিউবারকিউলিনাম। এগুলির মধ্যে হোমিওপ্যাথি মতানুসারে যে প্রচুর পার্থক্য আছে তা ডাঃ বেঞ্জ গোল্ডবার্গ (Dr. Benj Goldberg. M. D.) আমদের জানিয়েছেন।

কক সর্বপ্রথম যখন লিম্ফ দ্বারা বৃথাই যক্ষ্মা রোগীকে আরোগ্য করতে চেষ্টা করছিলেন তখন কিন্তু হোমিওপ্যাথরা এই ওষুধটির দ্বারাই শত শত কঠিন নিউমোনিয়ার রোগীকে আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্য করে তুলেছিলেন। তা নিয়ে তখন চারদিকে তুমুল সোরগোল উঠল। শত শত বই প্রকাশিত হলো। কয়েক মাসের মধ্যেই বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক তৈরি হয়ে গেল। কয়েকটি পত্রিকাতে শুধু টিউবারকিউলিন (Koch's lymph) দ্বারা যক্ষ্মা চিকিৎসার খরব প্রকাশিত হতে থাকল। কয়েকজন পুরাতনপন্থী হোমিওপ্যাথ বাদে সকলেই প্রায় এই চিকিৎসা অনুসরণ করতে থাকলেন।

কিন্তু শীঘ্রই এই বাতাস বদলে গেল। ক্রমশ ঐ উত্তেজনার সুর স্তিমিত হয়ে চতুর্দিক থেকে আসতে লাগল এর বিফলতার রোগিকাহিনী। শুধু তাই নয়—এমন কথাও উঠল যে, টিউবারকিউলিন প্রয়োগে বরং ঐ সব রোগীকে খুব শীঘ্রই মরণের দ্বারে পাঠানো হচ্ছে। তখনকার বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট ডাঃ ভার্কো (Dr. Virchow) এই চিকিৎসায় মৃত যক্ষ্মা রোগীদের মৃতদেহ পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন কিভাবে এই ওষুধের ক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু ঘটছে। এ ওষুধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

উঠল। এর বিফলতায় সরকার পর্যন্ত আইনের আশ্রয়ে এই বিষম ক্ষতিকর ব্যাপার রোধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

কিন্তু সত্যের আলোকে আবার দৃশ্যপট অন্যভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠল। আজ আমরা জানি যে, নিউমোনিয়াতে এবং যক্ষ্মার রোগীদের (in pulmonary congestion) ককের টিউবারকিউলিনের মতো অমৃতোপম ওষুধ আর নেই। আবার, শ্বাসপ্রশ্বাসযন্ত্র সম্পর্কিত ফুসফুসসংক্রান্ত (pulmonary) ও যক্ষ্মারোগে ব্যাসিলিনাম হচ্ছে আরও শক্তিশালী ওষুধ। অতিরিক্ত সর্দিস্রাব, সর্দিজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ইত্যাদি রোগ ব্যাসিলিনাম দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করা যায়। এছাড়া সহজেই ঠাণ্ডা লাগা, শ্বাসযন্ত্রের সহজ রোগপ্রবণতা ও ইনফ্লুয়েঞ্জারোগ ব্যাসিলিনাম প্রয়োগে মন্ত্রের মতো ভালো হয়।

পূর্বের টিউবারকিউলিনাম প্রয়োগে যক্ষ্মা চিকিৎসায় যে বিফলতা এসেছিল তার একমাত্র কারণ, তখনকার দিনে এই ওষুধের ব্যাপক ও অতি বহুল পরিমাণে ব্যবহার (this was due to the very intensive treatment of the disease by both injecting a most potent agent and by giving it in the most heroic dosage of Dr. Benj Goldberg. M. D.)।

টিউবারকিউলিন সম্বন্ধে ডাঃ পার্ক এবং ডাঃ উইলিয়ামস যা বলেছেন তা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। টিউবারকিউলিন যক্ষ্মারোগ সারায় না (is not a cure for tuberculosis); তাঁরাই এটি ব্যবহার করবার উপযোগী ও অধিকারী যাঁরা এই ওষুধটির ভালো করার ক্ষমতা ও মন্দ করার শক্তি দুইই পরিষ্কাররূপে জ্ঞাত আছেন। কারণ এই ওষুধটির দুই দিকই ধারালো (two edged weapon)। যক্ষ্মারোগ যেখানে খুব বেশি অগ্রসর হয়েছে সেখানে এর প্রয়োগ নিস্ফল।

কিন্তু ষাট বৎসর ধরে এই ওষুধের দ্বারা চিকিৎসার পরে হোমিওপ্যাথরা কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন? প্রথমেই দেখা যায় যে, অযথা অনপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করায় খুব ক্ষতি হলেও এখনও এর প্রয়োগ ব্যাপকরূপে চলেছে। তাছাড়া শুধু যে যক্ষ্মাতেই এর উজ্জ্বল আরোগ্যকর ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, ঐ জাতীয় নানা ব্যাধিতে আজ এটি অমৃততুল্য মহৌষধ। বোধ হয় টিউবারকিউলিন হচ্ছে একমাত্র ওষুধ যেটাকে নিউমোনিয়ায় বা ইনফ্লুয়েঞ্জায় (তরুণ বা ক্রনিক) মধ্যে মধ্যে দুই এক মাত্রা হিসেবে দিলে অসংখ্য রোগীকে রক্ষা করা সম্ভব। এখানে আমি আপনাদিগকে ডাঃ আর্নুল্ফির (Dr. Arnulphy) উক্তি শোনাব। সুবিখ্যাত ডাঃ জুসেটও এই কথাটা অনেকস্থলে বলতেন ঃ ইপিকাক, আয়োডিন, অ্যান্টিম-টার্ট এবং এমন কি

ফসফরাসকে বাদ না দিয়েও একথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতে পারা যায় যে, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় টিউবারকিউলিনামের মতো ওষুধ আর একটিও আমাদের মেটিরিয়া মেডিকায় নেই। শিশু, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ যাঁরই হোক না কেন, যাঁরাই এই ওষুধ এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তাঁরাই এর মন্ত্রফল দেখেছেন এবং সানন্দে এর উচ্চ প্রশংসায় চারদিক ভরে দিয়েছেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে—টিউবারকিউলিনাম নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মা ধাতুর ব্যক্তিদের ফুসফুসের রক্তাধিক্য (congestion) উৎপন্ন করে। সুতরাং এটি যে ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হবে একথা খুবই সত্য ("I make bold to state that no single remedy in our Materia Medica, not excepting Ipecac, Iodine, Tartaremetic and even Phos., approaches the singular efficacy of Tuberculinum in well authenticated cases of that affection (broncho-pneumonia), be it in the child, the adult, or the aged. Its rapidity of action in some cases is little short of wonderful and all who have used it in this line are unanimous in their undoubted praise of its working.")

ইংরেজী খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী রোগবীজজাত ওষুধগুলির অর্থাৎ নোসোড্স্গুলির আবিষ্কারের একটা সংক্ষিপ্ত সময় তালিকা নিচে দিচ্ছি। একশ বছর ধরে এর জয়যাত্রা অগ্রসর হয়ে চলেছে।

১৮৩০—ডাঃ হেরিং প্রথম ইঙ্গিত করলেন যে, ক্ষিপ্ত কুকুরের লালার দ্বারা জলাতঙ্করোগের চিকিৎসা করা যায়। এর নাম হচ্ছে হাইড্রোফোবিনাম। এর বাহান্ন বছর পরে সুবিখ্যাত ডাঃ পাস্তুর (Dr. Pasteur) এই সকল রোগ ও জীবাণু সম্বন্ধে আলোচনা এবং আবিষ্কার করেছিলেন।

১৮৩১—ডাঃ হেরিং নোসোড্স্ সম্বন্ধে একখানি ছোট পুস্তিকা লেখেন।

১৮৩৩—ডাঃ লাক্স (Dr. Lux) ঐ ওষুধগুলি সম্বন্ধেই পুনরায় আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি ঐগুলিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ না বলে আইসোপ্যাথিক নাম দিয়েছিলেন। এগুলি যে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক হেরিং তা শাস্ত্র অনুসারেই প্রমাণ করেছিলেন।

১৮৩৩—হেরিং লাইসিন (lyssin) নামক ওষুধ প্রুভিং ও শক্তিকৃত করে ব্যবহার করতে থাকেন।

১৮৩৩—ডাঃ হেরিং সোরিনাম প্রচলন করেন।

১৮৩৬—ডাঃ ওয়েবার (Dr. G. A. Weber) আনথ্রাসিনাম ওষুধ পশুর মড়কে (cattle plague) অত্যাশ্চর্য ফলদায়ক প্রমাণ করেছিলেন। ঐ ওষুধে প্রত্যেকটি পশুকে ভালো করেছিলেন এবং বহু মানুষকেও বাঁচিয়েছিলেন। ঐ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন ডাঃ ডাভাইন (Dr. Davaine) এবং তাও হয়েছিল বহু পরে অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮৬২—ডাঃ জি ডব্লিউ বোয়েন (Dr. G.W. Bowen) ম্যালেরিয়া অফি ওষুধটির আবিষ্কার করলেন। সুনির্বাচিত ওষুধ বিফল হলে ম্যালেরিয়ায় এটি সত্যিই বিস্ময়কর কাজ করে।

১৮৭১—ভ্যারিওলিনাম ব্যবহৃত হলো।

১৮৭৩—ভ্যাক্সিনিনাম এলো।

১৮৭৫—ডাঃ সোয়াল মেডোরিনাম ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। যদিও তার চার বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ নিসার (Dr. Neisser) গনোকক্কাসের জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন।

১৮৭৯—সিফিলিনাম ব্যবহৃত হলো কিন্তু ১৮৮০ সালে এর প্রুভিং প্রকাশিত হলো। এর পরে ডাঃ শডিন (Dr. Schaudinn) বিখ্যাত ট্রিপোনিমা প্যালিডাম নামক সিফিলিস জীবাণু আবিষ্কার করলেন। একথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, জীবাণুর ব্যাপার নিয়ে জ্ঞানলাভ করার পূর্বেই আমরা নোসোড্স্ ওষুধ ব্যবহার করে জগৎকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলুম।

১৮৭৯—সোয়ান আমাদিগকে টিউবারকিউলিনের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। ডাঃ অ্যালেন তাঁর নোসোড্স্ বইতে এই ওষুধটির লক্ষণ বর্ণনায় তিরিশটি পাতা লিখেছেন।

১৮৮২—সোয়ানের টিউবারকিউলিন আবিষ্কারের তিন বছর পরে মার্চ মাসে কক ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস আবিষ্কার করলেন। এবং তারপর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে টিউবারকিউলিন লিম্ফ বা ও টি (Tuberculin Lymphy or O. T.) আবিষ্কার করে জগৎকে এক অভিনব জিনিস দান করলেন। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, ককের আবিষ্কারের পাঁচ বছর আগে সুবিখ্যাত ডাঃ বার্নেট টিউবারকিউলিন বা ব্যাসিলিনাম ব্যবহার করতেন। এবং বার্নেটেরও বহু আগে নিউইয়র্কের সোয়ান এই ওষুধ নিজে ব্যবহার করতেন এবং অন্যদের ব্যবহার করবার উপদেশও দিয়েছিলেন।

১৮৯৭—নিউ টিউবারকিউলিন নামে টিউবারকিউলিন রেসিডিউ (tuberulin residue) উপস্থিত হলো। একে এন টি (N. T.) বা টি আর (T. R) নামেও ডাকা হতো।

১৯০১—ব্যাসিলারি ইমালসন (Bacillary Emulsion or B. E.) আবিষ্কৃত হলো।

এইভাবে আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ রকমের টিউবারকিউলিন এবং ব্যাসিলিজাত ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ডিপথিরিনাম আনলেন ডাঃ লাক্স এবং ডাঃ সোয়ান তা ব্যবহার করে গেছেন।

১৮৮০—ড্রাইসডেল পাইরোজেন তৈরি করলেন।

১৮৮৮—ডাঃ বার্নেট পাইরোজেন ব্যবহারের দ্বারা রোগী আরোগ্যের বিবরণযুক্ত একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই ওষুধের যে কিরূপ মন্ত্রফল তা ঐ বই পাট করলেই জানা যায়।

১৯০৬—ইংল্যাণ্ডের ডাঃ ক্লার্ক পার্টুসিন আবিষ্কার করলেন। সেই বছরেই হুপিং কাশির জীবাণু (Pertussis bacillus) আবিষ্কার হয়েছিল।

উপরে মোটামুটি আমি নোাসোড্ ওষুধগুলি আবিষ্কারের সময় উল্লেখ করেছি।

সঠিক তারিখ বলতে না পারলেও এক্ষেত্রে জানিয়ে দিই ডাঃ জে জে গার্থ উইলকিনসন (Dr. J. J. Garth Wilkinson) একটি অতি শক্তিশালী নোসোড্‌স্ ওষুধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিলেন। এটির নাম হিপোজেনিয়াম। যক্ষ্মা, ক্যানসার, সিফিলিস পূতিনস্য, স্ক্রোফুলাজনিত স্ফীতি, পাইমিয়া, ইরিসিপেলাস ইত্যাদিতে এর অদ্ভুত কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

নিউমোনিয়াতে নিউমোকক্সিন ২০০ এবং নিউমোটক্সিন (cahis) ব্যবহারপ্রণালী আমরা বর্তমানে ভালোভাবেই জানি এবং এই নোসোড্‌স্‌গুলিকেও নিত্য ব্যবহার করে নিউমোনিয়া, পক্ষাঘাতযুক্ত নিউমোনিয়া, প্লুরিসির ব্যথা উপশম করেছি।

নোসোড্‌স্ ওষুধগুলির আবিষ্কার ও ব্যবহার সত্যই ভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ। কিন্তু আমি বারবার এখানে সাবধান করে দিচ্ছি যে অযথা ও অনুর্পযোগিক্ষেত্রে ব্যবহার করলে আশীর্বাদের পরিবর্তে আমরা অভিশাপ ডেকে আনব। বহুক্ষেত্রেই এর দ্বারা সর্বনাশ ঘটছে আমরা তা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি।

উপসংহার

আমি রোগবীজজাত অর্থাৎ নোসোড্ ওষুধগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথা জানালুম। রোগবীজজাত ওষুধগুলির প্রত্যেকটিই অতীব শক্তিশালী ও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই তাদের কাজ আরম্ভ হয়। এত গভীর ক্রিয়াশীল ও তীব্র শক্তিশালী এই ওষুধগুলি ব্যবহারের আগে আমি প্রত্যেক হোমিওপ্যাথকে খুবই হুশিয়ার হয়ে তাঁর হাতের অস্ত্র ব্যবহার করতে অনুরোধ করি। ডাঃ কেন্ট যেমন বলেছিলেন ঃ "আমি অসভ্য নিগ্রোর হাতে ধারাল ক্ষুর দিয়ে অন্ধকারে তাদের সাথে রাতও কাটাতে পারি, তবু অল্পশিক্ষিত হোমিওপ্যাথের হাতে উচ্চশক্তির ওষুধ থাকা সহ্য করতে পারি না।" আমিও তেমনি বেহুঁশিয়ার হোমিওপ্যাথের হাতে নোসোড্‌স্ ওষুধের অপব্যবহার সহ্য করতে পারি না। নোসোড্‌স্ ব্যবহারের আগে সেই প্রবাদবাক্যটি বেশি করে মনে রাখবে—look before you leap. ধাতব ওষুধগুলি ও উদ্ভিদরাজ্যের ওষুধগুলি আমি এর পর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশ করে হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকাটি সম্পূর্ণ করবো।